মালফুজাতে

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ

(হযরতজীর বাণী বা বচন)

সংকলন

মুফ্‌তি রওশন শাহ্ কাসেমী

ভাষান্তর

ইসহাক ওবায়দী

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা

অভিমত

মলফূজাত সম্পর্কে ফাজায়েলে আ-মালের লেখক ও তাবলীগের আজীবন মুরব্বী শেখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব (র)-এর অভিমত।

তিনি বলেন, তাবলীগের কাজ করনেওয়ালা বন্ধুদেরকে অপরিহার্যভাবে মিনতি জানাচ্ছি যে, হজরত মাওঃ ইলিয়াস (র) এবং হজরত মাওঃ ইউসুফ (র)-এর মলফুজাত ও বাণীসমূহ এবং উভয়ের জীবনী ও চিঠিপত্রসমূহ খুব গুরুত্বের সাথে সব সময় পড়ার জন্য হাতের কাছে রাখবেন। কেননা, এগুলো কাজ করনেওয়ালাদের জন্য বহু মূল্যবান মনিমুক্তা স্বরূপ। এই সমস্তের মধ্যে যেসব নিয়ম-কানুন রয়েছে, তার পাবন্দি করা কাজের উন্নতি সাধন ও বরকতের কারণ।
(জামাতে তাবলীগ পর এ'তেরাজাতকে জাওয়াবাত- পৃঃ ১২৫)

দেওবন্দের প্রধান মুফতি হজরত মাওঃ মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেবের অভিমত।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। পর সমাচার, আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মুখলেস বান্দাদের ফয়েজকে অনেক দিন পর্যন্ত বাকী রাখতে চান, তাঁদের নেক কাজগুলোকে জীবিত রাখেন। চাই বই আকারে হোক, চাই অন্য কোনভাবে। হজরত মাওঃ ইউসুফ সাহেব (র) ও এমনই একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহপাক উত্তম বিনিময় দান করুক মুফতি রওশন সাহেবকে, তিনি হজরতজীর মলফুজাতের একটি ভাণ্ডার একত্রিত করে দিয়েছেন, যা ইনশাল্লাহ অনেক উপকারী হবে।

দেওবন্দ
১৭/০৮/১৪১৫ হিঃ

ইতি—
মাহমুদ

সংকলকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং সালাত ও সালাম তাঁর সম্মানিত রাসূলের ওপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের কথাবার্তা, তাঁদের বাণীসমূহ এবং তাঁদের বচনসমূহ বর্তমান বিশ্বেও মরা অন্তরকে জীবিত করার প্রভাব রাখে। তাঁদের বাণী পড়ে এবং শুনে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-এর মহব্বতে উন্নতি সাধিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি হয়। নেক আমলের জয্বা জাগ্রত হয়ে আখেরাতের একীন তাজা হয়। দুনিয়ার মহব্বত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আল্লাহর জিকির এবং সুন্নতের পাবন্দির উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। আখেরাতের চিন্তা অন্য সব চিন্তার ওপর বিজয়ী হয়। এ সমস্ত বুজর্গদের বাণী দ্বারা না শুধু কোরান হাদীসের আজমত অন্তরে শেকড় গাড়ে; বরং কোরান-হাদীসের অনেক রহস্য উদঘাটিত হয়। তাবলীগী কষ্ট-মেহ্নতের উপকারিতা সামনে আসে। আল্লাহর কলেমা এবং দ্বীনকে উঁচু করার অন্তরে এক আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়।

বুজর্গদের বাণী ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বুজর্গদের কলবের অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিসমূহ এবং দ্বীন ইসলামের উন্নতি সাধনের জন্য কোরবানী ও জযবার পরিমাণ আমাদের সামনে এসে আমলের দাওয়াত দেয়। এই সমস্ত বুজর্গদের মধ্যেই হজরতজী মাওঃ ইউসুফ সাহেব (রহঃ)ও একজন, যিনি তাঁর আব্বাজান হজরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর ঐ সময়ের বড়দের পরামর্শক্রমে এই দাওয়াত-ওয়ালা বড় কাজের জিম্মাদারী আঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম অনেক মানুষের কাছে পৌছিয়েছিলেন। আর আল্লাহর লক্ষ লক্ষ বান্দাদেরকে তাঁর রাস্তায় লাগিয়েছিলেন। হজরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষাকে প্রচার-প্রসার করার মধ্যে কোন রকম ত্রুটি করেননি। ধনী, গরীব, আলেম ও সাধারণ লোকদেরকে এবং ঐ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে নিজের মধ্যকার দরদ ও ফিকির এবং ঈমানী শক্তির প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত করেছেন এবং আপন বাবার নকসে কদমের ওপর চলে উম্মতে মুসলেমাহ'র ভেতর এসলাহী চেষ্টা তদবীরের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মশগুল ছিলেন।

তাঁর তাবলীগী জামানা শুধু একুশ বছর। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত বড় কামিয়াবী অর্জন করেছেন। যে দাওয়াত ওয়ালা কাজকে একটা আন্তর্জাতিক কাজ বানিয়ে হার তবকা এবং বিভিন্ন মানসিকতার লোককে খুব বেশী প্রভাবান্বিত করেছেন।

এক বুজর্গের বক্তব্য এই যে, "তাঁর দৃষ্টান্ত কাছের ও দূরের শতাব্দী গুলোতে পাওয়া যাওয়া বিরল।"

এই সমস্ত বুজর্গদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর তাঁদের বাণী ও চিঠিপত্র আমাদের জন্য নিয়মাবলী ও সহী পথ প্রদর্শনের কাজ দেয়। হজরত মাওলানা ইলিয়াস

(রহঃ)–এর বাণী ও পত্রাবলী তো বহু বছর আগেই বই আকারে ছাপা হয়ে গেছে, যদ্বারা দাওয়াতের কাজ করনেওয়ালা বন্ধুদের অনেক উপকার হয়েছে এবং হচ্ছে। কিছু দিন থেকে এই অধমের অন্তরে এই খেয়াল ঘোরাফেরা করছে যে, হজরতজী মাওঃ ইউসুফ সাহেব (রহঃ)-এর বাণী ও পত্রাবলী সাধারণ পাঠকের সামনে যদি আসত, তাহলে অনেক উপকার সাধিত হত, কিন্তু লেখালেখির জন্য কলম ধরার ব্যাপারে অধমের নিজের এলেম ও আমলের কমতি এবং অন্যান্য বাধা-বিপত্তির কারণে অত্যন্ত সন্দেহ ছিল। এই অবস্থায় আমার ওস্তাদ ও দ্বীনি হিতাকাঙ্ক্ষী হজরত মাওঃ আবদুস সালামের সাথে পরামর্শ করায় তিনি আমাকে হিম্মত দিয়ে লিখতে সাহস যোগালেন।

হজরতজী মাওঃ ইউসুফ সাহেব (রহঃ)–এর বাণীসমূহ বেশ কিছু কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ছিল, যদ্বারা উপকৃত না হওয়া তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কঠিন অবশ্যই ছিল। এই কঠিনকে সহজ করার জন্য আল্লাহর তৌফিককে সাথে নিয়ে এই লাইনের যত কিতাব সহজভাবে যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে, যোগাড় করে 'হজরতজী মাওঃ ইউসুফ সাহেব (রহঃ)-এর বাণী (প্রথম খণ্ড) নামে প্রকাশ করা হল। এই লাইনের আরও কিতাব সংগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ২য় আরেকটি বাণী ও প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এ হিসাবে যাঁদের শুক্‌রিয়া আদায় করতে হয়, তাঁরা হলেন, আমার ওস্তাদ হজরত মাওঃ রাফ্‌আত সাহেব, হজরত মাওঃ মুফতি একরামুদ্দীন সাহেব, হজরত মাওঃ ইউনুস পালনপুরী সাহেব, মাওঃ আবদুস সালাম সাহেব, জনাব মাষ্টার নজীর আহমদ সাহেব ও মাষ্টার মাস্‌উদ আলী সাহেব। আল্লাহ পাক এদের সবাইকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর আদায় করছি যে, তিনি তাঁর একজন দুর্বল বান্দাকে তার এলেম ও আমলের কমতি সত্ত্বেও হজরতজীর বাণীকে একত্রিত করার তৌফিক দান করেছেন।

সম্মানিত পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, যদি কোথাও কোন ত্রুটি ধরা পড়ে, মেহেরবানী করে জানিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করনে তা শুদ্ধ করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক এই কিতাবকে কবুল করুক এবং আম খাস সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দিক এবং আমার নাজাতের উসিলা হোক। যারা এই কিতাব থেকে উপকৃত হবেন তাঁদের কাছে আবেদন, তারা যেন আমার খাতেমা বিলখায়ের ও গোনাহ মাফির দোয়া করেন।

ভারত | **বিনীত**
১০/০৪/১৪১৫ হিঃ | মোহাম্মদ রওশন শাহ কাসেমী

অনুবাদকের কথা

বিশ্ব-বরেণ্য মনীষীদের বাণী ও পত্রাবলীর সম্ভার পৃথিবীর সব জাতি ও সব সাহিত্যেই স্ববিশেষ গুরুত্ব রাখে। তাই দেখা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের বাণী তাঁদের নিজ নিজ দেশে ও তাদের জাতিকে সব সময় উপকৃত করেছে।

মুসলিম মনীষীদের বাণীতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এমন মনীষী খুব কমই আছেন, যাঁর বাণী প্রকাশিত হয়ে গণ মানুষের উপকার সাধিত হয়নি। তবে তার সম্ভার আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষাতেই বেশী। বাংলায় রূপান্তর খুব কম দেখা যায়।

হজরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) ভাষার দিক থেকে উর্দুভাষী হলেও দাওয়াত ও তাবলীগের মত মুসলমানদের একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্ণধার হওয়ার সুবাদে তাঁর স্বীকৃতি শুধু আন্তর্জাতিকভাবে আছে তাই নয়, বরং তাঁর বাণীর মধ্যেও রয়েছে আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ ও দৃঢ় প্রত্যয়। এক একটি বাণীতে মহাশক্তি রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হওয়ায় বহু দিন থেকে তাঁর বাণীকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে তুলে ধরার এক স্বপ্ন দেখতে থাকি। ঐ স্বপ্নই আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অনুবাদকের সার্বিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁর এই মোবারক বাণী বাংলা ভাষীদের জন্য উজ্জীবনী শক্তি হিসাবে কাজ করবে বলে অধমের বিশ্বাস। আল্লাহ্ আমাদের সকলের জন্যই এই উদ্যোগকে মোবারক করুক। আমীন।

– ইস্‌হাক ওবায়দী

সূচীপত্র

বাণী নম্বর পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর		পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর		পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর		পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর		পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর		পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর | পৃষ্ঠা

বাণী নম্বর		পৃষ্ঠা

মলফুজাতে হযরতজী

১. আল্লাহ থেকে হওয়ার একীন নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর মধ্যে নিজের একীন ও বিশ্বাস এবং নিজের এবাদত ও পদ্ধতিকে পরিবর্তন করার দাবী বিদ্যমান রয়েছে। শুধু একীন পরিবর্তনের কারণেই আল্লাহ পাক এই আসমান-জমিন থেকে কয়েকগুণ বড় জান্নাত দান করবেন। যে সমস্ত বস্তু থেকে একীন বের হয়ে আল্লাহ পাকের সত্তায় আবদ্ধ হবে, ঐ সমস্ত বস্তুকে আল্লাহ পাক তাঁর অধীনস্থ্ করে দেবেন। এই একীনকে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য প্রথমতঃ এই একীনের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহর বড়ত্বকে বোঝাতে হবে। তাঁর প্রতিপালনকে বোঝাতে হবে। তাঁর কুদরত ও ক্ষমতাকে বোঝাতে হবে। আম্বিয়া (আ) ও সাহাবী (রা) দের ঘটনাবলী শোনাতে হবে। নিজে একাএকা বসে চিন্তা ফিকির করতে হবে। অন্তরে এই একীন বসাতে হবে যে, যার দাওয়াত জনসমক্ষে দেয়া হলো, এটাই হক ও সত্য। এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে হবে যে, আয় আল্লাহ! এই একীনের হাকীকত আমাদের দান করুন।

(হজরতজীর জীবনী ৭৬৭ পৃঃ)

২. প্রতিটি বস্তুকে আল্লাহ পাক আপন কুদরত দ্বারা বানিয়েছেন

হজরতজী বলেন— আল্লাহ জাল্লাশানুহু সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতিটি কণা কণার এবং প্রতিটি ব্যক্তির খালেক ও মালেক। প্রতিটি বস্তুকে আপন কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুই তাঁর সৃষ্টির কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বানানেওয়ালা। নিজে নিজে কিছু সৃষ্টি হয়নি। আর যে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়, তার থেকে অন্য কিছু সৃষ্টি হয় না। যা কিছু কুদরত দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তা কুদরতেরই অধীন। প্রতিটি বস্তুর ওপর তাঁর অধিকার আছে। তিনিই প্রতিটি বস্তুকে ব্যবহার করেন। তিনি আপন কুদরত দ্বারা ঐ সমস্ত বস্তুর আকৃতিও পরিবর্তন করতে পারেন। আবার আকৃতিকে বহাল রেখে তার গুণাবলীকেও পরিবর্তন করতে পারেন। লাঠিকে সাপ বানাতে পারেন, আবার সাপকে লাঠি বানাতে পারেন। এভাবে প্রতিটি নকসার ওপর চাই মুলুক হোক বা মাল হোক, বিদ্যুৎ হোক বা বাষ্প হোক তাঁরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত। এবং তিনিই জোর খাটাতে পারেন। যেখান থেকে মানুষের

নির্মাণ নজরে আসে, সেখান থেকে তিনি বরবাদী এনে দেখাতে পারেন। আর যেখান থেকে বরবাদী নজরে আসে, সেখান থেকে তিনি নির্মাণ এনে দেখাতে পারেন। লালন-পালনের ব্যবস্থাপনা তিনিই চালান। কোন বস্তু ছাড়া বালুরাশির ওপরও পালতে পারেন, আবার সমস্ত সরঞ্জামাদির মধ্যে রেখেও প্রতিপালনের ব্যবস্থা বিগড়ে দিতে পারেন। (হজরতজীর জীবনী ৭৬৬ পৃঃ)

৩. আল্লাহর কুদরত থেকে ফায়দা হাসিলের পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালার পবিত্র জাতের সাথে সম্পর্ক হওয়া চাই, এবং তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সরাসরি ফায়দা হাসিল করা চাই। এর জন্যে হজরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন। যখন তাঁর তরীকা জীবনে বাস্তবায়িত হবে, তখন আল্লাহ জাল্লাশানুহু প্রতি নকসার মধ্যে কামিয়াবী দিয়ে দেখিয়ে দেবেন।

৪. আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত প্রয়োজনাদির মীমাংসার তরীকা

হজরতজী বলেন— আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত প্রয়োজনের মীমাংসা হজরত মুহাম্মদ (স)-এর তরীকায় জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে রেখেছেন। তাঁর তরীকা আমাদের জীবনে এসে যাওয়া চাই। আর তার জন্য প্রয়োজন এক মেহনতের, ঐ মেহনতের ওপর বস্তীওয়ালাদেরকে (মহল্লাবাসীদেরকে) উদ্বুদ্ধ করার জন্য গাশ্তের জন্য মসজিদে একত্রিত করা চাই। নামাজের পরে এলান করে লোকদেরকে বসার জন্য বলা চাই। মহল্লার কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা ইমাম সাহেব এলান করলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর যদি তিনি আমাদেরকে করতে বলেন, তাহলে আমাদের কোন সাথী এলান করবে। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৭৭৩)

৫. এখলাস সৃষ্টি করার তরীকা

হজরতজী বলেন— প্রত্যেকটি আমলে আল্লাহ জাল্লা শানুহু-এর রেজামন্দির আবেগ হওয়া চাই। কোন আমল দ্বারা দুনিয়া তলব অথবা নিজের পজিশন বানানো উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। আল্লাহর রেজামন্দির জয্‌বা নিয়ে অল্প আমলেও অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে এখলাস ব্যতীত বড় বড় আমল ও পাকড়াও হওয়ার কারণ হবে। নিজের নিয়তকে ঠিক করার জন্য অন্যদের মধ্যে দাওয়াতের মাধ্যমে নিয়তকে সঠিক করার চিন্তা ফিকির ও উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা চাই। আমলের পূর্বে নিজের ওপর এবং প্রত্যেকটি আমলের মাঝখানে নিয়তকে ঠিক করার মশ্‌ক্ বা অভ্যাস করা চাই যে, আমি আল্লাহকে রাজী খুশী

করার জন্য এই আমল করছি এবং আমল পূর্ণ হবার পর নিজের নিয়তকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে তৌবা ও এস্তেগফার করা চাই। এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর কাছে এখলাস সৃষ্টি হবার জন্য দোয়া করা চাই।

(হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৭৬৯)

৬. তাবলীগ কি?

হজরতজী বলেন— হুজুর পাক (স) যে সমস্ত গুণাবলীর সাথে জীবন অতিবাহিত করতেন এবং যে সব গুণাবলীর সাথে দ্বীনের কাজ করতেন ঐ সব গুণাবলীর নাম তাবলীগ। প্রথম দরজার কথা হলো, শক্তি অন্য কিছুর ওপর খরচ হতে পারবেনা, শুধু আল্লাহর ওপর খরচ হবে। এই গুণ যতোখানি অর্জন হবে তাই দ্বীন হবে। (এটা হলো সংক্ষেপে) আর তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এভাবে খরচ হবে (অর্থাৎ আদেশ) আর ওভাবে খরচ হবেনা (অর্থাৎ নিষেধ)।

(মকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ পৃঃ ১৫)

৭. গোনাহ থেকে বাঁচার নুসখা (ফর্মূলা)

হজরতজী বলেন— নেক কাজসমূহকে গুনাহ মনে করে কান্না আরম্ভ করে দাও, গোনাহর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত এবাদতের সংক্ষিপ্তসার হলো, দোয়ার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করে নেয়া। তাবলীগের উদ্দেশ্য কি? তাবলীগ হচ্ছে, কাজ করনেওয়ালার গুণ। অর্থাৎ সকল আমলকে তাবলীগের গুণে করা।

(মকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ পৃঃ ১৫)

৮. আল্লাহর বানানোর দ্বারা জীবন গড়ে

হজরতজী বলেন— মানুষ মনে করে যে, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা দ্বারা জীবন গড়ে, অথচ আল্লাহ পাক সাবা কাওমকে ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর হজরত ইসমাইল (আ)-কে এমন অনাবাদ জায়গায় যেখানে ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচার চিহ্নও ছিলোনা পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে মানুষের একীন সেনাবাহিনীর ওপর, অথচ আল্লাহ তায়ালা আব্রাহা বাদশার সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পাখী দ্বারা ধ্বংস করে এই একীনকে ভুল প্রমাণিত করেছেন। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১২৯)

৯. বস্তুসমূহ অস্থায়ী, আর আল্লাহর কুদরত স্থায়ী

হজরতজী বলেন— দুনিয়ার সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত আকার-আকৃতি এবং ঘাসের খড়কুটা থেকে শুরু করে এটম বোমা এবং রকেট পর্যন্ত, এবং এভাবে সমস্ত শক্তি ও সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা আল্লাহ পাকের কুদরতের অধীন। এ সমস্ত

জিনিস নিজে কুদরত নয় ; বরং কুদরত তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি খাটায়। এসব জিনিস অস্থায়ী, আর কুদরত অপরিবর্তনশীল ও স্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা বস্তুর মাধ্যমে জীবনকে গড়েন ও আবার নষ্টও করেন। সফলকাম ও করেন, আবার অকৃতকার্য ও করেন। মোট কথা যা কিছু হয় বস্তু থেকে হয়না বরং আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর কুদরতের দ্বারা হয়। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১৩০)

১০. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লার উদ্দেশ্য বা মর্ম কি?

হজরতজী বলেন— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছ থেকে কিছু হবেনা এবং কিছু পাওয়া যাবেনা। শুধু আল্লাহ পাকের করার দ্বারাই হবে এবং পাওয়া যাবে। আর তাঁর ফজল ও করম তখনই হবে, যখন আমাদের জীবন এবং বস্তুর মধ্যে আমাদের লেগে মোহাম্মদ (স)-এর তরীকার ওপর হবে। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১৩০)

১১. আল্লাহ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, যে কোন বস্তুর মাধ্যমে যে কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারেন

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালা কুদরতওয়ালা, যে কোন আকৃতি থেকে যে কোন বস্তু বানাতে পারেন, অথবা কোন আকার-আকৃতি ছাড়া শুধু আপন কুদরত ও হুকুম দ্বারাই বস্তু বানাতে পারেন। এভাবে তিনি এ কথারও কুদরত রাখেন যে, যে কোন বস্তু থেকে যে কোন ক্রিয়া বা প্রভাব চান প্রকাশ করে দিতে পারেন। পানি দ্বারা চাইলে ডোবাতেও পারেন, আবার চাইলে ভাসাতেও পারেন। আগুন দিয়ে চাইলে জ্বালাতে ও পারেন, আবার চাইলে নাও জ্বালাতে পারেন। খাদ্য দ্বারা চাইলে পেট ভরাতে পারেন, আবার চাইলে নাও ভরাতে পারেন। মৃত্যুর জায়গা থেকে চাইলে জীবন দান করতে পারেন, আর জীবনের উপকরণ থেকে চাইলে মারতেও পারেন। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১২৯)

১২. আল্লাহর কাছে বড় শক্তিসমূহের অবস্থান

হজরতজী বলেন— তোমরা হুজুরে পাক (স)-এর নমুনার ওপর জীবনকে গড়তে শুরু কর, যতোটা গড়ার গড়ে যাবে, আর যারা গড়ার মতো নয়, এবং জীবন গঠনকারীদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমনভাবে তছনছ করে দেবেন যেমনিভাবে ডিমের ছিলকাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। তোমরা যাকে বড়শক্তি মনে কর, আল্লাহর কাছে তার অবস্থান মাকড়সার জালের সমানও নয়। পৃথিবীতে পবিত্র মানুষের অনস্তিত্বের কারণে মাকড়সার বড় বড় জাল ছেয়ে গিয়েছিলো। যখন হুজুরে আকরাম (স)-এর মেহনত দ্বারা পবিত্র মানুষ তৈরী

হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ পাক আজাবের ঝাড়ু দ্বারা রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের সমস্ত জাল পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

অবিকল এ অবস্থাই বর্তমান রাশিয়া ও আমেরিকার হবে।

(হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫০)

১৩. এটম বোম দ্বারা ওটাই হবে যা আল্লাহ চাইবেন

হজরতজী বলেন— এটম বোমকে ভয় পাওয়া এমন, যেমন কাফের মুশরেকরা পাথরের মূর্তিকে ভয় পেতো এবং তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশাও করতো। এটম বোম এবং এটম বোমের অধিকারীদের ঘাড়সমূহ কুদরতের হাতে অবনত। এটম থেকে ওটাই হবে যা আল্লাহ চাইবেন। ফেরাউন ও "এ সমস্ত নদী আমার অধীনে প্রবাহিত হয়" বলতো, কিন্তু আল্লাহ পাক ঐ পানিকেই তার ডোবার কারণ ও ধ্বংসের বস্তুতে পরিণত করেছেন।

(হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫০)

১৪. আল্লাহ চাইলে ধ্বংস ও অপমানের বস্তুকে লালন-পালন ও সম্মানের বস্তুতে পরিণত করতে পারেন

হজরতজী বলেন— যখন কিছুই ছিলোনা, আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু বানিয়ে দিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকবেনা আল্লাহ পাক আবার সবকিছু বানাবেন। তিনি সৃষ্টি করার ব্যাপারে মা-বাপের মুখাপেক্ষী নন। হজরত আদম (আ) হাওয়া (আ) এবং ঈসা (আ)-এর সৃষ্টি তার প্রমাণ। তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন বৃষ্টি হবে আর মানুষ জমিন থেকে আঙ্গুর ফলের মতো বের হতে থাকবে। তিনি চাইলে ধ্বংস ও অপমানের বস্তুকেই লালন-পালন ও সম্মানের বস্তুতে পরিণত করতে পারেন।

ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য আগুনকে, ইউনুস (আ)-এর জন্য মাছের পেটকে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্য জীবন ধারণের সমূহ উপকরণ থেকে শূন্য বিজন প্রান্তর ও মরুভূমিকে, ইউসুফ (আ)-এর জন্য জেলখানাকে এবং হুজুরে আকদাস (স)-এর জন্য গারে ছাওরকে হেফাজত, সম্মান ও লালন-পালনের সামান বানিয়ে দিয়েছিলেন। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫১)

১৫. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থা বিশুদ্ধ হবার একক ভিত্তি

হজরতজী বলেন— আমি পৃথিবীকে দারুল আস্‌বাব বা উপকরণ বিশিষ্ট বলে মনে করি, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সফলতা, প্রশান্তি, অধিকার, প্রিয় হওয়া, কেন্দ্রিকতা, শক্তি এবং সমস্ত ভালো অবস্থার একক ভিত্তি হুজুরে পাক (স)-এর আগমনের পর হুজুর (স)-এর করা আমলসমূহ। যখন কোন ব্যক্তি,

গোষ্ঠী, খান্দান, দল, জাতি অথবা দেশে হুজুরওয়ালা আমল এসে যাবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে উভয় জাহানে সফল করবেন। চাই তাদের কাছে দুনিয়াবী আসবাব থাকুক বা নাইই থাকুক। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫১)

১৬. নিজের মধ্যে সূর্যের গুণাবলী সৃষ্টি করো

হজরতজী বলেন— তোমরা যদি পৃথিবীতে সূর্যের মতো আলো নিয়ে ঘুরাফেরা কর, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে আলো প্রসারিত হবে। আর তোমাদের আলো আসবে ঈমানের দ্বারা, এবং হজরত মোহাম্মদ (স)-এর আনীত আমল ও আখলাক দ্বারা এবং খাঁটি নিয়তে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার দ্বারা। সূর্যের মধ্যে তিনটি জিনিস আছে, একটা এই যে, সে আলো নিয়ে ঘোরে ফেরে। দ্বিতীয় এই যে, অনবরত ঘোরে। তৃতীয় এই যে, যাদেরকে আলো দেয়, তাদের কাছ থেকে কোন রকম বিনিময় নেয়না। তোমাদের অবস্থাও এটাই হওয়া চাই। আলো নিয়ে ঘোরো, এবং অনবরত ঘোরো। আর "তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না।" এ কথাকে নিজেদের মূলনীতি বা উসূল বানাও। দাওয়াতের আমল দ্বারা কোন রকম উপকার হাসিল করোনা। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১৬১)

১৭. দ্বীন একমাত্র দাওয়াতের রাস্তায় ত্যাগ ও কোরবানী দ্বারা এবং দোয়ার মাধ্যমে চমকাবে

হজরতজী বলেন— এ ধরনের মানুষের প্রয়োজন, যারা আমেরিকা ও রাশিয়ার বস্তুবাদী পরিবেশেও এই একীন ও বিশ্বাসের ওপরই জমে থাকবে যে, দ্বীন শুধু দাওয়াতের রাস্তায় কোরবানী দ্বারা আর কোরবানীর পর দোয়ার মাধ্যমেই চমকাবে। আর একীনের সাথে দাওয়াতের রাস্তায় কোরবানী দিতে থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রভাবশালী কুদরত ও কুন-ফায়াকুনী শানের ওপর নজর রেখে আশা ও বিশ্বাসের সাথে হেদায়েতের দোয়া আর যাদের অন্তরে কুফুরীর সীল লেগে গেছে এবং তাদের কারণে হেদায়েতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য ধ্বংসের দোয়া করবে। তখন হয়তো হেদায়েতের দরজা খুলে যাবে, নতুবা তাই হবে, যা শাদ্দাদ ও নমরুদ এবং ফেরাউন ও হামানের সাথে হয়েছিলো।

১৮. এটা মুল্‌ক্ ও মালওয়ালা রাস্তা নয়

হজরতজী বলেন— যারা এখলাসের সাথে কোরবানী দিতে থাকবে, তাদের দিকে মুল্‌ক্ ও মালওয়ালারা একদিন খোদ ঝুঁকে পড়বে। ঐ সময়টা অত্যন্ত পরীক্ষার হবে। যদি তাদের দৃষ্টি ক্ষমতাও মালের ওপর হয়, এবং এ কথা মনে করা হয় যে, এখন তাদের মাল ও ক্ষমতা দ্বারা দ্বীনের কাজ চলবে, তাহলে সব

করা কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তাদের মুল্‌ক্ ও মাল থেকে দৃষ্টি হটিয়ে তাদেরকেও কোরবানীর রাস্তায় লাগানো হয়, তখন আবার তাদের চেয়েও আরো বড়রা আসবে, ওদের সাথেও এই ব্যবহারই করতে হবে। এমনকি সরকার প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আসবে, তাদেরকেও এই রাস্তায়ই লাগাতে হবে। হজরত মুহাম্মদ (স)-এর রাস্তা দাওয়াত এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার রাস্তা, মুল্‌ক্ ও মালের রাস্তা নয়। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১৬১)

১৯. এই খেয়াল ভুল যে, মুলক ও মাল হাতে আসলে পর ইসলাম চমকাবে

হজরতজী বলেন— এই খেয়াল ভুল যে মুলক ও মাল হাতে আসলে পর ইসলাম চমকাবে। মুল্‌ক্ ওয়ালারাতো ইসলামকে জীবন্ত কবর দিচ্ছে। বর্তমানে যাদের হাতে ক্ষমতা এবং তার কোষাগার, তারা হজরত আবুবকর ও ওমর (রা)-এর প্রতিনিধি নয়; বরং কায়সার ও কেস্‌রা এবং শাদ্দাদ-কারুনের প্রতিনিধি। তাদের মাধ্যমে ইসলামের জীবন্ত হওয়ার আশা করা বিলকুল গলত। তাদেরকে দেখেতো অন্তর বলে যে, "انى يحيى هذه الله بعد موتها" অর্থাৎ আল্লাহ এই মৃতদের মধ্যে এখন কিভাবে প্রাণ দেবেন?

ইসলাম যখনই চমকেছে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে চমকেছে। এখনো কোরবানীর মাধ্যমে চমকাবে। ইসলামের জন্য যদি কোরবানী হয়, তখন তা শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যেও চমকিতে থাকে। আর যখন কোরবানী হয়না, তখন নিজের বাদশাহী থাকা সত্ত্বেও ইসলাম মুছে যায়। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ১৬০)

২০. বস্তুর পরিবর্তে নিজের শরীরের ওপর মেহ্‌নত করবে

হজরতজী বলেন— মানুষ পৃথিবীতে দু'টি বস্তুর ওপর মেহ্‌নত করে। প্রথম, এই পৃথিবীর বস্তুর ওপর, দ্বিতীয়, নিজের শরীরের ওপর। দুনিয়ার বস্তুসমূহের ওপর যেমন ঘর-বাড়ী, জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা ও চাকরি বাকরি। আর মানুষ যে জিনিসের ওপর মেহ্‌নত করে, পুরো মনোযোগ সে দিকে থাকে। অন্তর ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে আট্‌কা পড়ে থাকে। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে,নিজের শরীরের পূর্ণতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মরার পর এ সমস্ত জিনিসের ওপর কৃত মেহ্‌নত কে সমস্ত বেকার সাব্যস্ত হবে। মানুষ এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ খালি চলে যাবে। আর হাশর মাঠে যখন নিজের শরীরের ওপর মেহ্‌নতকারীদের দেখবে, তখন নিজের ওপর শুধু কাঁদবে, এতো কাঁদবে যে, অশ্রুর সাগর বয়ে যাবে। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৬২৫)

২১ নিজের শরীরের ওপর মেহ্নত করার উপকারিতা

হজরতজী বলেন— নিজের শরীরের ওপর মেহ্নত করা অর্থাৎ নিজের জিহ্বার ওপর মেহনত, নিজের কানের ওপর মেহ্নত, নিজের চোখের ওপর মেহ্নত, নিজের অন্তরের ওপর মেহনত, মোট কথা শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ওপর মেহ্নত করার দ্বারা এমন এক মরতবা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যে, শুধু একটিমাত্র পলকে এই পুরো সৃষ্টিজগত থেকে কোটিগুণ বেশী দামী বেহেশত দান করা হবে। আপনি কোথাও যাচ্ছেন, সামনে কোন পরনারীর ওপর দৃষ্টি পড়লো, অন্তর বললো, এখন যদি চোখ নিক্ষেপ কর, তাহলে বরবাদ হয়ে যাবে, চোখ তখন ভিন্ন দিকে ফিরে গেলো। চোখকে এই একটি বার ফিরিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এমন কিছু দান করবেন, যা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। ঐ দান করা বস্তু থেকে যদি কোন একটিও এই পৃথিবীতে এসে পড়ে, তাহলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তা অর্জন করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৬২৫)

২২. আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রিত হওয়ার উপকারিতা

হজরতজী বলেন— শুধু আল্লার ওয়াস্তে এভাবে একত্রিত হওয়া ব্যক্তিদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতারা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বেষ্টনী দিয়ে রাখে এবং নিরাপত্তা ও শান্তি বর্ষণ করে থাকে। আল্লাহ করুক, বর্তমানে পৃথিবীতে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তেই যেনো মানুষ একত্রিত হতে থাকে। যদ্বারা আল্লাহর রহমত এই জমিনের ওপর অবতীর্ণ হয় এবং মানুষ অন্তরের প্রশান্তিকে আলিঙ্গন করতে পারে।

২৩. আমলের আগে দেখা উচিত যে, এই আমল হুজুর (স)-এর দরবারে কিভাবে ছিলো

হজরতজী বলেন— প্রতিটি আমলে এই নিয়তে শরীক হওয়া যে, এ আমলটি দরবারে নববীতে কিভাবে ছিলো? যে আমল করছি তার মধ্যে ছ' নম্বর জুড়ে দাও। কলেমাওয়ালা অন্তর, নামাজের পদ্ধতি, এলেমের তালাশ, যিকিরের অবস্থা, অন্যের মধ্যে চেষ্টা-তদবীর, আল্লাহর সন্তুষ্টি।

(মকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ পৃঃ ১৫৭)

২৪. সৃষ্টিজগত প্রতিটি অবস্থায় স্রষ্টার মোহ্তাজ

হজরতজী বলেন— হুজুরে আকরাম (স) একটি প্রশ্নের উত্তরে এতোটুকু বলেছেন যে, আগামীকাল বলবো, এর ওপর ওহী নাজিল হলো, যার অর্থ এই যে, কোন বিষয়ে আপনি ইনশায়াল্লাহ বলা ব্যতীত আগামীকাল করবো, এভাবে

বলবেন না। অথচ তোমাদের মুখে সবসময় এটাই থাকে যে, আমরা এই করেছি, আমরা এই করছি এবং আমরা এই করে ফেলবো ঐ করে ফেলবো। অথচ ঘটনা এই যে, তোমরা যদি নিজের ইচ্ছামাফিক মরতেও চাও, তাও পারবেনা। সৃষ্টি করার গুণ শুধু স্রষ্টার মধ্যেই আছে। সমস্ত সৃষ্টিজগত আপন জন্ম, শৃঙ্খলা বিন্যাস ও স্থায়িত্বের মধ্যে প্রতিটি অবস্থায় স্রষ্টার মুখাপেক্ষী।
(হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫০)

২৫. আল্লাহর জন্য কোন কাজ কঠিন নয়

হজরতজী বলেন— হজরতজীর ভাষণের পর এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হজরত! এই কাজতো ভালো, কিন্তু পৃথিবী ভরা দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য এর দ্বারা কিভাবে ঠিক হবে? উত্তরে হজরতজী বললেন, যদি আমার অথবা আপনার কিংবা তাবলীগ জামাতের করার ওপর হতো, তাহলে ভাবনার বিষয় ছিলো, আমিতো আল্লাহর করার দ্বারা হবে বলে বলছি, তাহলে আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে? একথাও কি বলা যাবে যে, এই কাজ আল্লাহ কিভাবে করবেন?
(হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫০)

২৬. যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আখলাক আসবেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের মধ্যে দ্বীন প্রসার লাভ করবেনা

হজরতজী বলেন— যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্বের একীন এবং নবুওয়াতি এলেম মোতাবেক এবাদত ঠিক হবেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত আখলাক আসেনা, আর যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আখলাক আসবেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত ভিন্নধর্মীদের মধ্যে দ্বীন ছড়াবেনা। কোন মতলবে কারো সাথে ভালো ব্যবহার করা আখলাক নয়। বরং কোন কাজেই যতোক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে এখলাস হবেনা, নিশ্চিত তার কোন মূল্য হবেনা। একদিন এক মজলিস থেকে উঠেছেন এবং হজরত মুফতি যয়নুল আবেদীন সাহেবের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন ঃ 'মুফতি সাহেব! এখলাস ব্যতীত আমল মুরদারই তো বটে। আর দেখ! ঘরে-বাইরে, বাজারে-অফিসে, এমনকি মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহেও এ ধরনের মুরদারের স্তূপ পড়ে আছে। (হজরতজীর জীবনী পৃঃ ৫৩)

২৭. দরিদ্র লোকেরা এই আমলের শক্তি ও প্রাণ

হজরতজী বলেন— গরীবরা এই আমলের শক্তি ও প্রাণ। গরীবদের মধ্যে যতোটুকু এই আমলের অধিকতর ব্যস্ততা বাড়বে, তুতোটুকুই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের রহমত মোতাওয়াজ্জুহ বা মনোযাগী হবে। এবং গায়েবী শক্তি দ্বীনের আধিক্য ও তরতাযা হওয়ার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ পৃঃ ১০৪)

২৮. আমরা প্রচলিত নিয়মের কোন ভিন্ন দল তৈরী করিনি

হজরতজী বলেন— আমরা এই কাজের জন্য কোন মিলনায়তন তৈরী করিনি। না তার কোন অফিস আছে, না রেজিষ্ট্রীখাতা, না কোন ফান্ড আছে। এটা সম্পূর্ণই সকল মুসলমানের কাজ। আমরা প্রচলিত নিয়মের কোন ভিন্ন দলও তৈরী করিনি। যেভাবে নামাজ পড়ার জন্য বিভিন্ন তবকা ও পেশার মুসলমানরা এসে জুড়ে যায়, এবং নামাজ থেকে অবসর হয়ে নিজ নিজ ঘরে ও পেশায় চলে যায়, এভাবেই আমরা আপনাদের সবাইকে বলছি যে, কিছু সময়ের জন্য নিজ নিজ ঘর এবং কাজ থেকে বের হয়ে এই মেহনত ও অভ্যাস করে নিন। অতঃপর আপন ঘর এবং কাজে ফিরে এসে ঐ সমস্ত নিয়ম বা উসূল অনুযায়ী কাজে লেগে যান। আপনারা যদি এই কাজ মেহনতকরে অর্জন করে ফেলেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরা আপনাদের কাছ থেকে এই কাজ বা পদ্ধতি শেখার জন্য আসবে। আর আল্লাহ চাইলে আপনারা পৃথিবীর নেতা হবেন।

(সাওয়ানেহে হজরতজী পৃঃ ৭৫০)

২৯. যা কিছু বস্তু থেকে হয় বলে দৃশ্যমান হয়, তা আল্লাহর হুকুমে হয়

হজরতজী বলেন— যা কিছু বস্তু থেকে হয়েছে বলে এবং প্রকাশ হয়েছে বলে নজরে আসে, এ সব বস্তু থেকে হয়না; বরং আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হয়। যদি এই তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে পুরোপুরিভাবে বসে যায়, তাহলে বাজারের নকসা থেকে জীবনের ভিত্তি হটে গিয়ে দোয়ার ওপর এসে যায়। এবং বড় থেকে বড় এবং কঠিন থেকে কঠিন ঘাঁটি আল্লাহ পাকের কুদরতে কামেলায় সহজ থেকে সহজতর হয়ে যায়। (তাবলীগি তাহ্রীক পৃঃ ৪১)

৩০. আল্লাহর আত্মীয়তা কারো সাথে নেই, তাঁর ওখানে কিছু নিয়ম কানুন শুধু আছে

হজরতজী বলেন— নিজের নফ্স্ এবং নিজের শরীরকে কোরবান করা হবে তো উম্মত বনবে, আর উম্মত বনে গেলে সম্মান পাওয়া যাবে। মান-অপমান আমেরিকা-রাশিয়ার নকসায় নেই; বরং আল্লাহর হাতের মধ্যে, আর তাঁর ওখানে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যেই ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কিংবা বংশ অথবা তবকা চমকাবার নিয়ম-কানুন এবং আমল অবলম্বন করবে, তাদেরকে চমকিয়ে দেবেন। আর যারা ধ্বংসের নিয়ম-কানুন এবং আমল অবলম্বন করবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। ইহুদীরা নবীদের বংশধর, নিয়ম-কানুন লংঘন করেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা হোচট দিয়ে তাদেরকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা) মূর্তিপূজকদের সন্তান ছিলেন, তাঁরা চমকাবার মতো নিয়ম-কানুন ও আমল

অবলম্বন করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে চমকিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর আত্মীয়তা কারো সাথে নেই, তাঁর ওখানে কিছু নিয়ম-কানুন শুধু আছে।

(তায্কেরায়ে হজরতজী পৃঃ ১৫৯)

৩১. পরস্পরে ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ

হজরতজী বলেন— এই অবজ্ঞা ও ঠাট্টামশ্কারী এবং দোষ তালাশ ও গীবত শেকায়েত, সব ঐ সমস্ত বস্তু, যা পরস্পরে মতভেদ সৃষ্টি করে উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে। এই সমস্ত জিনিস কে হারাম করা হয়েছে। আর একে অপরের একরাম ও সম্মান করা যা দ্বারা উম্মত জুড়ে এবং ঐক্য হয়, তার তাকিদ করা হয়েছে। এবং অন্যের কাছ থেকে নিজের সম্মান চাওয়া কে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ থেকে উম্মত বনেনা বরং বিভক্ত হয়। উম্মত তখনই বনবে, যখন উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করে নেবে যে, আমি সম্মানের যোগ্য নই, তাই আমাকে ইজ্জত পেতে হবেনা; বরং অন্যকে ইজ্জত করতে হবে। অন্য সবাই ইজ্জতের যোগ্য, তাই তাদের ইজ্জত আমাকে করতে হবে, তাদের একরাম আমি করবো।

(তায্কেরায়ে হজরতজী পৃঃ ১৫৮)

৩২. দাওয়াতের কাজের দাবী আদায় করলে এক যবরদস্ত বিপ্লব দেখা দেবে

হজরতজী বলেন— হাইড্রোজেন বোম এবং এটম বোম কে ভয় পাওয়া এমনই, যেমন মূর্তিপূজকরা তাদের মূর্তিকে ভয় পায়। যদি তোমরা এই দাওয়াতওয়ালা কাজে লেগে থাকার হক আদায় কর, তাহলে এটম বোম এবং হাইড্রোজেন বোমওয়ালারা নিজেদের মালপত্র ও উপকরণসহ তোমাদের গোলাম হয়ে যাবে। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ পৃঃ ১৯৩)

৩৩. সাথীদের খুবীগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকা চাই

হজরতজী বলেন— খারাপ এবং দুর্বলতা থেকে কেউই মুক্ত নয়। যদি আল্লাহর ওলিকেও দেখ, তখন কোন না কোন দুর্বলতা তাঁর মধ্যেও পাওয়া যাবে, যার কারণে তাঁর সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাই শুধু (পরের) খুবী দেখ, কারো গোপন জীবনের প্রতি নজর দিওনা, তার তত্ত্ব-তালাশে পড়বেনা।

(তাবলীগ কা মাকামী কাম পৃঃ ৩২)

৩৪. হুজুর (স)-এর তরীকা ব্যতীত মাল-দৌলত তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রশান্তি কখনো পাওয়া যাবেনা।

হজরতজী বলেন— যে ব্যক্তি জগতের স্রষ্টা ও জগতের আলমূল হুজুর (স)-কে জানা এবং মানা ব্যতীত জগতের বস্তুসমূহে প্রবেশ করে, তার অবস্থা

চোর এবং ডাকাতদের মতো, তাদের মাল-দৌলত তো অর্জন হয়ে যেতে পারে, তবে প্রশান্তি ও প্রিয়তা কক্ষণো পাওয়া যেতে পারেনা, আর একথাও বলতেন যে, স্বয়ং জগতের স্থায়ীত্ব শুধু ঐ সময় পর্যন্তই আছে, যতোক্ষণ তার মধ্যে হুজুর (স)-এর আমল মজুদ থাকবে। যখন তার আমল সমূহ থেকে একটা আমলও বাকী থাকবেনা, তখন ঐ মরা লাশকে দাফন করে দেয়া হবে। اذا السماء انفطرت - الاية (তাযকেরায়ে হজরতজী পৃঃ ৫১)

৩৫. চোখ শুধু প্রত্যেক বস্তুর কায়া দেখে, আসলকে দেখেনা

হজরতজী বলেন— মেহনতের দু'টি ক্ষেত্র, একটা জমিন এবং জমিন থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহ। আর অন্যটি ঈমান এবং ঈমানওয়ালা আমল। প্রথম মেহনতের বিনিময় পৃথিবীতে পাওয়া যায়, কিন্তু এমন পাওয়া যায়না যে, মেহনতকারী তার ওপর সন্তুষ্ট এবং শান্ত।

দ্বিতীয় মেহনতের বিনিময় দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা পুরো পুরো দেবেন, এখানে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তা অনেক অসম্পূর্ণ।

বেচারা চোখের অবস্থা এই যে, সে প্রত্যেক জিনিসের শুধু কায়াকে দেখে, আসলকে দেখেনা। কোন শরীরবিশিষ্ট বস্তুর শুধু ওপর থেকে দৃষ্টিগোচর হওয়া অংশ এবং আকৃতিকেই দেখা যেতে পারে, তার অন্তরকে দেখা সম্ভব হয়না। সীমাতো এই যে, খোদ নিজেকে দেখাও সম্ভব হয়না। আল্লাহ তায়ালার গায়বী ব্যবস্থাপনা যা নজরে আসেনা, তা লক্ষ্য কোটি গুণ বেশী প্রশস্ত।

আবার চোখ কোন বস্তুর না প্রথম দেখে না শেষ, শুধু তার অবস্থা দেখে। প্রত্যেক বস্তু প্রথম দিকে মাটি ছিলো, শেষেও আবার মাটি হয়ে যাবে। চোখ না ঐ সময়কে দেখেছে, যখন সে প্রথমে মাটি ছিলো, না সে ঐ সময়কে দেখতে পাচ্ছে, যখন সে আবার মাটি হয়ে যাবে। বরং শুধু তাকে বর্তমান আকৃতিতে দেখছে। যখন কোন বস্তুকে দেখ, তখন ভাব যে, কিছুনা, এটা প্রথমে মাটি ছিলো, আল্লাহর কুদরতে তার এই আকৃতি ধারণ করেছে, এবং আবার একদিন তাকে মাটি হয়ে যেতে হবে। নিজের সম্পর্কেও এটাই ভাববে। কোরআন শরীফে বলা হয়েছে—

منها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى -

অর্থাৎ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং মাটিতে আবার ফিরিয়ে দেবো, এবং মাটি থেকে আবার দ্বিতীয় বার বের করবো।

নামাজের প্রতি রাকাতে দু'টি সেজদা রাখা হয়েছে, তার এটাও একটা হেকমত যে, যখন প্রথম সেজদায় যাবে, তখন স্মরণ করবে যে, আমাকে

জমিনের মাটি থেকে বানানো হয়েছে, আবার দ্বিতীয় সেজদায় স্মরণ করবে যে, জীবনের মেয়াদ শেষ করে আবার এই জমিনে সংযোজিত হয়ে যেতে হবে। এবং আবার তা থেকে উঠে আল্লাহর দরবারে হাজেরী দিতে হবে। এবং নিজের জীবনের হিসাব দিতে হবে।

৩৬. আসল জিনিস আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং তাঁর সাহায্য

হজরতজী বলেন— নবীদের বার্তা ও অভিজ্ঞতা এই যে, সমস্যার সমাধান এবং সফলতা নামাজের মধ্যে আছে, না রাজত্বের মধ্যে, আর না সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে; বরং আল্লাহর হুকুমের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে এবং তাঁর রাস্তায় মেহনত মোজাহাদা করার মধ্যে।

কোরআন শরীফে আম্বিয়া (আ)-এর যেসব ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবের সংক্ষেপ ও সারসংক্ষেপ এটাই। হজরত নূহ (আ) ও তাঁর জাতির ঘটনা, হজরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর জাতি এবং নমরুদের ঘটনা, এভাবে হজরত মূসা (আ) এবং ফেরাউন ও কারুনের ঘটনা কোরআন শরীফে পড়ুন এবং চিন্তা-ফিকির করুন। ঐ সব ঘটনার মজ্জা কথা এটাই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং মাল-দৌলত ও রাজত্ব কিছুই না, আসল বস্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং তাঁর সাহায্য। আর তা ঐ সমস্ত বান্দাদের সাথে আছে যারা তাঁর হয়ে যাবে, এবং তাঁর রাস্তায় ত্যাগ তিতিক্ষা করতে থাকবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী পৃঃ ১৭০)

৩৭. আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কখন আসে?

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের কারণে আসেনা বরং তাদের আমল ও আখলাক এবং গুণাবলীর কারণে আসে। আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স) কে যে সাহায্য করেছিলেন, এভাবে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা) এবং পরে আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ)-এর ওপর আল্লাহর যে সমস্ত পুরস্কার বর্ষিত হয়েছে, এবং তাঁদেরকে যে সাহায্য করা হয়েছে, তা তাঁদের ব্যক্তিত্বের কারণে নয়; বরং তাঁদের আমল এবং বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য তাঁদের কোরবানীসমূহ এবং দ্বীনের রাস্তায় তাঁদের মেহনতের কারণে করা হয়েছে। এখনো যে কেউ আল্লাহর ঐ সাহায্য চাইবে, সে তাঁদের মতো ঐ আমল এবং তাঁদের মতো ঐ কোরবানী এবং মেহনতের রাস্তায় উঠতে হবে, তখন সে আল্লাহর সাহায্যকে আসা অবস্থায় স্বয়ং নিজ চোখ দ্বারা দেখে নেবে।

আল্লাহর সাহায্য এবং গায়বী মদদের যোগ্যতা ঐ সময় পর্যন্ত থাকে, যতোক্ষণ দৃষ্টি শুধু আল্লাহর ওপর থাকবে, এবং একীন করবে যে, আমাদের মাধ্যমে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে কিছুই হতে পারেনা, যা কিছু হবে, শুধু আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর ফজল ও করমেই হবে।

বদরের যুদ্ধ এবং খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা এই ছিলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন নির্ভর ও আশ্রয়ের জায়গা তাঁদের সামনে ছিলোনা, নিজেদের কোন বস্তুর ওপর একটুও ভরসা ছিলোনা, এজন্য দৃষ্টি শুধু আল্লাহর দয়া এবং তাঁর সাহায্যের ওপর ছিলো। ফলে পুরো সাহায্য এবং পুরো মদদ পাওয়া গেছে। আর তার বিপরীতে ওহুদের যুদ্ধ এবং হুনায়নের যুদ্ধে যখন নিজেদের সংখ্যা এবং প্রস্তুতির ওপরও কিছুটা ভরসা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত তুলে নেয়া হয়েছে। (তায্কেরায়ে হজরতজী পৃঃ ১৭০)

৩৮. তাবলীগের উদ্দেশ্য

হজরতজী বলেন— মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের রীতিনীতি ও আকৃতি শুধু বর্তমান আছে। এই তাবলীগি চেষ্টা-মেহনতের উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মধ্যে দ্বীনের রূহ্ ও মূলতত্ত্ব যেনো এসে যায়। তাদের মধ্যে দ্বীনের বিক্ষিপ্ত অঙ্গ মজুদ আছে, তাবলীগের উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মধ্যে পুরো দ্বীন তার বিশুদ্ধ শৃঙ্খলার সাথে যেনো এসে যায়।

এই ছ' নম্বর, যার ওপর তাবলীগের মধ্যে জোর দেয়া হয় এবং যার অভ্যাস করানো হয়, তার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান বিশুদ্ধ শৃঙ্খলার সাথে দ্বীনের ওপর এসে যায় এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম এবং আখেরাতের সাওয়াব ও আজাবের প্রতি নজর রেখে জীবন অতিবাহিত করা যেনো স্বভাবে পরিণত হয়।

(তায্কেরায়ে হজরতজী -পৃঃ ১৭১)

৩৯. আমাদের সমস্যা কখন ঠিক হবে?

হজরতজী বলেন— যে সমস্ত জিনিসের ওপর আল্লাহপাক শক্তি ব্যয় করাকে পছন্দ করেন, তার মধ্যে লেগে থাকার মাধ্যমে তো সমস্যা ঠিক হয়। আর যে সমস্ত সৃষ্টির ওপর মানুষ নিজে থেকে শক্তি খরচ করে, তার দ্বারা সমস্যা বিপথগামী হয়। ব্যক্তিগতভাবেও নষ্ট হয় এবং সমষ্টিগত ভাবেও। শক্তি যখন সৃষ্টির ওপর খরচ হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তায়ালার গজব নাজিল হয় এবং ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যেখানে একে অন্যের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়, সেখানে একে অপরের জানে খতম করার শত্রুতে পরিণত হয়।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৪০)

৪০. সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক কায়েম করা চাই

হজরতজী বলেন— আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যা কিছুই আছে এবং যা বর্তমানে মজুদ আছে, আর যা ভবিষ্যতে আসবে, সমস্ত জিনিসই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সমস্ত অবস্থাও তাঁর সৃষ্টি, তাহলে কিছু নিতে হলে তাকে নেয়ার জন্য

আল্লাহরই ওপর শক্তিকে ব্যয় করা উচিত। যদি ভয়ের চিন্তা হয়, তখনো আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক করা চাই। যে ভয়-ভীতিকে আল্লাহ পাকের মাধ্যমে হটাবে, তা সব সময়ের জন্য দূর হয়ে যাবে। যদি সৃষ্টির ওপর শক্তি ব্যয় করে কোন বস্তু অর্জন করা যায়, তাহলে তারও অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করার দ্বারাই হবে। পক্ষান্তরে সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত অবস্থায় তা অস্থায়ী হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে নেবেনা; বরং সৃষ্টি থেকে নেবে তাকে তো অনেক অনুতাপ করতে হবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৪০)

৪১. দাওয়াতী মেহনতের উদ্দেশ্য

হজরতজী বলেন— তাবলীগের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বস্তুর প্রচার নয়; বরং তার দ্বারা আমাদের প্রতিটি ঐ জিনিসকে জীবন্ত করা উদ্দেশ্য, যাকে হুজুর (স) মুসলমানদের কামিয়াবীর জন্য নিয়ে এসেছেন। আর তা ধীরে ধীরে আমরা মুসলমানদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমলের ওপর প্রয়োগ করতে থাকি। এই সবের ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘর-বাড়ী ছাড়ার অভ্যাসকে সাধারণে পরিণত করা। এই ঘর-বাড়ী ছাড়ার অভ্যাস যতোটা সাধারণ হবে, আল্লাহ তায়ালার রহমতের বৃষ্টিও সাধারণভাবে নাজিল হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৪৭)

৪২. মেহনত পরিমাণ হেদায়েত ছড়াবে

হজরতজী বলেন— মেহনতের উচ্চতা যতোটা উঁচু হবে, অতোটুকুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের ভাগ-বাটওয়ারা সাধারণ হতে থাকবে। ঐ মেহনত যখন খতম হয়ে যায়, তখন হেদায়েত মুসলমানদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাওয়া শুরু হয়ে যায়। প্রথমে হেদায়েত লেন-দেন ও সামাজিক আদান প্রদান থেকে বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ লেন-দেনের মধ্যে দ্বীনের যে হুকুম-আহকাম আছে, তা বাদ দিয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে লেন-দেন চালাতে থাকে, তারপর ফরজসমূহ বেরিয়ে যায়, অতঃপর বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ প্রবেশ করতে থাকে। এমন কি মুসলমান দ্বীন থেকে বের হতে থাকে। পক্ষান্তরে যখন এই দ্বীনের মেহনত করা হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েতের আগমন শুরু হয়। তারপর মেহনত যতোটা উন্নতি করতে থাকবে, হেদায়েত ছড়াতে থাকবে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৪৪)

৪৩. হুজুর (স)-এর নিকটবর্তি কে হবে?

হজরতজী বলেন— যখন এই সমস্ত কোরবানী (ত্যাগ তিতিক্ষা) পূর্ণতা লাভ করবে, তখন তোমাদের দ্বারা ঐ সব জাতিসমূহ হেদায়েত পাবে, যারা আকাশে উড়তে ছিলো এবং আমাদের মতো গরীবদের প্রতি তাকিয়েও দেখতোনা, এবং

ঐ সমস্ত মুসলমান, যারা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ইসলামের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলোনা, তারা নিজেদের সমস্ত কাজ ইসলামের হুকুম মোতাবেক বানাবে। এবং তোমাদের কোরবানীর বিনিময় হুজুর (স) হাওজে কাওসারের ওপর দাঁড়িয়ে দেওয়াবেন। যেখানে হুজুর (স) আনসার সাহাবীদের সাথে মিলিত হওয়ার এবং তাঁদের কোরবানীর বিনিময় দেওয়ানোর ওয়াদা করেছেন। এই সব বিনিময় এই শর্তে হতে হবে যে, এটা সিদ্ধান্ত করে নাও যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু এইসব মেহনতের পর দেবেন, তা অর্জন করে অন্যদেরকে দেবে এবং নিজে নেবেনা। এমনটি করার মধ্যে হুজুর (স)-এর ঝলক বা দ্যুতি পাওয়া যাবে। কেননা, তিনি ত্যাগের সময় সাহাবায়ে কেরামের সাথে ছিলেন, আর যখন নেয়ামতসমূহ পাওয়ার সময় এসেছে, তখন হুজুর (স) এন্তেকাল করে গেলেন। এবং শুধু আখেরাতের প্রতি নজর রাখবে। এই শর্ত পূরণকারীরাই আখেরাতে হুজুরে আকরাম (স)-এর অতিনিকটে হবেন ইনশায়াল্লাহ।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৪৬)

৪৪. তিন দিন লাগানো দ্বারা ত্রিশ দিনের সাওয়াব হবে

হজরতজী বলেন— নিজের শহর অথবা মহল্লার কাছে গ্রামের মধ্যে কাজের পরিবেশ হওয়া চাই। এর জন্য প্রতিটি মসজিদ থেকে তিনদিনের জন্য জামাতসমূহ পাঁচ মাইলের মধ্যে যাওয়া চাই। প্রতিটি ব্যক্তিকে মাসে তিন দিন পাবন্দির সাথে লাগানো চাই। الحسنة بعشر امثالها "অর্থাৎ একটি নেক আমল তার দশের সমান" হিসাবে তিনদিনের ওপর ত্রিশ দিনের সাওয়াব পাওয়ার হুকুম দেয়া যাবে। পুরো বৎসর প্রতিটি মাসে তিনদিন লাগাতে থাকবে, তাহলে পুরো বছর আল্লাহর রাস্তায় লাগানো হয়েছে বলে ধরা হবে। এতে দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা পুরণ হতে থাকবে এবং নিজের অভ্যাস বাকী থাকবে ও জারী থাকবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭২)

৪৫. 'ভিন্ন ধর্মীরা ইসলামের মধ্যে কখন প্রবেশ করবে?

হজরতজী বলেন— দাওয়াতের নকসার সাথে ভিন্নধর্মীরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১৫২)

৪৬. ধর্মকে মানুষ সমষ্টির কাছ থেকে গ্রহণ করে

হজরতজী বলেন— দাওয়াতের পরিপূর্ণ নকসা এই যে, দাওয়াত দেয়া এবং সে মোতাবেক জীবনকে গড়া। দাওয়াতের নকল ও হরকত ব্যক্তিগত ছিলোনা, সমষ্টিগত ছিলো। আর মানুষ যে ধর্ম কবুল করে, কোন ব্যক্তি থেকে করেনা;

বরং সমষ্টি থেকে কবুল করে। সমষ্টির ধর্মকে এমন বানানেওয়ালা হলো আমলী জীবন। ব্যক্তিতো ঐ অমুসলিমদের সেখানেও রিয়াজত-মোজাহাদা করনেওয়ালা পাওয়া যায়। যদি আমাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে সেখানে যায় এবং নিজেদের সমষ্টির সাথে কথা বলে, তখন তারা বলবে যে, যদি মুসলমানদের সেখানে এমন ব্যক্তি থেকে থাকে, তবে তো আমাদের এখানেও এমন ব্যক্তি আছে। তারাও নিজেদের ব্যক্তিদের ইতিহাস বের করে দেবে চাই তা সত্য হোক বা না হোক।

দাওয়াত যে চলবে, তা কোন এক ব্যক্তির দেয়ার দ্বারা চলবেনা। বরং সমষ্টিগত জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে চলতে হবে। তার মধ্যে খানা-পিনা, অভ্যাসসমূহ, চিন্তা ও ফিকিরসমূহ ক্ষমতাবান ও গরবিদের সাথের অবস্থা দেখবে, নিজের সাহায্য (অন্যরা যে করছে) তা স্বয়ং নিজে দেখবে।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১৫৩)

৪৭. মহল্লা হজরত নেজামুদ্দীনে পরামর্শের জন্য ডাকার কারণ

হজরতজী বলেন— প্রথম থেকে যেহেতু মহল্লা নেজামুদ্দীন থেকে কাজ হয়ে আসছে, এজন্যে তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য তাদের ডাকা হয়। এই কাজ যারা প্রথম দিকে করেছেন কিছু এখানে, কিছু ওখানে এবং মক্কা শরীফে আছেন। এখন তাই তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন এই কাজের নিয়ম-কানুনের ওপর জমিয়ে রাখার জন্য। কেননা, তাঁরা একাজ করনেওয়ালা, তাই তাঁদেরকে পরামর্শের জন্য ডাকা হয়। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১৫৫)

৪৮. খারাপ স্বভাব থেকে বাঁচার উপায়

হজরতজী বলেন— গরীব এবং নিরীহদের সমাজে কাজ করা অনেক খারাপ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১২০)

৪৯. আলেমদের তাবলীগে কম শরীক হওয়ার কারণ

হজরতজী বলেন— কাজের গুরুত্ব যাদের মনে এসে যায় এবং কাজের অবস্থা ও রকম যাদের মনে এসে যায়, তারা এই কাজে শরীক হয়ে যায়। এর মধ্যে আলেম সমাজও আছেন জনসাধারণও আছেন। যেহেতু আলেম সমাজের জিম্মায় দ্বীনের অন্যান্য কাজও ন্যস্ত আছে, তাই তাঁরা এ কাজে কম শরীক হতে পারেন। আপনারা যাদেরকে পাঠাতে চাইবেন, আমরা তাঁদের শেখানো বোঝানোর ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করবো।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫৫)

৫০. এ কাজ যাঁরা করবেন, তাঁদের একীন কেমন হওয়া উচিত?

হজরতজী বলেন— কাজ এটা যে, কাজ করনেওয়ালাদের ঐ সত্ত্বার ওপর একীন কায়েম হয়ে যাওয়া চাই, যাঁর করার দ্বারা কাজ হবে। অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর সত্ত্বার ওপর, এবং তাঁর অবস্থান কাজ করনেওয়ালাদের ওপর এতোটা প্রকাশিত হয় যে, নিজের সত্ত্বা এবং অন্য কারো সত্ত্বা পৃথক বোঝা না যায়। দ্বিতীয় একীন এই হবে যে, যখন আমি ভেতর বাইরের দিক থেকে হুজুর (স)-এর তরীকার ওপর এসে যাবো, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দুনিয়া ও আখেরাতে ভালো অবস্থার সৃষ্টি করবেন। (তায্‌কেরায়ে হজরতজী- পৃঃ ৪৯)

৫১. এই কাজ রেওয়াজী পদ্ধতির বিপরীত

হজরতজী বলেন— আসলে এই কাজ প্রচলিত ব্যবস্থার একদম উল্টো হওয়ার কারণে কঠিন মনে হয়। কিন্তু অল্প মেহনত-মোজাহাদা করার পর তার সমস্ত নিয়ম-কানুন মানার দ্বারা খুবই সহজ; বরং প্রচলিত পথে করার দ্বারা অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যে প্রচলিত ব্যবস্থায় সহজ বলে মনে হয়। এজন্য সমষ্টিগতভাবে এ কথার ওপর পুরো চেষ্টা করা উচিত যে, কাজ যেনো নবীওয়ালী পদ্ধতি থেকে হঠতে না পারে, এবং নিজের সরলতার সাথে দিনের বেলায় মেহনত এবং রাতের বেলায় দোয়ার পরিমাণ যেনো বাড়তে থাকে।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-১০৮)

৫২. এজ্‌তেমাগুলো কিভাবে করা হবে?

হজরতজী বলেন— এই কাজের মধ্যে এজতেমাসমূহ না কাজের ভিত্তি, না কাজের উদ্দেশ্য; বরং আপন পদ্ধতিতে না হওয়ার কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই মাসিক এজ্‌তেমা মোটেও করবেনা। প্রত্যেক জায়গায় মকামী এজ্‌তেমাসমূহ প্রতি সপ্তায় নিজস্ব নিয়ম-নীতিতে অর্থাৎ পুরো শব বেদারীর সাথে এবং সময় চাওয়ার মাধ্যমে করা চাই। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১০৮)

৫৩. তাবলীগের উদ্দেশ্য কি?

হজরতজী বলেন— তাবলীগের উদ্দেশ্য তো কষ্টের অভ্যাস করতে করতে একটা জীবন পদ্ধতি শেখা, যার মধ্যে প্রতিটি আমল করার সময় তার হুকুমের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাওয়াজ্জুহ সৃষ্টি হয়ে হজরত মোহাম্মদ (স) ওয়ালা জীবনপদ্ধতির সাথে কষ্ট ও চমক-দমকওয়ালা ছুরতে মৃত্যুর পরের মুক্তি ও সফলতা অর্জনের জন্য এই কাজকে করা চাই। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ৫৯)

৫৪. সামান্য বস্তু কোরবান করার দ্বারা যবরদস্ত ভোলোর আশা

হজরতজী বলেন— জান-মালের সামান্য পুঁজি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার দ্বারা শুধু মেহনত-মোজাহাদাকারীদের জন্যই নয়; বরং সাধারণ মানুষের জন্যেও হেদায়েতের দুয়ার খুলে যাওয়ার পূরো আশা আছে।

৫৫. তাবলীগের রাস্তায় বনী ইসরাঈলের নবীদের মতো দোয়া কবুল হয়

হজরতজী বলেন— এই রাস্তায় মেহনতকারীদের দোয়া বনী ইসরাঈলের আম্বিয়া (আ)-দের দোয়ার মতো কবুল হয়। অর্থাৎ যেভাবে তাঁদের দোয়ার ফলে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বাহ্যিক অবস্থার খেলাপ নিজের কুদরতকে ব্যবহার করে তাঁদেরকে কামিয়াব করেছেন এবং বাতেলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, এভাবে এই মেহনতকারীদের দোয়ার ওপরও আল্লাহ পাক জাহেরী অবস্থার বিপরীত নিজের কুদরতকে প্রকাশ করবেন। আর যদি জগৎভিত্তিক মেহনত করা হয়, তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসীর অন্তরে তাদের মেহনতের প্রভাবে পরিবর্তন এনে দেবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী- পৃঃ ২৯৮)

৫৬. আসল কাজের আকৃতি

হজরতজী বলেন— এই কাজকে আ'ম করার জন্য প্রচলিত পদ্ধতি, পত্রিকা, এশতেহার বা প্রেস মিডিয়া ইত্যাদি এবং প্রচলিত শব্দ থেকেও পুরোপুরি বেঁচে থাকা জরুরী। এ কাজ সম্পূর্ণভাবে অপ্রচলিত। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচলনের সাহায্য হবে, এই কাজের নয়। আসল কাজের আকৃতি দাওয়াত, গাশ্‌ত্‌, তালীম, তাশকীল ইত্যাদি। (তাবলীগি তাহরীক- পৃঃ ৪৩)

৫৭. দাওয়াতের কাজের প্রাথমিক নেসাব

হজরতজী বলেন— তাবলীগের মধ্যে অল্প সামান্য তরবিয়ত নিজের মেহনতের করতে হবে। মসজিদের মধ্যে কলেমা নামাজের পরিবেশ বানানোর মেহনত, একবার হিম্মত করে তিন চিল্লা দিয়ে দাও, বার্ষিক চিল্লা দিতে থাক, প্রতি মাসে তিন দিনের জন্য বের হতে থাক, সাপ্তাহিক দুই গাশ্‌ত্‌ করতে থাক, নিজের মসজিদে তালীম, তস্‌বী এবং নফলের আর ঈমানের দাওয়াতের এক পরিবেশ বানিয়ে নাও। ব্যস, এতোটুকু যদি করে ফেলতে পারে সমস্ত মুসলমান মিলে, তাহলে হুজুর (স)-এর যমানার দ্বীন জিন্দা হয়ে যাবে।

(হজরতজী কি এয়াদগার তাকরীরেঁ- পৃঃ ১৭)

৫৮. ব্যক্তি তো শেষ হবার জন্যই হয়

হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর এন্তেকালের পর হজরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) লোকসমাগমকে উদ্দেশ্য করে বলেন— কাজ করা চাই, ব্যক্তি তো শেষ হবার জন্যই হয়, কিন্তু তাঁর কাজ বাকী আছে, আমাকে আপনাকে তাই করতে হবে। (তাবলীগ কা মাকামী কাম- পৃঃ ৩১)

৫৯. তাবলীগি চেষ্টা মেহনতের উদ্দেশ্য

হজরতজী বলেন— আমাদের এই তাবলীগি কাজের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানরা আল্লাহর হুকুম-আহকামের পাবন্দিওয়ালা জীবন অতিবাহিত করতে যেনো শুরু করে। ছ' নম্বরের পাবন্দি এবং অভ্যাসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে এই অবস্থা আসতে পারে। কিন্তু এই নম্বরসমূহের শব্দ দ্বারা যে মতলব সাধারণ মানুষ বুঝে, তা থেকে এই উদ্দেশ্য পুরো হতে পারেনা। বরং তার যে অর্থ আমরা বুঝি এবং বলি, সেমতে করা এবং লাগার দ্বারা ইনশায়াল্লাহ ঐ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর তা হচ্ছে, শারীরিক কষ্ট এবং আর্থিক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এবং নফসের খাহেশের খেলাপ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর হুকুমের ওপর চলতে থাকবে।

(তায্কেরায়ে হজরতজী- পৃঃ ১৭২)

৬০. তাবলীগি কাজ দ্বারা দ্বীনি পরিবেশ বনবে

হজরতজী বলেন— এই কাজের দ্বারা পরিবেশ বনবে, আর কারো অন্তরে দরদ সৃষ্টি হবে এবং চিন্তা-ফিকির শুরু হবে যে, এই উম্মত কিভাবে ইহুদ-নাসারাদের হাত থেকে ছুটবে, এবং তার দরদভরা কাঁন্না-কাটির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উম্মতের পুনরায় চমকিবার ছুরত সৃষ্টি হবে। যেমন তাতারীদের সময়ে বাইশ লক্ষ্য মুসলমানের মধ্যে সতের লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছিলো। আবার হজরত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী (রহঃ)-এর চিন্তা-ফিকিরের দ্বারা দরজা খুলেছে। আকবরের দ্বীনে এলাহীর ওপর হজরত মুজাদ্দেদে আল্ফ সানী (রহঃ)-এর হাতে দরজা খুলেছে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী- পৃঃ ৬৩২)

৬১. ইউরোপ-আমেরিকা ইত্যাদি দেশে মেহনত করার জন্য কেমন ব্যক্তির প্রয়োজন?

হজরতজী বলেন— ইউরোপ-আমেরিকার বস্তুবাদী দেশে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করনেওয়ালারা এমন একীনওয়ালা আল্লাহর বান্দা হওয়া

প্রয়োজন, যারা ঐ সমস্ত দেশের জাঁকজমক ও পুরো আকর্ষণীয় জীবন এবং সমাজব্যবস্থাকে দেখে নিজের লালা না ফেলে। বরং ইসলামী জীবনব্যবস্থার খেলাপ এবং রাসুলে খোদা (স)-এর আনীত আমলের খেলাপ দেখে যেনো নিজের চোখের পানি ফেলে। (সাওয়ানেহে হজরতজী- পৃঃ ৫১৭)

৬২. দ্বীনের নকশা এই সমস্ত জিনিসের ওপর আমল করার দ্বারা অস্তিত্বে আসবে

হজরতজী বলেন— পাঁচটি জিনিসের ওপর যখন আমল এসে যাবে, তখন দ্বীনের নকশা অস্তিত্ব লাভ করবে। (১) একীনের বিশেষত্ব, (২) এলেমের আকৃতি, (৩) আল্লাহর ধ্যান, (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির জয্বা, (৫) নফসের মোজাহাদা।

প্রাথমিক স্তরে এবাদতসমূহ বাঞ্ছিত। দ্বিতীয় স্তরে আখলাক, তৃতীয় স্তরে মুআ'শারাহ্ বা লেনদেন, এখন এই এবাদতসমূহকে এই পাঁচ জিনিসের ওপর ফিট্ করার জন্য সবচেয়ে আগে মেহনত করা দরকার এবং এই পাঁচ কথাকে এবাদতের মধ্যে জীবিত করতে হবে। এবাদত এই পাঁচ জিনিস দ্বারা জিন্দা হবে। বাকী শাখাগুলোতে এই পাঁচ জিনিস চলতে থাকবে। আর যখন জীবনের শাখাগুলো এই পাঁচ জিনিসের সাথে চলতে থাকবে, তখন এবাদতের মতো বাকী শাখাগুলোও আল্লাহর সাহায্য অবতরণ করার কারণ হবে। বস্, তাবলীগের কাজের পদ্ধতি নিজের এই এবাদতসমূহকে এই পাঁচ জিনিসের মোতাবেক হওয়ার মেহনত করতে করতে অন্যদেরকে এই পাঁচ কথার সাথে এবাদত করার অভ্যাসের দিকে টানা। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১৪৯)

৬৩. একীন তো প্রতিটি ওয়াদার ওপরই কর, কিন্তু উদ্দেশ্য বানাবেনা

হজরতজী বলেন— ইসলাম কি? জান-মালকে আল্লাহর ওপর খরচ করা। এবাদত কি? নির্জনতার সাথে আল্লাহর আমল। নামাজ কি? আল্লাহ থেকে নেয়া। দাওয়াত কি? সৃষ্টি জগতকে দেয়া। একীন তো প্রতিটি ওয়াদার ওপরই করবে, কিন্তু উদ্দেশ্য বানাবেনা। আমলের কারণ ওয়াদা যেনো না হয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ যেনো হয়। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১৫৮)

৬৪. এজ্তেমাসমূহে লোকদেরকে কোন্ ভিত্তির ওপর আনা হবে?

হজরতজী বলেন— এজতেমাসমূহে লোকদেরকে শুধু আমার সাথে সাক্ষাৎ অথবা দোয়ার জন্য আনবেনা; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি, দাওয়াতের আজমত এবং আখেরাতের বিনিময় ও সাওয়াবের ভিত্তির ওপর প্রস্তুত করে আনবে।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ-১৯২)

৬৫. সফলতার বাধ্যবাধকতা কিসের ওপর?

হজরতজী বলেন— নামাজ শুধু নববী আমলের সংক্ষিপ্তসার। তা সমস্ত জাগতিক আমলকে ছেড়ে, বরং তা থেকে দূরে অবস্থান করে মসজিদে গিয়ে আদায় করার হুকুম। এবং নামাজের মধ্যে জাগতিক আমল ব্যবসা ইত্যাদিকে শুধু ছাড়ার হুকুমই নেই; বরং নামাজের মধ্যে তার খেয়াল করাকেও নিষেধ করা হয়েছে, এবং পুরাজগত থেকে এক ধ্যানওয়ালা আমলের দিকে "حى على الفلاح" -এর মাধ্যমে ডাকা হয়েছে। এই আমল যেনো এই একীনের লাগাতার অভ্যাস করাচ্ছে যে, সফলতার বাধ্যবাধকতা শুধু নববী আমলের ওপর রাখা হয়েছে। (সাওয়ানেহে হজরতজী- পৃ ঃ৭৩২)

৬৬. নামাজকে জানদার করার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কুদরত দ্বারা সরাসরি উপকৃত হওয়ার জন্য নামাজের আমল দেয়া হয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টিওয়ালা বিশেষ এক পদ্ধতির ওপর পাবন্দির সাথে নিজেকে ব্যবহার কর। চোখের ব্যবহার, কানের ব্যবহার, হাতের ব্যবহার, জিহ্বা এবং পায়ের ব্যবহার যেনো ঠিক হয়। অন্তরে আল্লাহর ধ্যান হবে, আল্লাহর ভয় হবে। এই একীন যেনো হয় যে, নামাজের মধ্যে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আমার প্রতিটি ব্যবহার, তাকবীর, তাসবীহ্, রুকু-সেজ্দা সমস্ত জগত থেকেও বেশী পুরস্কার দেনেওয়ালা। এই ধরনের একীনের সাথে নামাজ পড়ে হাত তুলে যদি দোয়া করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজের কুদরত দ্বারা প্রতিটি প্রয়োজনকে পুরা করে দেবেন। এই ধরনের নামাজের ওপর আল্লাহ্ পাক গোনাহসমূহকে মাফও করে দেবেন। রিযিকের মধ্যে বরকতও দেবেন। এবাদতের তৌফীকও পাওয়া যাবে। এমন নামাজ শেখার জন্য অন্যদেরকে ধ্যান-খেয়ালওয়ালা নামাজের উৎসাহ ও দাওয়াত দিতে হবে। এর ওপর দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার রাখা হয়েছে যে, একথা বোঝাতে হবে। হুজুর (স) এবং সাহাবায়ে-কেরাম (রা)-এর নামাজ কেমন ছিলো তা শোনাতে হবে। নিজেকেও নামাজ ভালো করার অভ্যাস করতে হবে। এহ্তেমামের সাথে অজু করতে হবে, ধ্যান জমাতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, রুকুতে, এবং সেজ্দাতে ও ধ্যান কমপক্ষে তিনবার জমাতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। নামাজের পরে চিন্তা করবে যে, আল্লাহর শান মোতাবেক নামাজ হয়নি। এজন্য কাঁদতে হবে এবং বলতে হবে যে, আয় আল্লাহ! আমাদের নামাজের মধ্যে যথার্থতা সৃষ্টি করে দিন।

(সাওয়ানেহে হজরতজী- পৃ ঃ৭৬৭)

৬৭. এলেম ও জিকিরের গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— এলেমের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের মধ্যে যেনো খোঁজ-খবর নেয়ার জয্‌বা সৃষ্টি হয় আমার আল্লাহ আমার কাছ থেকে এই অবস্থায় কি চান? এরপর আল্লাহর ধ্যানের সাথে নিজেকে নিজে ঐ আমলের মধ্যে লাগিয়ে দেয়া। এই ধ্যানটা আবার যিকির। যে ব্যক্তি দ্বীন শেখার জন্য সফর করে, তার এই সফর এবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সফরকারীদের পায়ের নিচে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাদের নিজেদের পর বিছিয়ে দেয়। আসমান-জমিনের সমস্ত সৃষ্টিজগত তাদের জন্য গোনাহ্‌ মাফের দোয়া করে। শয়তানের ওপর একজন আলেম এক হাজার আবেদের চেয়েও ভারী। অন্যদের মধ্যে এলেমের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা চাই। এলেম শেখার লাভসমূহের কথা শোনানো চাই। নিজে তালীমের হালকায় বসা চাই। আলেমদের খেদমতে উপস্থিত হওয়া চাই। এ কাজকেও এবাদত বলে একীন করা চাই। আর কেঁদে কেঁদে দোয়া করা চাই যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেনো এলেমের মূলতত্ত্ব দান করেন।

আর জিকির হলো, প্রতিটি আমলের মধ্যে আল্লাহ পাকের ধ্যান-খেয়াল সৃষ্টি করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে স্মরণ করে আল্লাহপাকও তাকে স্মরণ করেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ঠোঁট আল্লাহর জিকিরে নড়াচড়া করতে থাকে, ততোক্ষণ আল্লাহ তার সাথে থাকেন। জিকিরকারীকে আল্লাহপাক নিজের ভালোবাসা ও পরিচিতি বা মারেফাত দান করেন। আল্লাহর জিকির শয়তান থেকে হেফাজতের কিল্লা। স্বয়ং নিজের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ধ্যান সৃষ্টি করার জন্য অন্যদেরকে আল্লাহর জিকিরের প্রতি প্রস্তুত করা চাই। উৎসাহ দেয়া চাই। নিজে ধ্যান জমিয়ে যে, আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন, জিকির করা চাই। এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করা যে, আয় আল্লাহ! আমাকে জিকিরের মূলতত্ত্ব দান করুন।

(সাওয়ানেহে হজরতজী- পৃ ঃ ৭৬৮)

৬৮. এলেমের ব্যবহার যদি সহী না হয়, তাহলে ক্ষতি আছে

হজরতজী বলেন— একটা হচ্ছে, এলেম সহী বা সঠিক হওয়া, আর একটা হচ্ছে, সঠিক এলেমের ব্যবহার সঠিক হওয়া। যদি এলেম সঠিক হয় আর তার ব্যবহার সঠিক না হয় তাহলে এটা বরবাদীর কথা। (তায্‌কেরায়ে হজরতজী- পৃ ঃ ৪৫)

৬৯. বোখারী শরীফের খতমের সময় হজরতজী-র বয়ান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার বোখারী শরীফের খতমের জলসায় হজরতজী বলেন— ভাইয়েরা আমার! আপনারা বোখারী শরীফ শেষ করেছেন, এলেম হাসিল হয়েছে, এখন এই এলেমের ওপর তিনটি উদ্দেশ্যের জন্য মেহনত করা

জরুরী। এই এলেম মোতাবেক নিজের মধ্যে একীন হওয়া। এই এলেম মোতাবেক আমল সৃষ্টি হওয়া। এবং তৃতীয় হলো, এই একীন ও আমলকে জগতে ছড়িয়ে দেয়া।

হুজুর (স)-কর্তৃক আনীত এলেমের ওপর এই তিন শাখায় প্রথম দিকে মেহনত করা হয়েছে, যার ফলে ঐ সময়কার জাগতিক মতাদর্শের ওপর পরিচালিত বাতেল রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। এবং কেয়ামতের আগে দাজ্জাল নিজের পক্ষ থেকে এতো বড় শক্তির প্রদর্শনী করবে যে, তার মোকাবেলায় বর্তমান শক্তিসমূহ কিছুইনা, তখন হজরত মাহ্দী (আ) জমিন থেকে এবং হজরত ঈসা (আ) আকাশ থেকে আসবেন এবং পুরোপুরিভাবে হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক এই এলেমের ওপর মেহনত করবেন। ঐ মেহনতের ফলে আল্লাহু জাল্লা জালালুহু ঐ দাজ্জালী শক্তিকে ধ্বংস করে দেবেন। আর যখন আগে একবার এটা হয়েছে এবং শেষেও একবার এটা হবে, তাহলে এই ধারণা কেনো হবে যে, মাঝখানে কিভাবে হবে?

বর্তমানেও ঐ সবকিছুই হতে পারে। তবে এই শর্তে যে, একটা বিশেষ সংখ্যার তবকা এই এলেমের ওপর হুজুর (স) ও সাহাবা (রা)-এর মতো মেহনত করে ফেলতে হবে। হুজুর (স) থেকে প্রকাশিত আমলকে আল্লাহ তায়ালা এটম বোম থেকে বেশী শক্তিশালী বানিয়েছেন; এবং এক একটি আমলকে জগতের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের উপায়-অছিলা বানিয়েছেন। এস্তেস্কার নামাজ জমিনের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সাধনের অছিলা। কসুফের নামাজ এবং খসুফের নামাজ চন্দ্র এবং সূর্যের অবস্থা বদলানোর জন্য। দোয়া এবং সালাতুল হাজত প্রতিটি ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অনোপযোগী অবস্থাকে বদলানোর জন্য। হুজুর (স)-এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দুই টুকরা করিয়ে এটাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, হুজুর (স) থেকে প্রকাশিত আমল এতোই শক্তিশালী। আর এই ইশারা হুজুর (স)-এর আধ্যাত্মিক বা সৃষ্টিগত আমল ছিলো। শরীয়তগত আমল এর চাইতেও শক্তিশালী। বর্তমানে বিভিন্ন মতাদর্শের ক্ষমতাধররা মিনতি ও তোষামোদ করছে যে, আমাদের এলেম চালিয়ে দাও। আমি তো বলি, কোরআন-হাদীস তাদেরকে মিনতি বা তোষামোদ করার জন্য আসেনি। কোরআন তো এসেছে ঐ মতাদর্শওয়ালাদের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব এবং মান-অপমানের সিদ্ধান্ত করার জন্য। (তায্কেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ৫১)

৭০. উমুমী গাশ্‌ত্ করার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— গাশ্‌তের গুরুত্ব, প্রয়োজন এবং মূল্য বাতানো চাই। তার জন্য প্রস্তুত করা চাই। যারা প্রস্তুত হবে তাদেরকে ভালো ভাবে গাশ্‌তের আদবসমূহ বুঝিয়ে দেবে। আল্লাহর জিকির করতে করতে চলা চাই। দৃষ্টি অবনত অবস্থায় নিচের দিকে হওয়া চাই। আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ও সমস্যাবলীর সম্পর্ক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সত্ত্বার সাথে, এ সমস্ত বাজারে ছড়ানো ছিটানো বস্তুর সাথে কোন প্রয়োজন বা সমস্যার সম্পর্ক নেই। জিনিসের ওপর নজর না পড়া চাই। ধ্যানও যেনো না হয়। যদি নজর পড়ে যায়, তাহলে মাটির ঢিলা মনে করবে। আমাদের অন্তর যদি এই সমস্ত জিনিসের দিকে ফিরে যায়, তাহলে আমরা যাদের কাছে যাচ্ছি তাদের অন্তর ঐ সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহর দিকে কিভাবে ফিরবে? কবরে প্রবেশের কথা সম্মুখে থাকবে, এই জমিনের নিচেই যেতে হবে একথা ভাবব। মিলেঝুলে চলবে। এক ব্যক্তি কথা বলবে, ঐ কথা বলনেওয়ালা কামিয়াব যে সংক্ষিপ্ত কথা বলে মানুষকে মসজিদে পাঠিয়ে দেবে।

কথা এভাবে বলবে, ভাই! আমরা মুসলমান, আমরা সবাই কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়েছি। আমাদের বিশ্বাস যে, আল্লাহপাকই পালনেওয়ালা। লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান আল্লাহ তায়ালার হাতে। যদি আমরা আল্লার হুকুমের ওপর, হুজুর (স)-এর তরীকা মতে জীবন-যাপন করি, তাহলে আল্লাহ রাজী হয়ে আমাদের জীবনকে গড়ে দেবেন। আমাদের সকলের জীবন যেনো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুম মোতাবেক হুজুর (স)-এর তরীকার ওপর এসে যায়, এ ব্যাপারে ভাই মসজিদে কিছু ফিকিরের কথাবার্তা হচ্ছে, নামাজ পড়ে ফেললে তবুও তাকে উঠিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দেবে। প্রয়োজন মনে করলে একজন আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার ভাণ করবে।

আল্লাহর সবচেয়ে বড় হুকুম নামাজ। নামাজ পড়লে আল্লাহ রুজিতে বরকত দেবেন, গোনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। দোয়াসমূহ কবুল করবেন। সুখবরগুলো শোনাবে। ধমকির কথা নয়। নামাজের সময় যাচ্ছে (অথবা আসছে) মসজিদে চলুন। আমীরের আনুগত্য করা চাই। ফেরার সময় এস্তেগফার করতে করতে আসবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৩)

৭১. গাশ্‌তের আদবসমূহ

হজরতজী বলেন— গাশ্‌তের আদবের মুযাকেরা করার পর দোয়া করে বেরিয়ে পড়বে। গাশ্‌তের মধ্যে দশ ব্যক্তি যাবে। মসজিদের নিকটবর্তী ঘরগুলোতে গাশ্‌ত্ করে নেবে। ঘর না থাকলে বাজারে গাশ্‌ত্ করে নেবে।

দলের মধ্যে কিছু বেশী লোক এমন যেনো থাকে যারা গাশ্তের মধ্যে উসুলের পাবন্দি করতে পারে। মসজিদে দুই-তিন জন লোক রেখে আসবে। নতুন মানুষ বেশী এসে গেলে তাহলে তাদেরকেও বুঝিয়ে বুঝিয়ে মসজিদে মশগুল রাখবে। নতুন মানুষ তিনজন, চারজন বা সাতজন হলেও। মসজিদে এক সাথী আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে জিকির ও দোয়ার মধ্যে মশগুল থাকবে। এক সাথী আগমনকারীদের এস্তেকবাল করবে। প্রয়োজনবোধে অজু করিয়ে নামাজ পড়িয়ে দেবে। আর এক সাথী নামাজ পর্যন্ত আগমনকারীদেরকে নামাজ পর্যন্ত মশগুল রাখবে। নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য বোঝাবে। পৌনে এক ঘন্টা (অর্থাৎ ৪৫ মিনিট) গাশ্ত্ হওয়া চাই। নামাজের সাত-আট মিনিট আগে গাশ্ত্ শেষ করে ফেলবে। সবাই তাকবীরে উলার সাথে নামাজে শরীক হবে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৪)

৭২. খুসুসী গাশ্তের পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— খুসূসী গাশ্তের মধ্যে যদি দেখা যায় যে, ঐ ব্যক্তি যার সাথে আপনি দেখা করতে গেছেন, এই সময় মনোযোগের সাথে কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়, তাহলে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে তার কাছ থেকে উঠে আসা চাই, এবং তার জন্য দোয়া করা চাই। আর যদি দেখা যায় যে, সে ব্যক্তি মনযোগী, তাহলে পুরা কথা তার সামনে রাখা চাই।

খুসূসী গাশ্তে যখন দ্বীনের দিক দিয়ে কোন বড় ব্যক্তির কাছে যাওয়া হবে, তখন তাঁর কাছে শুধু দোয়ার দরখাস্ত করা উচিত, আর যদি তাঁর মনযোগ দেখা যায়, তবে কাজের অবস্থা কিছু বলে দেয়া যেতে পারে। (তাবলীগি তাহরীক-পৃঃ ৪৫)

৭৩. ইসলামী সমাজ বানানোর পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— উদ্দেশ্য এই যে, মেহনতের মধ্যে হুজুর (স)-এর তরীকা যেনো জিন্দা হয়। এবং জীবনের শাখা-প্রশাখাতে হুজুর (স)-এর তরীকা যেনো চালু হয়ে যায়। যার পদ্ধতি হলো, একীনসমূহ (অর্থাৎ বিশ্বাস করার দিকগুলো)কে জিন্দা করা এবং এবাদতকে সঠিক পদ্ধতির ওপর কায়েম করা এবং হুজুর (স)-এর আখলাকের অভ্যাস করা, আর এ সমস্ত জিনিস অস্তিত্বে আসার জন্য এলেম ও জিকিরের সাধারণ পরিবেশ কায়েম করা।

যার পদ্ধতি এই যে, ঐ সমস্ত আমল যার মধ্যে প্রকাশ্যে ইহকালীন কামিয়াবী পাওয়া যাচ্ছে বলে দেখা যায়না, অথচ আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসুল তাদের মধ্যে কামিয়াবী আছে বলে বলেছেন, যেমন এবাদতসমূহ ও আখলাক, এই সমস্তকে তাদের মূলতত্ত্বের ওপর আনার জন্য মেহনত করা। এই একীনের

অভ্যাসের সাথে যে, যদি আমাদের এ সমস্ত এবাদত হুজুর (স) ওয়ালা পাবন্দির সাথে আমাদের মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ পাক নিজের কুদরত দ্বারা আমাদেরকে কামিয়াব করে দেবেন। এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের সাথে যদি তাঁদের তরীকার ওপর পাবন্দির সাথে আমাদের চলা এসে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার মদদ ও সাহায্য মোতাওয়াজ্জুহ হবে। যতোটুকু এই সমস্ত এবাদত এবং আখলাকের গূঢ় তত্ত্বের ওপর আসার জন্য তাদের ওয়াদা ও ধমকের এলেম অর্জন করে– তার ওপর এই একীনের সাথে এবাদত এবং আখলাক গ্রহণ করা হবে, অতোটুকুই জীবনের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় একীনের ঝলক সৃষ্টি হবে। তারপর এই সমস্ত এবাদত এবং আখলাকের যে পদ্ধতি বাতানো হয়েছে, তা শেখার, শেখানোর আকৃতি গ্রহণ করে তাদের প্রকাশ্য আকৃতিকে যতোটা বানানো যাবে, আর আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে ঐ সমস্ত এবাদতের মধ্যে ধ্যান-খেয়ালের যতোটা অভ্যাস করা হবে, এবং যতোটুকু এই সমস্ত এবাদতকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে রাজী-খুশী করার জয্‌বায় করা হবে, অতোটুকুই এই সমস্ত এবাদতওয়ালা ওয়াদা অস্তিত্বে আসবে এবং এই সমস্ত ভিত্তির ওপরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট মন্ডিত জীবন অস্তিত্বে আসবে এবং পুরো সমাজ এইসব ভিত্তির ওপর, দ্বীনের পদ্ধতির ওপর জিন্দা হয়ে উভয় জাহানে পুরস্কার ও রহমত এবং উপকারী বস্তু অর্জিত হবার অছিলা বনবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৪৭)

৭৪. সত্য অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কষ্টসমূহের মধ্যে চমকায়

হজরতজী বলেন— সমস্ত নবীরা নিজ নিজ জমানায় কোন না কোন নকশা বা মতাদর্শের মোকাবেলায় এসেছেন এবং বলেছেন যে, এই মতাদর্শের সাথে সফলতার মোটেও সম্পর্ক নেই। সফলতার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সুউচ্চ সত্ত্বা মোবারকের সাথে। যদি আমল সঠিক হয়, আল্লাহ পাক ছোট আকৃতি বা নকশার মধ্যেও কামিয়াব করে দেবেন। আর যদি আমল নষ্ট হয়, আল্লাহ পাক বড় থেকে বড় নকশাও ভেঙ্গে হতাশ করে দেখিয়ে দেবেন। সফল হওয়ার জন্য এই নকশাতে আমল ঠিক কর। প্রত্যেক নবী নিজের সময়কার চালু নকশার মোকাবেলার ওপর মেহনত করেছেন। আর হজরত মোহাম্মদ (স) সমস্ত গণতন্ত্র, শাসনক্ষমতা, মাল, ক্ষেতি-ফসল ও কারীগরী নকশার মোকাবেলার ওপর তাশরীফ এনেছেন। হুজুর (স)-এর মেহনত ঐ সমস্ত নকশার দ্বারা চলেনি, তাঁর মেহনত ত্যাগ তিতিক্ষা ও মোজাহাদার ওপর চলেছে। বাতেল আরাম-আয়েশের উপকরণের নকশার মাধ্যমে ছড়ায়, আর সত্য কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার মাধ্যমে ছড়ায়। বাতেল মুল্‌ক ও মালের দ্বারা চমকায়, আর সত্য অভাব-অনটন ও

দারিদ্রের কষ্টের মধ্যে চমকায়। যতো ফেতনা মুল্‌ক ও মাল এবং আরাম-আয়েশের উপকরণের ভিত্তির ওপর আমদানী করা হচ্ছে, তাদের ধ্বংস সত্যের জন্য অভাব-অনটন ও দারিদ্র এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার মধ্যে। এখন এই কাজের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও মোজাহাদার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। এই কাজের জন্য বহুত বড় আশংকা এই যে, তাকে নকশাসমুহের ওপর সীমাবদ্ধ করা। এর দ্বারা কাজের রূহ বের হয়ে যাবে। এই কাজের হেফাজত এর মধ্যে যে, কাজ করনেওয়ালারা এইকাজের জন্য সমস্ত সহজ নকশা গুলোকেও কোরবান করে মোজাহাদা ওয়ালা অবস্থা কায়েম রাখবে। আর কোন অবস্থাতে মোজাহাদাওয়ালা নকশাকে শেষ হতে দেবেনা। গরীবদের মধ্যে নিজেদের মেহনতকে বাড়াতে হবে। পায়দল জামাত চালাতে থাকবে। মানুষ আসবে এবং বলবে যে, নিন! আমাদের এই টাকা দ্বীনের কাজে খরচ করুন। তখন নকশার কোরবানী দেয়া লাগবে। তখন বলে দিন যে, জনাব! এখানে এই কাজের মধ্যে খরচ করার সঠিক এবং পবিত্র পদ্ধতি ও জয্‌বা শেখানো হয়। তারপর আপনি নিজেই পাত্র তালাশ করে খরচ করতে পারবেন। এখানে শুধু এই পদ্ধতি শিখে নিন।

এই কাজের বহুল প্রচারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি, পত্র-পত্রিকা, এস্তেহার, প্রেস মিডিয়া ইত্যাদি এবং প্রচলিত শব্দাবলী থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। এই কাজ পুরা অপ্রচলিত। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচলনের সাহায্য হয়, এই কাজের নয়।

আসল কাজের আকৃতি দাওয়াত, গাশ্‌ত্‌ তালীম, তাশকীল ইত্যাদি। পরামর্শের দরকার হলে, উপযুক্ত বন্ধুদেরকে পৃথক করে পরামর্শ করে নেয়া চাই। এমন না হয় যেন পরামর্শকারীদের কোন সময় উমুমী আমল থেকে অর্থাৎ সমষ্টিগত কাজের সাথে জোড় না থাকে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৮০)

৭৫. তালীমের আদবসমূহ এবং তার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— তালীমের মধ্যে ধ্যান, আযমত, মহব্বত, আদব এবং মনযোগের সাথে বসার অভ্যাস করা চাই। টেক লাগিয়ে না বসা চাই, অজুর সাথে বসার চেষ্টা হওয়া চাই। তবীয়তের বিভিন্ন বাহানার কারণে তালীমের মাঝখানে না ওঠা চাই। কথা না বলা চাই। যদি এ ভাবে বসা হয়, তাহলে ফেরেশতারা ঐ মজলিসকে ঘিরে রাখবে। মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জানার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। আয্‌মতের অভ্যাস দ্বারা হাদীস শরীফে উল্লেখিত ঐ নূর অন্তরে আসবে, যার দ্বারা আমলের রাস্তা পাওয়া যায়। বসার প্রাক্কালেই আদব এবং উদ্দেশ্যের প্রতি মোতাওয়াজ্জুহ্‌ করা চাই। উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের মধ্যে দ্বীনের চাহিদা সৃষ্টি হয়ে যায়। ফাজায়েলে কোরআন পড়ে কিছুক্ষণ কোরআন

শরীফের ঐ সমস্ত সূরার তাজ্‌বীদের মোশ্‌ক্‌ বা অভ্যাস করা চাই, যা সাধারণতঃ নামাজের মধ্যে পড়া হয়। আত্‌তাহিইয়াত, দোয়ায়ে কুনুত ইত্যাদির মোযাকেরা এবং বিশুদ্ধকরণ এজতেমায়ী তালীমে না হওয়া চাই। ব্যক্তিগতভাবে শেখা-শেখানোর মধ্যে তা শুদ্ধ করে নেবে। আল্লাহ তৌফীক দিলে প্রত্যেক কিতাব থেকে তিন-চার পৃষ্ঠা পড়া চাই। তালীমের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে যেনো কোন বয়ান না হয়। হাদীস শরীফ পড়ার পর দুই-তিনটি বাক্য এমন বলে দেয়া চাই যে, ঐ আমলের জয্‌বা এবং উৎসাহ উত্থিত হয়ে পড়ে। হজরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত ফাজায়েলে কোরআন মজীদ, ফাজায়েলে নামাজ, ফাজায়েলে তাবলীগ, ফাজায়েলে জিকির, ফাজায়েলে সাদাকাত প্রথম খন্ড দ্বিতীয় খন্ড, ফাজায়েলে রমজান, ফাজায়েলে হজ্ব (হজ্ব এবং রমজান মাসে) এবং মাওলানা এহ্‌তেশামুল হাসান (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত "মুসলমানুঁ কি মৌজুদা পস্তি কা ওয়াহেদ এলাজ" শুধু এই কিতাবগুলোই যা এজতেমায়ী বা সমষ্টিগত তালীমের মধ্যে পড়া এবং শোনা চাই। এবং একা বসেও এগুলো পড়া চাই। কিতাবি তালীমের পর ছ' নম্বরের মোযাকারা হওয়া চাই। সাথীদের কাছ থেকে নম্বর বর্ণনা করানো চাই। যখন তালীম শুরু করা হবে, তখন নিজেদের মধ্য থেকে দুইজন সাথীকে তালীমের গাশ্‌তের জন্য পাঠিয়ে দেয়া চাই। পনের-বিশ মিনিট পর ঐ সাথীরা এসে গেলে অন্য দুই সাথীর চলে যাওয়া উচিত। এভাবে মহল্লাবাসীদেরকে তালীমের মধ্যে শরীক করার চেষ্টা চলতে থাকবে। বাইরে তাবলীগে বের হবার যমানায় প্রতিদিন সকাল এবং বাদ জোহর উভয় সময়ে তালীম দুই/তিন ঘন্টা করা চাই। আর নিজের ঘরে প্রতিদিন এই নিয়মে এক ঘন্টা যেনো তালীম হয়, অথবা শুরু শুরুতে যতোক্ষণ পর্যন্ত সাথীরা জুড়তে পারে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৬)

৭৬. হুজুরে পাক (স)-এর দাওয়াত

হজরতজী বলেন— হুজুর (স)-এর যেই দাওয়াত, একেতো তার মধ্যে নকল ও হরকত আছে, আর নকল ও হরকত ও সমষ্টিগত ভাবে। প্রত্যেকে নিজের পয়সা খরচ করছে, এবং শেষমেশ খায়রখাহী হলো উদ্দেশ্য। রাজত্ব এবং ক্ষমতা উদ্দেশ্য নয়। শুধু এই জয্‌বা যে, আল্লাহ তাঁদের ওপর রাজী হয়ে যান। তোমাদের রাজত্ব ও মালের জন্য আসিনি; বরং এ জন্য এসেছি যে, যখন তোমরা এই সমস্ত জিনিসের ওপর এসে যাবে, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে চমকিয়ে দেবেন, তার পর তারা তোমাদের সমষ্টিগত জীবন, সাম্য, সমাজ এবং মহব্বতের জীবন দেখলে তারা তখন মুসলমান হয়ে যাবে, একটা অস্থায়ীভাবে জামাত দেখে মুসলমান হয়ে গেছে, কিন্তু তারা স্থানীয় মানুষের সাথে লেগে

গেছে। হুজুর (স)-এর যমানায় যারা মুসলমান হতো, তাঁরা মদীনা শরীফে আসতো, তখন মদীনার মুসলমানরা তাদেরকে দ্বীন শেখাতো, খানা খাওয়াতো, হাদিয়া-তোহ্ফাও দিতো, যখন তাঁরা ফেরত যেতো, তখন তাদের জাতি-গোষ্ঠিরা দেখতো যে, মদীনা শরীফ থেকে যেসব লোক দ্বীন শিখে এসছে, তাঁরা খোশ হাল হয়ে এসেছে, পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করা শিখে এসছে। এদেরকে দেখে পুরা গোষ্ঠি মুসলমান হয়ে যেতো।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৬)

এখন কথা এই যে, যখন দাওয়াত দেয়া হয়, এবং মানুষ মুসলমান হয়ে যায়, যখন ঐ মোতাবেক নিজেদের এখানে অন্যদের জীবনকে দেখেনা, তখন তারা মজবুত থাকেনা। তাই এখন যদি আমরা ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীতে ওঠাতে চাই, তাহলে মুসলমানদেরকে দা'য়ী বানাতে হবে। খানা খাওয়ায় এমন মুসলমান বানাতে হবে। তখন গিয়ে ভিন্নধর্মীরা আমাদের জীবন দেখে মুসলমান হবে। আমরা অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিলে আমাদের ওপর তাদের দায়িত্ব এসে পড়বে। তাদেরকেও দ্বীন শেখাতে হবে, খানা খাওয়াতে হবে। যাকাত আদায় করতে হবে, গরীবদের ওপর খরচ করা আমাদের ওপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। যদি আমাদের এমন পরিবেশ না হয়, তাহলে শতকরা একটা মুসলমান যদি হয়েও যায়, কিন্তু আমাদের জীবনব্যবস্থা দেখে সে নিজের ধর্মে ফেরত চলে যাবে।

বর্তমানে শ্রমজীবী শ্রমের অনুপাতেই কথা বলে, পরস্পরের মধ্যে মুসলিম-অমুসলিমের পার্থক্য ছাড়া তাদের মধ্যে ইউনিয়ন আছে। কৃষক ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী ইউনিয়ন, এখন অমুসলিমদের কাজ করার সুযোগ বা পদ্ধতি এসে গেছে। এমতাবস্থায় কমিউনিস্টরা যদি কোন আন্দোলন শুরু করে, তখন ইউনিয়নের লোকেরা তাদের কথায় উঠবে এবং সবাই তাদের দিকে হয়ে যাবে। এভাবে পুঁজিপতির গায়ে যদি গুলি লাগে, তখন যে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে সে তার কথা শুনবে। এভাবে একথা বোঝা যাবে যে, পুঁজিবাদ বা আমেরিকার সাথে কতো সাথী আছে, আর সমাজতন্ত্র বা রাশিয়ার সাথে কতো সাথী আছে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-১৫২)

৭৭. ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত আমলের হুকুম দেয়া হয়েছে তা চার রকম

হজরতজী বলেন— ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত আমলের হুকুম দেয়া হয়েছে এবং যার বিনিময় সওয়াব এবং জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তা চার প্রকার। এক– ঐ সমস্ত আমল, যার মধ্যে আল্লাহ পাকের নায়েব হিসাবে কাজ করতে

হয়। যেমন দয়ার হুকুম আছে, এহ্সান করার হুকুম আছে, দানশীলতা ও দান-দক্ষিণার হুকুম আছে, ন্যায় ও ইনসাফের হুকুম আছে, অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার হুকুম আছে, এই সমস্ত আমল ও আখলাকের অবস্থান এই যে, আসলে এগুলো আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী এবং তাঁর কাজ। আর বান্দাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে, তারা যেনো তাদের অবস্থান অনুযায়ী এ সমস্ত আমল করে, এবং এ সমস্ত গুণাবলী বর্ষণ করে (تخلقوا باخلاق الله)

দ্বিতীয় প্রকারে ঐ সমস্ত আমল, যা আসলে নবীদের করণীয় আর উম্মত তা নবীদের নায়েব হিসাবে করে। যেমন, দ্বীনের দাওয়াত, তাবলীগ, তালিম-তাবিহবয়ত, সৎকাজে আদেশ–অসৎ কাজে নিষেধ, এ'লায়ে কলেমাতুল্লা (অর্থাৎ আল্লাহর কলেমাকে সুউচ্চ করার) চেষ্টা এবং তাঁর রাস্তায় ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব আসলে নবীদের আমল। আর নবীদেরকে এ সমস্ত কাজের জন্যই পাঠানো হয়। উম্মত এ সকল কাজ করে নবীদের উদ্দেশ্যের খেদমত করে থাকে এবং তাঁদের সাহায্য এবং প্রতিনিধিত্ব হিসাবে এই সমস্ত রাস্তায় মেহনত করে।

তৃতীয় প্রকার, ঐ সব আমল, যা আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের আব্দিয়ত বা দাসত্ব এবং বন্দেগী প্রকাশ করার জন্য এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য করা হয়। এটা এবাদতের শান, নামাজ, রোজা, হজ্ব কোরবানী, জিকির এবং তেলাওয়াত ইত্যাদি এবাদত এই প্রকারের আমল।

চতুর্থ প্রকার, ঐ সমস্ত আমল; যা আসলে নিজের চাহিদা এবং মানবিক চাহিদার জন্য করা হয়, কিন্তু ঐ সবের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কিছু হুকুম-আহকাম দিয়েছেন যে, এভাবে কর। এজন্য এসবও দ্বীনি আমল হয়ে গেছে। যেমন, বিয়ে করা, বিবি-বাচ্চাদের খাওয়ানো-পরানো, কাপড় পরিধান করানো, তাদেরকে আদর করা, অথবা বেচা-কেনা করা, এভাবে কৃষি কাজ অথবা কারখানা বানানো, অথবা মেহনত-মজুরী। এইসব ঐ সমস্ত জিনিস, যার সম্পর্ক আসলে আমাদের খাহেশ বা চাহিদা এবং মানবিক প্রয়োজনাদির সাথে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ সব বিষয়ে হুকুম আহকাম দিয়েছেন যে, এই সব এভাবে করতে হবে, এবং তাতেও সওয়াব রেখে দিয়েছেন। এখন এ সবও দ্বীনি আমল হয়ে গেছে, কিন্তু তা দ্বীনি আমল এবং সওয়াবের যোগ্য হওয়ার জন্য একটা শর্ত এই যে, এইসব যেনো আল্লাহর দেয়া হুকুম এবং তাঁর নির্দিষ্ট করা নিয়ম-কানুন

মোতাবেক হয়, আর দ্বিতীয় শর্ত এই যে, তাদের কারণে যেনো ঐ সমস্ত আমল নষ্ট না হয়, যা তারও আগে করণীয় এবং বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এখন যদি এক ব্যক্তি নিজের কাম-কাজের মধ্যে এবং বিবি-বাচ্চাদের মধ্যে এভাবে মশগুল হয় যে, ঐ ব্যস্ততার কারণে দ্বীন শেখার জন্য এবং ঈমান-একীন অর্জন করার জন্য, এবং নিজের নামাজকে আসল নামাজ বানানোর জন্য, এবং আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক সঠিক করার জন্য সময় বের করতে পারেনা, তাহলে তার বিবি-বাচ্চা পালা, এবং কাম-কাজে ব্যস্ত থাকা কক্ষণো দ্বীনি আমল হবে না, বরং সম্পূর্ণ শাস্তি বা ফেৎনা। এবং انما اموالكم واولدكم فتنة -এর সাক্ষ্য বহন করবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৭২)

৭৮. দুনিয়ার উন্নতি বস্তুর ওপর মেহনতের ফল

হজরতজী বলেন— বর্তমানে দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে, এবং যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে, তা বস্তুর ওপর মেহনতের ফল। নবীদের রাস্তা রূহের ওপর মেহনত এবং রূহানী উন্নতি সাধনের রাস্তা ছিলো। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টিওয়ালা আমলের ওপর মেহনত করে এবং কোরবানী দিয়ে আল্লাহ তায়ালার শক্তি দ্বারা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতেন।

ফেরাউনের কাছে সৈন্য ছিলো, সেনাবাহিনী ছিলো এবং প্রত্যেক প্রকারের বস্তুবাদী শক্তি ছিলো, হজরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে শুধু রুহের উন্নতিওয়ালা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিওয়ালা আমলের জন্য প্রস্তুত করেন। তাদেরকে বললেন যে, হে আমার জাতি! তোমরা যদি ঈমানওয়ালা রাস্তা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা কর এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমান একীন ও ভরসার সাথে তাঁর কাছে সাহায্য চাও।

يقوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين -

জাতি উত্তর দিলো, আপনার কথা মেনে নিলাম, এবং আল্লাহর ওপর একীন ও ভরসার রাস্তা অবলম্বন করলাম। এবং আমরা আমাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে, তিনি যেনো ফেরাউন এবং ফেরাউনী শাসনের জুলুম-অত্যাচার থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন এবং এই কাফের গোষ্ঠির দাসত্বের মুসিবত থেকে যেনো মুক্তি দেন।

ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين - ونجنا برحتمك من القوم الكافرين -

এর পর কোরআন শরীফে আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হজরত মূসা (আ) ও হজরত হারুন (আ)-কে আদেশ দিলেন যে, নিজের জাতির ঈমানী শিক্ষার জন্য মিসরে বিশেষ কেন্দ্র এবং এবাদতখানা কায়েম কর, এবং নামাজ কায়েম করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দাও এবং তাদের জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যকারী জীবনে পরিণত কর। এবং একই সাথে বলেছেন যে, যখন এই সমস্ত কাজ আমলে পরিণত হয়ে যাবে, তখন জাতিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাদের ব্যাপারে হয়ে গেছে।

واوحينا الى موسى واخيه ان تبوء القومكما بمصر بيوتا - واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلوٰة وبشر المؤمنين -

হজরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বনী ইসরাঈলের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত হলেন। এবং বনী ইসরাঈল আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী নামাজ কায়েম করার আমল এবং পরিবর্তনের মেহনত আরম্ভ করে দিলো, তখন হজরত মূসা (আ) ও হজরত হারুন (আ) দোয়া করলেন যে, আয় আল্লাহ! তুমি ফেরাউন এবং ফেরাউনীদেরকে দুনিয়ার যে নাজ-নেয়ামত দান করে রেখেছো, তারা তার মাধ্যমে তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। আয় মালেক! তুমি তাদের মাল-দৌলতকে বিধ্বস্ত করে দাও, এবং ঝাড়ু মেরে দাও।

وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاءة زينة واموالا فى الحيواة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك - ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم -

আল্লাহ তায়ালা হজরত মূসা আঃ এবং হারুন (আ)-এর দোয়া কবুল করলেন, তাঁদেরকে হুকুম করা হলো যে, বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে মিসর থেকে বেরিয়ে যাও। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন, আল্লাহ তায়ালা তঁদের জন্য সাগরের মধ্যে রাস্তা বানিয়ে দিলেন, যদ্বারা তাঁরা সহী-সালামতে সাগর পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন তার পুরা লায়লস্কর নিয়ে তাঁদেরকে পিছু ধাওয়া করলো, আর তাদেরকে পুরা সৈন্য-সামন্তসহ ডুবিয়ে দেয়া হলো। এই সব যা কিছু হলো, সরাসরি শক্তিশালী কুদরতওয়ালা আল্লাহর শক্তিতে হলো।

আম্বিয়া (আ)-দের রাস্তা এটাই। তাঁরা নিজেকে এবং নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকে শুধু আল্লাহর হুকুমের ওপর ঢেলে দেন, আর আল্লাহর রাস্তার কষ্টসমূহ উঠাতে থাকেন, কোরবানী দেন, আর আল্লাহ তায়ালা নিজের কুদরত ও শক্তি দ্বারা তাদের সমস্যা সমাধান করে দেন।

কোরআন শরীফে এটাকে "সুন্নাতুল্লাহ" বা আল্লাহর সুন্নত বলা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার এটা আদি ও দায়েমী কানুন।

فلن تجد لسنة الله تبديلا - ولن تجد لسنة الله تحويلا ـ

(অর্থাৎ আল্লাহর সুন্নতকে কখনো পরিবর্তনশীল পাবেনা এবং আল্লাহর সুন্নতকে কখনো অদল বদল পাবেনা।) (তাযকেরায়ে হজরতজী-১৬২)

৭৯. উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী জিনিস

হজরতজী বলেন— স্মরণ রাখো! আমার জাতি এবং আমার এলাকা এবং আমার ভ্রাতৃত্ব এইসব শব্দ উম্মতকে বিভক্তকারী কথাবার্তা। আর আল্লাহর কাছে এ সমস্ত কথা এতো অপছন্দ যে হজরত সাদ ইবনে উবাদাহ (রা)-এর মতো বড় সাহাবী থেকে এই ব্যাপারে যে ভুল হয়ে গেছে, তার ফল হিসাবে তাঁকে দুনিয়াতেই প্রতিদান পেয়ে ভুগতে হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে যে, তাঁকে জ্বিনেরা হত্যা করে ফেলেছিলো এবং মদীনাতে এই আওয়াজ শোনা গিয়েছিলো, আর আওয়াজকারীকে দেখা যায়নি। "আমরা খায্রাজ গোত্রের সর্দার সাদ ইবনে উবাদাহ (রা)-কে ধ্বংস করে দিয়েছি, আমরা তাঁকে তীরের লক্ষস্থল বানিয়েছি যা সোজা তাঁর বুকে গিয়ে লেগেছে।"

এই ঘটনা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে যে, ভালো থেকে ভালো মানুষ যদি গোষ্ঠিগত অথবা আঞ্চলিকতার ভিত্তির ওপর উম্মতের ঐক্যকে ভাঙ্গে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকেও ভেঙ্গে রেখে দেবেন।

এইজন্য আমি বলি যে, শুধু কলেমা এবং তসবীহ দ্বারা উম্মতের ঐক্য বা উম্মাহ বনবেনা। উম্মত লেনদেন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিশুদ্ধিকরণের দ্বারা এবং সকলের ন্যায্য পাওনা আদায় করা এবং সকলকে একরাম করার মাধ্যমে বনবে। বরং তখন বনবে, যখন অন্যের জন্য নিজের হক বা পাওনা এবং নিজের লাভ বা সুবিধাকে কোরবান করা হবে। হুজুরে পাক (স) এবং হজরত আবুবকর (রা) ও হজরত ওমর (রা) নিজেদের সব কিছুকে কোরবান করে এবং নিজেদের ওপর কষ্টসমূহকে সহ্য করে এই উম্মতকে উম্মাহ বানিয়েছিলেন।

(তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৫৩)

৮০. আমাদের পূর্বসূরীদের এখানে পরিচিতির পদ্ধতি

হজরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) পাকিস্তানে তশরীফ নিয়েছিলেন। ওখানে তাবলীগের কাজ করনেওয়ালা পুরোনো সাথীরা শাসনক্ষমতার ওপরস্থ পদে যারা আসীন ছিলো, তাদের একটা বিশেষ এজতেমা করলো। আর তার মধ্যে মন্ত্রী-মিনিস্টার, সরকারের ওপরস্থ অফিসার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সেখানে একত্রিত করা হলো। হজরত বয়ান করার জন্য যখন তাঁদের মধ্যে আগমন করলেন, তখন সকলের পরিচিতি দেয়া হলো যে, ইনি মন্ত্রী সাহেব, আর উনি অমুক দপ্তরের সেক্রেটারী, ইনি অমুক দপ্তরের পরিচালক ইত্যাদি। যখন পরিচিতি পর্ব শেষ হলো, তখন হজরতজী (রহঃ) বয়ান এভাবে আরম্ভ করেন— ভাইয়েরা! এইমাত্র আপনারা অজানা কতো কতো পদাধিকারীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এর পর হজরতজী কিছু জন্তুর নাম নিয়ে বল্লেন, হাঁ, যদি আপনারা এভাবে পরিচয় করাতেন, তাহলে হয়তো আমি বেশী বুঝতে পারতাম।

যেসব ভাইয়েরা এদেরকে একত্রিত করেছেন তাদের মাথা শরম এবং ভয়ে ঝুঁকে ছিলো যে, জানিনা একথার এখন কি প্রভাব হয়। হজরতজী আশ্চর্যজনক মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী ঢং-এ বয়ান শুরু করলেন যে,

হে আমার ভাইয়েরা! মন্ত্রীতো মুসলমানও হয় এবং অমুসলিমও হয়। ডাক্তার মুসলমানও হয় এবং অমুসলিমও হয়। এমনিভাবে সমস্ত পদাধিকারীদের পদই এমন। এর মধ্যে আমাদের এবং আপনাদের কোন বিশেষত্ব নেই। আমাদের পূর্বসূরীদেরকে যখনই পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো, তখন একথা বলা হতো না যে, ইনি এতোটা ফ্যাক্টরীর মালিক এবং এতোখানা অট্টালিকার মালিক এবং এতোটা গাড়ীর মালিক; বরং পরিচিতি এভাবে করা হতো যে, ইনি বদরী সাহাবী, আর উনি ওহুদের যুদ্দে শরীক ছিলেন, ঐ ভাই অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন এবং ইনি অমুক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। এবং উনি দ্বীনের জন্য এই এই কোরবানী পেশ করেছেন। এটা পরিচিতি দানের পদ্ধতি ছিলো।

(হজরতজী কি এয়াদগার তকরীরেঁ-পৃঃ ৭৩)

৮১. ইসলামী মেজাজ বানানোর পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— সবার আগে কাজ এই যে, নিজের মেজাজকে ইসলামের মোতাবেক বানিয়ে নেয়া চাই। আর এটা তখন হবে, যখন এ কথার একীন সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, কোন মাখলুক থেকে কিছু হয়না, (যা হয়) সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর অবস্থার ভালো-মন্দ এবং নির্মাণ ও ধ্বংস এবং কামিয়াবী ও নাকাম হওয়া বা কৃতকার্য ও অকৃতকার্য হওয়া বস্তুর হওয়া না হওয়ার দ্বারা হয়

না; বরং আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তে হয়। আর আল্লাহ তায়ালা বানানোর এবং চমকানোর ফয়সালা তখন করবেন যখন আমি হুজুর (স)-এর তরীকার ওপর এসে যাবো। অতএব এই রাস্তায় চলার জন্য বাইরের কোন জিনিস নয় বরং আভ্যন্তরীণ জিনিসের প্রয়োজন। আল্লাহর একীন প্রয়োজন, আল্লাহর ধ্যান প্রয়োজন, আল্লাহর ভয় প্রয়োজন। হুজুর (স)-এর তরীকায় আল্লাহর ভান্ডারসমূহ পাওয়ার এবং নেয়ামতসমূহের দুয়ার খোলার একীন হতে হবে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭১৯)

৮২. এই কাজের সাথে জুড়তে থাক, আমার দেহ তো অস্থায়ী

মেওয়াতীদেরকে হজরতজী বলেন— তোমাদের মধ্যে অনেকে শুধু আমার সাথে সাক্ষাৎ এবং মোসাফাহার নিয়তে আসে এবং চলে যায়। আমি বলি, এই কাজের আজমত বুঝ, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে আমার মহব্বত এবং ভক্তি ঢেলে দিয়েছেন, এই কাজের মধ্যে নিজের সময়, জান এবং মাল লাগাও এবং এই কাজের সাথে প্রেম সৃষ্টি কর। আমার দেহ তো অস্থায়ী।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-পৃঃ ১৯৩)

৮৩. তাক্ওয়া সৃষ্টি করে আল্লাহ থেকে লওয়াই সঠিক রাস্তা

হজরতজী বলেন— বর্তমানে দুনিয়াতে শুধু বস্তু এবং বস্তুবাদী জিনিসের ওপর মেহনত করার প্রচলন আছে। তাকওয়া সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে বিশুদ্ধ সম্পর্ক কায়েম করে আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করম থেকে লওয়ার রাস্তা মানুষ ভুলে গেছে। অথচ এটাই রাস্তা, যার দোয়া প্রতিটি নামাজে, প্রতিটি রাকাতে করা হয়। আল্লাহর সমস্ত নবী, রাসূল এবং তাঁর রাস্তায় চলনেওয়ালা সমস্ত মকবুল বান্দাদের রাস্তা এটাই। আর এর উল্টো যে সমস্ত লোক আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত, এবং যাদের ওপর আল্লাহর গজব আছে, তাদের রাস্তা এই যে, তারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর একীন এবং এবাদত ও সাহায্য চাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও বে ফিকির হয়ে শুধু বস্তুবাদী লাইনের ওপর মেহনত করে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৪৩)

৮৪. যাদের মধ্যে নেয়ার মন-মানসিকতা, তাদের মধ্যে দেয়ার পদ্ধতি কিভাবে চলবে?

হজরতজী বলেন— এখন বলা হয় যে, বর্তমান সময়ে ইসলাম চলতে পারে না, কথা তো সত্য, লওয়ার মন-মানসিকতা যাদের, তাদের মধ্যে দেয়ার পদ্ধতি কিভাবে চলবে? ইসলামকে নিজের মন চাহি মতে এবং নিজের অবস্থা অনুযায়ী

বানিয়ে চালাতে চাইলে তো তা ইসলাম থাকবেনা, তা তো তোমাদের বানানো একটা নতুন জিনিস হয়ে যাবে।

কেউ শরীরের মধ্যে নকশা আঁকিয়ে ব্যক্তির কাছে বাঘের ছবি নিজের শরীরের ওপর আঁকাতে চেয়েছে, যখন সে সূঁই দিয়ে শরীরে আঁকা শুরু করলো, এবং ব্যথা লাগলো, তখন আঁকিয়েকে বললো যে, কি বানাতে আছো? সে বললো, "প্রথমে বাঘের লেজ বানাচ্ছি"। ঐ ব্যক্তি বললো, "লেজ থাক, লেজ ছাড়াও বাঘের ছবি হতে পারে।" সে লেজ বাদ দিলো এবং অন্য দিক থেকে আঁকা শুরু করলো, এখন সে বললো, এখন কি বানাচ্ছো? যা বললো, "কান বানাচ্ছি" সে বললো, "কান ছাড়াও বাঘের ছবি বানাতে পারে, তুমি কান বাদ দাও, কান ছাড়া বাঘের ছবি বানিয়ে দাও।" তো ভাই বন্ধুরা! এ অবস্থাই ইসলামের সাথে হচ্ছে। নিজের মেজাজ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামের ওপর চলা কষ্টকর হচ্ছে, তাই ইসলামের লেজ কাটা হচ্ছে এবং তাকে নিজের খাহেশ মোতাবেক বানানো হচ্ছে। (সাওয়ানেহে হজরতজী (রহঃ)-পৃঃ ৭১৮)

৮৫. তর্ক-বিতর্ক এবং মতভেদওয়ালা মাস্‌লা-মাসায়েল থেকে বাঁচা চাই

হজরতজী বলেন— এই দাওয়াতওয়ালা কাজ উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজের জান-মাল খরচ করার একটা বিশেষ পদ্ধতির অভ্যাস করা। এই জন্য এমন সব অবস্থা থেকে বাঁচা চাই, যা এই অভ্যাসের মধ্যে জান-মাল খরচে কমতি হওয়ার কারণ হয়। অথবা নাম ফোটানো এবং প্রসিদ্ধি লাভ ও সম্মানের দিকে অভ্যাসকারীদেরকে টানে যে এমন হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সফর আপন আপন খরচের ওপর করাতে হবে, অন্যের খরচের ওপর নয়। এবং পত্র-পত্রিকা ও এস্তেহার এবং প্রত্যেক প্রচলিত প্রপাগান্ডা থেকে বাঁচাতে হবে। এবং তর্ক-বিতর্ক থেকে আর মতভেদ ওয়ালা মাস্‌লা-মাসায়েল থেকে এবং সময়ের মতভেদ সৃষ্টিকারী অবস্থাগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর যত্‌দূর সম্ভব সহনশীলতা, সরলতা, বিনয়, বশ্যতা, এবং অস্থায়ী খাহেশের কোরবানীর সাথে এই অভ্যাসকে বাড়াতে হবে, এবং ছড়াতে হবে, এটাই এই কাজের মেজাজ, যার কারণে এ কাজের প্রভাব আল্লাহর ফজল ও করমে বাড়তে আছে। কেননা, এর মধ্যে হুজুর (স) এবং তাঁর মোবারক সাহাবায়ে কেরামের (রা) মেহনতের পদ্ধতি ও রীতিকে সামনে রাখা হয়েছে। এখন যতোটা তাঁদের মতো করে করার মধ্যে পা বাড়বে, অতোটুকুই তার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। আর যতোটুকু তার মধ্যে কমতি আসবে, প্রভাবও ততোটা কমে যাবে

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫১)

৮৬. মৌলিক বিষয় এবং শাখা প্রশাখা উভয়ের শিক্ষাদান

হজরতজী বলেন— হুজুর (স)-এর শিক্ষাদানকারী বস্তুসমূহ নিজের মধ্যে শেষ দরজার শিক্ষা দেয়ার শান রাখে। এবং তার মধ্যে যবরদস্ত শক্তি বিদ্যমান আছে। মৌলিক ও শাখা প্রশাখা উভয় বিষয়ে সে শিক্ষা দেয়। যদি তোমাদের অভিপ্রায় শাখা প্রশাখা এবং দরবারে এলাহীর নিচুমানের বস্তুদের দিকে হয়, তাহলে তারাও শক্তি পাবে এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও হবে। এটাও হুজুর (স)-এরই জিনিস। জানিনা, আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে কি না কি দেয়া হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আসল জিনিসের শিক্ষা এবং তার উন্নতি ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে না জানি কতো মখলুকের কতো বড়সড় উন্নতি ধ্বংস হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও বিনিময় থেকে বঞ্চিত হয়ে আল্লাহ্ না করুক কোথাও ধরা খাওয়ার কারণ না হয়ে যায়। আমি নিজের বন্ধুদের জন্য এর বড় আশংকা অনুভব করছি। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ- পৃঃ ১৪৪)

৮৭. এই দ্বীনি কাজের উদ্দেশ্য

হজরতজী বলেন— আংশিক বা ক্ষুদ্র আমলকে প্রসারিত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সৃষ্টির ওপর শক্তিসমূহের অনবরত খরচ হওয়ার কারণে যেই মানবিক বিশ্বাস ও একীনের ওপর সৃষ্টিজগতওয়ালা ধুলা-বালি পড়ে যাতে বারিতায়ালা থেকে উপকৃত হওয়ার মতো যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং অবস্থাসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে, সেই একীন ও বিশ্বাসকে যাতে বারি তায়ালার সাথে সম্পর্কিত করার জন্য ঈমান ও একীনের জন্য জানসমূহ ব্যবহার করার এবং হুকুমসমূহ পালন করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে এই রাস্তার আঘাত খেতে খেতে এবং অন্যদেরকে এই সমস্ত আদেশ পালনার্থে যাতে বারি তায়ালা থেকে উপকৃত হওয়ার ওপর উদ্বুদ্ধ করে এই রাস্তার হোঁচট খাওয়ার জন্য বের করতে করতে জান ব্যবহারকারীদের নিজেদের জান ব্যবহার করার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে ঐ একীন ও ভরসা, দাওয়াত ও সময় লাগানো এবং কান্না-কাটি উদ্দেশ্য। যার দ্বারা তিনি অন্তরসমূহকে পরিবর্তন করে সাধারণ অবস্থাকে ঠিক করে মানবতার নিজ গুণাবলী ও যোগ্যতাওয়ালা উন্নতির দুয়ারকে সমস্ত জগতবাসীর জন্য প্রশস্ত করবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-৬৯)

৮৮. মেশিন প্রস্তুতকারীই তার ব্যবহার বা চালানোর পদ্ধতি বলে দেয়

হজরতজী বলেন— যে ব্যক্তি মেশিন বানায়, সেইই তার চালানোর পদ্ধতি এবং ভালো-মন্দের কথাও জানে। যেভাবে মেশিনপত্র বাইরে থেকে আমদানী

করা হয়, তাদের সাথে প্রস্তুতকারীদের পক্ষ থেকে চালানোর পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশাবলীও সাথে আসে।

মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা আপন কুদরত দ্বারা বানিয়েছেন। মায়ের পেটে রেখে বানিয়েছেন, যেখানে অন্য কারো হাতও লাগতে পারেনা; বরং দৃষ্টিও যেতে পারেনা, সেই আল্লাহ্ই জানেন যে মানুষের এই মেশিন কিভাবে ব্যবহার হওয়ার মধ্যে তার ভালো এবং উন্নতি। আর কিভাবে ব্যবহার হওয়ার মধ্যে তার মন্দ ও ধ্বংস। তিনি নবীদেরকে একথাই বলার জন্য পাঠিয়েছেন এবং সবার শেষে হজরত মোহাম্মদ (স)-কে পাঠিয়েছেন। এখন যেব্যক্তি হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক নিজেকে ব্যবহার করবে সে কামিয়াব হবে। আর যে তাঁর তরীকার খেলাপ নিজেকে ব্যবহার করবে, সে অকৃতকার্য হবে। আর তার অকৃতকার্যতা পুরোপুরি ভাবে আখেরাতে প্রকাশ পাবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৩২)

৮৯. যদি নেয়ার মনোভাব হয়, তাহলে নষ্টই নষ্ট হবে

হজরতজী বলেন— যদি নেয়ার মনোভাব হয় তাহলে নষ্টই নষ্ট হবে। এবং মানুষের নিয়তসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই হবে যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঠিকাদারী বিলের ওপর শুধু দশ লক্ষ টাকার লাগিত লাগানো হবে। যার কারণে পুল দুর্বল হবে। কোন রাস্তা ঠিক হবেনা। কোন কাজই ঠিক হবে না। খুব ভালো করে বুঝে নাও। নেয়ার চিন্তা থেকে কোন নির্মাণ হয় না। নির্মাণ ও উপকার পৌঁছানো অন্যকে দেয়ার তরীকায় হতে পারে। আর উপকার পৌঁছানোর মন-মানসিকতা তখনই হতে পারে এবং নিজের কাছে থাকা জিনিস অন্যের ওপর লাগানোর পদ্ধতি তখনই চালু হতে পারে, যখন এই একীন অন্তরে বসে যায় যে, দেনেওয়ালা তো শুধু আল্লাহ্ তায়ালা, বস্তু থেকে কিছুই হয়না। আল্লাহর করার দ্বারা হয়, আর যখন আমি তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক ব্যবহার হবো, তখন আল্লাহ্ আমার সমস্ত কাজ ঠিক করে দেবেন এবং নেয়ামতের দরজাসমূহ খুলে দেবেন। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৩৪)

৯০. জুমার নামাজ না পড়ার ওপরও এতোটা ধর-পাকাড় হবেনা, যতোটা উম্মতের ঐক্য ভাঙ্গার ওপর হবে

হজরতজী বলেন— এই উম্মত হুজুর (স)-এর মোবারক রক্ত এবং অভুক্ত থাকার মাধ্যমে গড়েছে। আর এখন আমরা নিজেদের সামান্য সামান্য কথার ওপর উম্মতকে ভেঙ্গে ফেলছি। স্মরণ রাখো! জুমার নামাজ ছাড়ার দ্বারাও এতো ধর-পাকাড় হবেনা, যতোটা উম্মতকে ভাঙ্গার দ্বারা হবে।

যদি মুসলমানদের মধ্যে উম্মতের ঐক্য এসে যায়, তাহলে তাঁরা পৃথিবীতে কক্ষনো অপমান এবং বেইজ্জত হবেনা। আমেরিকা-রাশিয়ার শক্তিও তাদের সামনে নত হয়ে যাবে। আর উম্মতের ঐক্য তখনই আসবে, যখন اذلة على المؤمنين-এর ওপর (অর্থাৎ মোমেনদের ওপর নম্র থাকা) মুসলমানদের আমল হবে। অর্থাৎ প্রতিটি মুসলমান অন্য মুসলমানের মোকাবেলায় নিজে ছোট হয়ে যাবে, এবং অপমান ও বিনয় অবলম্বন করাকে আপন করে নেবে। তাবলীগের মধ্যে এরই মশ্‌ক্ বা অভ্যাস করা হয়। যখন মুসলমানদের মধ্যে اذلة على المؤمنين ওয়ালা সিফত বা গুণ এসে যাবে, তখন তারা পৃথিবীতে اعزة على الكافرين অর্থাৎ কাফেরের মোকাবেলায় যবরদস্ত এবং বিজয়ী অবশ্যই হবে। চাই সে কাফের ইউরোপের হোক বা এশিয়ারই হোক।

(তায্‌কেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৫৭)

৯১. উম্মত কোন একটা গোষ্ঠি এবং এলাকার বাসিন্দাদের নাম নয়

হজরতজী বলেন— উম্মত কোন একটি গোষ্ঠি এবং এলাকার বাসিন্দাদের নাম নয়। বরং হাজার হাজার গোষ্ঠি এবং এলাকাকে জুড়ে উম্মত গঠিত হয়, যে ব্যক্তি কোন এক গোষ্ঠি অথবা এলাকাকে আপন মনে করে, আর অন্যদেরকে পর মনে করে, সে উম্মতকে জবাই করে এবং তাকে টুকরো টুকরো করে এবং হুজুর (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মেহনতের ওপর পানি ঢেলে দেয়।

টুকরো টুকরো হয়ে উম্মতকে প্রথমে স্বয়ং আমরা জবাই করেছি। ইহুদি-নাসারারা তো এরপর কয়েকবার উম্মতকে কেটেছে। যদি মুসলমান এখন আবার উম্মত হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একত্র হয়ে তাঁদের চুলও বাঁকা করতে পারবেনা। এটম বোম আর রকেট তাদেরকে শেষ করতে পারবেনা। কিন্তু যদি তারা গোষ্ঠিগত এবং আঞ্চলিক তরফদারীর কারণে পরস্পর উম্মতকে টুকরো করতে থাকে, তাহলে খোদার কসম তোমাদের অস্ত্র এবং তোমাদের সেনাবাহিনী তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবেনা।

(তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৫১)

৯২. যা কুদরত দ্বারা গঠিত হয়েছে তা কুদরতের অধীন

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালা মানুষের সমস্ত কামিয়াবীর শর্ত মানুষের অভ্যন্তরের পুঁজির ওপর রেখেছেন। সফলতা এবং অসফলতা মানুষের ভেতরকার অবস্থার নাম।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু মুল্‌ক ও মালের সাথে মানুষকে বেইজ্জত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর অভাব-অনটন ও দারিদ্রের নকশার মধ্যে ইজ্জত দিয়ে দেখিয়ে

দিয়েছেন। মানুষের ভেতরকার একীন এবং ভেতর থেকে বের হওয়া আমল যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কামিয়াবীর অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। চাই বস্তুর নকশা যতোই নিচুমানের হোকনা কেনো। যা কিছু কুদরত দ্বারা গঠিত হয়, তা কুদরতের অধীন। প্রতিটা আকৃতির ওপর চাই মুলকের হোক বা মালের হোক, বিদ্যুতের হোক বা গ্যাসের হোক, তাঁরই কুদরতের কব্জা এবং তাতে তাঁরই জোর খাটে। যেখান থেকে মানুষের নির্মাণ নজরে আসে, সেখান থেকে ধ্বংস এনে দেখিয়ে দেন। আর যেখান থেকে ধ্বংস নজরে আসে সেখান থেকে নির্মান এনে দেখিয়েছেন। (তাবলীগি তাহরীক-পৃঃ ৪০)

৯৩. আল্লাহর কুদরত দ্বারা সরাসরি উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহান সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাক, এবং তাঁর কুদরত দ্বারা সরাসরি উপকৃত হোক। এর জন্য হুজুর (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন। যখন তাঁর তরীকা জীবনসমূহে এসে যাবে, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রতিটি নকশায় কামিয়াবী দিয়ে দেখিয়ে দেবেন। (তাবলীগি তাহরীক-পৃঃ ৪০)

৯৪. অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু না করার কারণ

হজরতজী বলেন— প্রথমে নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। তার পর ভবিষ্যতের তৌফীক এবং উম্মতের জন্য অনেক বেশী বেশী কোরবানী দেয়াকে এবং উম্মতের হেদায়েতকে আল্লাহর কাছে চাও। ধুলা-বালি উম্মতের মহব্বতের স্ফুলিঙ্গকে দাবিয়ে রেখেছে। আল্লাহর কাছে চাও যে, তিনি যেনো এই ধুলা-বালিকে সরিয়ে দেন এবং স্ফুলিঙ্গকে বাড়িয়ে দেন। কাফেররাও উম্মতে দাওয়াত, তাদের জন্যও দোয়া করা চাই। যদিও নিজেদের মুসলমান ভাইদের বেদ্বীনির কারণে আমরা তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ শুরু করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের ওপর তাদের হক আছে। তাদের হেদায়েতের জন্যও দোয়া কর। সাথে সাথে ঐ সমস্ত কাফের যারা বদতর, এবং খারাবির গলিপথ, যাদের অন্তরের ওপর আল্লাহ সীল মেরে দিয়েছেন, তাদের ধ্বংসের দোয়াও কর। (তাবলীগি তাহরীক-পৃঃ ৮৪)

৯৫. হুজুর (স)-এর মেহনতের ময়দান কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জাতিসমূহ

হজরতজী বলেন— মেহনতের মাঠ যতোটা প্রশস্ত হবে, অতোটুকুই নূর বেশী ভাগ্যে জুটবে। আমাদের তোমাদের এবং সকলের সর্দার হজরত মোহাম্মদ

(স)-এর দাওয়াত এবং মেহনত জগতব্যাপী ছিলো। অন্যান্য নবীদের মেহনত আঞ্চলিক এবং বিশেষ জাতি-গোষ্ঠি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। হুজুরে পাক (স)-এর মেহনতের ময়দান সমস্ত জগত এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত জাতি-গোষ্ঠি। (তায্‌কেরায়ে মাওলানা ইউসুফ-পৃঃ ১৯৬)

৯৬. হুজুর (স)-এর তরীকা ও পদ্ধতির কারণে তোমাদের এই ঝুপড়িগুলো মূল্যবান হয়েছে

হজরতজী বলেন— যদি তোমরা নিজের দোকানে, নিজের কাম-কাজের মধ্যে এবং নিজের চাল-চলনের মধ্যে হুজুর (স)-এর চাল-চলনকে প্রবেশ করিয়ে নাও, এবং সব কিছু হুজুরে পাক (স)-এর তরীকায় কর, তাহলে এই তরীকায় বানানো ঝুপড়ি কাফের-মুশরেকদের লক্ষ লক্ষ টাকায় বানানো অট্টালিকা থেকে মূল্যবান। আর যদি তোমরা নিজেদের ঘরের নকশায় হুজুর (স)-এর তরীকার ওপর আমল কর, তবে তোমাদের ঝুপড়িকে রকেট ভাংতে পারবেনা। হুজুর (স)-এর চাল-চলনের কারণে তোমাদের এই সমস্ত ঝুপড়ি মূল্যবান, যা তোমরা মূল্যহীন মাটি দিয়ে বানিয়েছো। মূল্য তো হুজুর (স)-এর তরীকার। যদি সাত আসমান ও সাত তবক জমিন প্রাসাদ হয়, আর সব স্বর্ণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তবে তা হুজুর (স)-এর তরীকায় বানানো আশ্রয়স্থল এবং পায়খানার জায়গারও সমান নয়। এবং বিশ্বাস কর যে, হুজুর (স)-এর জীবন ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যাবে, অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে, আর যদি ইহুদ-নাসারাদের রাস্তায় জীবন-যাপন কর, তবে অবস্থা ধ্বংস থেকে ধ্বংসের দিকে চলে যাবে।

(হজরতজী কি এয়াদগার তাকরীরেঁ-পৃঃ ৬৩)

৯৭. আমাদের একীনের অবস্থা

হজরতজী বলেন— যদি কোন ফাসেক এবং মিথ্যুক ব্যক্তি তোমাদের কাছে এ ধরনের খবর দেয় যে, কোন গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি তোমাদের জান-মালের ব্যাপারে খারাপ ইচ্ছা পোষণ করছে, তখন এই ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়াটা তোমাদের কাছে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের জান-মালের চিন্তা করতে থাকবে, কিন্তু যেই আল্লাহর নবীর ওপর আমাদের ঈমান যে, তিনি সত্য নবী, যদি এই ঈমানের মধ্যে একটুখানি কমতি হয় তাহলে আমরা মুসলমানই নয়। তিনি বলছেন ঃ হে লোকসকল! এই দুনিয়ার মূলতত্ত্ব বা হাকীকত কিছুই না, আল্লাহর কাছে তার মূল্য মশার ডানা বরাবরও নয়, মরা ছাগলের বাচ্চার সমানও নয়, যা কিছুই আছে, তা আখেরাতের জিন্দেগী, তার জন্য কিছু করে নাও, না হয় সেই শেষ না হওয়া জীবনে অস্থির হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয়না, কেনো? এই জন্যে যে, এই পৃথিবীর মাল এবং সন্তান আমাদের

চোখের সামনে আছে, আর আখেরাতের জীবন অদৃশ্য অবস্থায়, শুধু এরই নাম ঈমান বিল গাইব। যখন দেখে ফেলবে তখন গাইব কোথায় থাকলো।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬২৮)

৯৮. কামিয়াব হওয়ার নিয়ম-কানুন সবার জন্য সমান

হজরতজী বলেন— আল্লাহ পাক কামিয়াবীর শর্তসমূহ লাগিয়ে দিয়েছেন। তা বাদশাহ, কমান্ডার, কোটিপতি, গরীব-ফকির, সবার জন্য সমান, যেমন সবাইকে প্রথমে পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের করেছেন, তারপর মেয়েলোকের পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের করেছেন, আর সবাই মাটির নিচে গিয়ে পোকা-মাকড় ও দুর্গন্ধের মধ্যে হবে, এমনিভাবে সৃষ্টিও মৃত্যুর মাঝখানের নিয়ম-কানুন ও বরাবর, তা হচ্ছে একীন এবং আমল।

(হজরতজীর মলফুজাতের খাতা- পৃঃ ৫)

৯৯. নিজেদের চাল-চলনকে নবীদের চাল-চলনের সাথে বদলে ফেল

হজরতজী বলেন ঃ যদি আজ আমাদের ফয়সালা আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক হয়ে যায়, নবীদের তরীকার ওপর হয়ে যায়, তাহলে কাম বনে গেছে। হে মুসলমানেরা! নিজেদের চাল-চলনকে বদলাও, নিজেদের চাল-চলনকে নবীদের চাল-চলন দ্বারা পাল্টে দাও, নিজেদের নকশাকে নবীদের নকশা দ্বারা বদলে ফেল। নিজেদের মেহনতকে নবীদের মেহনত দ্বারা বদলে ফেল। হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাজ দুনিয়াতে চালু করার জন্য বের হও। গতি সৃষ্টি কর। মেহনতের সীমানা ভেঙ্গে চলো, এলেম, আমল, কোরআন এবং দ্বীনের জন্য ঘোরো। কামাই রুজি অর্ধেক, দ্বীন অর্ধেক এই ভিত্তির ওপর মেহনত কর। উম্মতকে ওঠাও। যদি আপনারা মসজিদ ওয়ালি জিন্দেগীর ওপর এসে যান তবে নকশা বদলে যাবে। সমস্ত জগতের মধ্যে দ্বীনের আওয়াজ বুলন্দ হবে। সমস্ত উম্মতের আশা-আকাংখার নকশা বদলে যাবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬০৮)

১০০. তাবলীগের মধ্যে বয়ান কেমন হবে? বা কেমন হওয়া চাই

হজরতজী বলেন— যে সাথীর ব্যাপারে পরামর্শ হয়ে যাবে, সে দাওয়াত দেবে। এ কথা বোঝাবে যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহান সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক কায়েম হলে দুনিয়া ও আখেরাতে কি উপকার হবে। আর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহান সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক কায়েম না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে কি ক্ষতি হবে। ছ' নম্বরের উদ্দেশ্য, তার লাভ এবং মূল্য এবং তা অর্জন করার পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয়া চাই। সাদা-সিদা ঢং-এর বয়ান হওয়া চাই। এতে ইনশায়াল্লাহ উপস্থিত লোকদের বুঝের মধ্যে কাজ হবে এবং এর প্রয়োজনও অনুভব করবে এবং বুঝবে

যে, আমরাও শিখতে পারবো। আমাদের সাথীরাও দাওয়াত দেয়ার সময় গুরুত্বের সাথে জমে বসবে। মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে এবং মুখাপেক্ষী হয়ে শুনবে। যে কথা বলা হচ্ছে, আমরা আপন অন্তরের মধ্যে বলবো যে, "সত্যকথা" এর দ্বারা অন্তরে ঈমানের ঢেউ উঠবে এবং আমলের জয্‌বা সৃষ্টি হবে। তিন চিল্লার কথা জমে বলা চাই। নগদ নাম নেয়া চাই, এরপর চিল্লার জন্য সময় লেখানো চাই, অতঃপর সে যতো সময়ের জন্য প্রস্তুত হবে তা কবুল করে নেয়া চাই।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৪)

১০১. মানুষের জীবন সঠিক পন্থার ওপর আসার জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী

হজরতজী বলেন— প্রতি বছর গুরুত্বের সাথে চিল্লা লাগানো চাই, সারা জীবনে কমপক্ষে তিন চিল্লা। বছরে এক চিল্লা, মাসে তিন দিন, সপ্তায় দুই গাশ্‌ত, দৈনিক তা'লীম, তাসবীহসমূহ, তেলাওয়াতে কোরআন এটা ন্যূনতম পাঠ্যসূচী যে, এতে আমাদের জীবন দ্বীনওয়ালা বনতে থাকবে। যদি আমরা একথা চাই যে, আমরা সমষ্টিগতভাবে পুরো মানবতার জীবন সঠিক পন্থার ওপর আসা এবং বাতেল তছনছ হয়ে যাওয়ার কারণ হই, তবে তার জন্য এই নেসাব থেকেও আগে বাড়তে হবে। আমাদের সময় এবং আমাদের কামাইয়ের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় লাগতে হবে। আর অর্ধেক কাম-কাজ ঘরের প্রয়োজনাদির মধ্যে, অথবা কমপক্ষে এইটুকু যে, এক তৃতীয়াংশ সময় এবং কামাই আল্লাহর রাস্তায় আর দুই তৃতীয়াংশ নিজের কাম-কাজের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতি বছর চার মাসের তরতীব ঠিক করে নেবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭২)

১০২. মুসলমানের একরাম বা সম্মান করার গুন সৃষ্টি করার পদ্ধতি

হজরতজী বললেন— প্রতিটি মুসলমানকে রাসুল (স)-এর উম্মত হওয়ার কারণে একরাম করা চাই। প্রতিটি উম্মতের সামনে নত হয়ে যাওয়া, প্রতিটি ব্যক্তির সম্মুখে ছোট হয়ে যাওয়া, প্রতিটি ব্যক্তির হক-হুকুক আদায় করা আর নিজের হক-হুকুকের আকাংখী না হওয়া। যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দোষকে ঢেকে চলবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার দোষ ঢেকে রাখবেন। যতোক্ষণ মানুষ নিজের মুসলমান ভাইয়ের কাজে লেগে থাকে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার কাজে লেগে থাকেন। যে নিজের হক-হুকুক ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে জান্নাতের মাঝখানে প্রাসাদ দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যের সামনে নিজেকে নিজে ছোট মনে করবে, আল্লাহ পাক তাকে সম্মান ও উচ্চতা দান করবেন। এর জন্য অন্যের মধ্যে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে একরামে মুসলিমের আকাঙ্খা সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমানদের মূল্য বাতানো চাই। হুজুর

(স) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর আখলাক, হামদর্দী এবং অপরকে শ্রেষ্ঠ ভাবার ঘটনাবলী শোনাতে হবে। স্বয়ং নিজে তার মশ্‌ক্‌ বা অভ্যাস করবে, এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহ পাকের কাছে হুজুর (স)-এর আখলাকের তৌফিকের জন্য দোয়া করা চাই। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৬৮)

১০৩. যাদের মধ্যে মেহনত করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে কোন জিনিসের আকাঙ্খী না হওয়া

হজরতজী বলেন— বর্তমানে উম্মতের কিছু অংশে ব্যক্তিগত আমলের রেওয়াজ আছে, তাও আবার বে-জান আমল। হুজুরে আকদাস (স)-এর নবুওয়ত খতম হওয়ার তোফায়েলে সমগ্র উম্মত দাওয়াত ওয়ালিমেহনত পেয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্ক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে কায়েম হয়ে যাক এ জন্যে নবীদের তরজ ও তরীকার ওপর নিজের জান এবং মালকে সঁপে দিতে হবে, আর যাদের মধ্যে মেহনত করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে কোন জিনিসের আকাংখী না হওয়া চাই। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৬৯)

১০৪. কলেজ (ভার্সিটি)র ছাত্রদের মধ্যে কাজের পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— কলেজ (ইউনিভার্সিটির) ছাত্রদের মধ্যে এই কাজকে ওঠানো চাই। হোস্টেলগুলোতে মকামী কাজের জন্য জামাত বানানো চাই। একটা গাশ্‌ত্‌ হোস্টেলবাসীরা নিজের হোষ্টেলে করবে, এবং সপ্তাহিক দ্বিতীয় গাশ্‌ত্‌ বাইরে কোন মহল্লায় অথবা অন্য হোষ্টেলে করবে। কাছের মহল্লার জামাত ও হোস্টেলে গিয়ে গাশ্‌ত্‌ করবে, হোস্টেলের সাথী বন্ধুরা নিজেদের দৈনন্দিন তা'লীম এবং মাসে তিন দিনের তরতীবও ঠিক রাখবে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৮১)

১০৫. তশকীল করার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— নাম চাওয়া এবং তশকীলের সময় মেহনত করা সমস্ত দাওয়াতের মগজ বনে, যদি নাম চাওয়ার সময় জমে থেকে মেহনত করা না হয়, তাহলে কাজের কথা থেকে যাবে, আর কোরবানী যদি অস্তিত্বে না আসে তাহলে কাজের প্রাণশক্তি বের হয়ে যাবে। দাওয়াত দেনেওয়ালাই নাম চাইবে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নাম লিখবে। নাম লেখক ভিন্ন তকরীর যেনো আরম্ভ না করে দেয়। বেশী থেকে বেশী এক দুই বাক্য উৎসাহমূলক বলতে পারে। তার পর পরস্পরে একে অন্যকে প্রস্তুত করার জন্য বলা হবে। ফিকিরের সাথে নিজের কাছে বসা ব্যক্তিদেরকে প্রস্তুত করবে। ওজর-আপত্তির দিলজুয়ী এবং উৎসাহের সাথে সমাধান বলবে, নবীদের এবং সাহাবীদের ত্যাগ তিতিক্ষার ঘটনাবলীর দিকে

ইশারা করবে এবং পুনরায় প্রস্তুত করবে। শেষমেশ মকামী জামাত তৈরী করে দিয়ে তাদের সাপ্তাহিক দুই গাশ্‌ত্‌, দৈনিক তালীম, তাসবীহসমূহ, মাসিক তিনদিন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ঠিক করে দেবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৫)

১০৬. মহিলাদের কাজ

হজরতজী বলেন— মহিলাদের মধ্যে কাজের সূক্ষ্মতা আরো বেশী, কেননা, বেপর্দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণ এজতেমাসমূহে মহিলাদেরকে মোটেও আনা চাইনা। নিজ নিজ মহল্লায় কোন পর্দাওয়ালা বাড়ীতে কাছের বাড়ী থেকে মহিলারা কোন একদিন একত্রিত হয়ে তালীম করে নেবে। এর শুরুটা এভাবে করবে যে, পুরুষ যেসব কথাবার্তা এজতেমা, দাওয়াত, তালীম ইত্যাদি থেকে শুনে যাবে, তা নিজের ঘরে শোনাবে, এতে ইনশায়াল্লাহ অল্প সময়ে অন্তর তৈরী হতে শুরু করবে। তারপর মহল্লার মধ্যে তালীম আরম্ভ হওয়ার পর এমন হতে পারে যে, সমস্ত শহরের মহিলাদের সপ্তায় এমন এক জায়গায় জমায়েত হবে, যেখানে পর্দার গুরুত্ব থাকবে। সেখানে তালীমের পরে কোন পুরুষ পর্দার সাথে বয়ান করবে। কখনো কখনো একদিন অথবা তিনদিনের জন্য কাছাকাছির জন্য জামাত বানানো যেতে পারে। মহিলাদের জামাতের সাথে তাদের স্বামীরা উপস্থিত হওয়া চাই। অথবা প্রতিটি মেয়েলোকের সাথে তার শর'ঈ মাহ্‌রাম থাকা চাই। পর্দার সাথে যাবে, এবং পর্দাওয়ালা ঘরে থাকবে। পুরুষরা মসজিদে থেকে কাজ করবে।

১০৭. বয়ানের মধ্যে আম্বিয়া (আঃ)-দের এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) দের ঘটনাবলীর উল্লেখ থাকা চাই

হজরতজী বলেন— দাওয়াত দেয়ার সময় নবীদের সাথে এবং সাহাবায়ে কেরামদের সাথে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেই সাহায্য ও মদদ করেছেন তা বয়ান করবে, আর আমাদের সাথে যে সমস্ত সাহায্যের ঘটনা ঘটেছে, তা বয়ান না করা চাই। দাওয়াত দেয়ার সময় বর্তমান অবস্থার ওপর কথা না বলা চাই। উম্মতের মধ্যে ঈমান, আমল, আখলাকের দিক থেকে যে সব দুর্বলতা এসে গেছে, তাদের আলোচনা চাইতে উত্তম হবে যে, আসল খুবীগুলোর দিকে অর্থাৎ যা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় তার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্‌ করবে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭৭৫)

১০৮. মুসলমানদের দ্বীনের ওপর আমল না করার কারণ

হজরতজী বলেন— বর্তমানে দ্বীনের যে সমস্ত হুকুম আহকামের ওপর মুসলমানরা আমল করছে না, চাই ঐ আহকাম যে কোন শাখার হোকনা কেন, তার ওপর আমল করার কারণে হয়তো মুসলমানদের মালের ওপর আঘাত আসে

অথবা জান ও দেহের ওপর, এইজন্য এই সমস্ত আহকামের ওপর আমল করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে, আর ইসলামকে মানা সত্ত্বেও তার আহকামের খেলাপ জীবন যাপন করছে। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭১৮)

১০৯. ঈমান কোন্ জিনিসের নাম?

হজরতজী বলেন— ঈমান প্রকাশ্য বস্তুর ওপর প্রকাশ্য ভাবে একীন করার নাম; বরং প্রকাশ্য ও প্রচলন এবং মানুষের দেখার খেলাপ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-র সত্ত্বা ও গুণাবলী এবং ঐ ধরনের আমল, এবং ঐ ধরনের খবরের ওপর একীন জমিয়ে ফেলারই নাম ঈমান। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭২০)

১১০. সর্বোত্তম এবাদত

হজরতজী বলেন— নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকির সর্বোত্তম এবাদত, কিন্তু যে মেহনত দ্বারা দুনিয়া যিকিরকারী হবে তা এর চেয়েও বেশী উত্তম।
(তায্‌কেরায়ে মাওলানা ইউসুফ-পৃঃ ৮৮)

১১১. একটি এজতেমায় বয়ান করার সময় হজরতজীর ভিজে যাওয়া

একটি এজতেমায় হজরতজী বয়ান করছিলেন, বয়ানের মাঝখানে খুব বেশী বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো, হজরতজী (র) এবং শ্রোতামন্ডলী ভিজতে লাগলো, হজরত মাওলানা এনামুল হাসান (র) (যিনি পরে হজরতজী হয়েছিলেন) ছাতা এনে মাথার ওপর ধরতে চাইলেন, তখন হজরতজী নিষেধ করলেন এবং বললেন— আমরা কি নিজেদের কাম-কাজের জন্য প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা ক্ষেত-খামারে হাল জুত্‌তে গিয়ে ভিজিনা? নিজের জন্যতো ভিজ্‌ছিনা, আল্লাহর জন্য ভিজছি। আমার আজকের এই ভেজা কাল কেয়ামতের দিন কাজ দেবে। এবং শ্রোতামন্ডলীকে লক্ষ্য করে বল্লেন ঃ জমে বসে থাকুন। কাগজ তো নয় যে, গলে যাবেন, আর মাটিও নয় যে গলে যাবেন। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬৯২)

১১২. হজরতজী (র)-এর বিনয়

একবার মাদ্রাজের জামাত সাহারানপুর এলাকায় চিল্লা কাটিয়ে এসেছে। রাতের খানা হজরতজীর সাথে খাইয়েছেন। খাওয়ার মাঝখানে হজরতজী বলেন— তোমাদের সফর কেমন হলো? জামাত উত্তরে বললো, হজরত! খুব ভালো কেটেছে। তবে গরমের কারণে শরীরে ফোসকা পড়ে গেছে। হজরতজী (র) একটু মুচকি হেসে বললেন— তোমাদের ছ'নম্বরও কি এসে গেছে? তারা

বললো, হজরত আলহামদু লিল্লাহ আমাদের সকলের ছ'নম্বর এসে গেছে। হজরতজী বললেন, তোমাদের ওপর আল্লাহপাকের বড় দয়া, আমার তো এখনো আসেনি। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭০০)

১১৩. প্রত্যেক শ্রেণীতে জোড়-মিলের জন্য হুজুর (স)-এর তরীকা (কার্যকরী)

হজরতজী বলেন— বর্তমানে প্রত্যেক শ্রেণীতে সব জায়গায় যে অধঃপতন চলছে এবং যোগ জিজ্ঞাসার সমস্যা (শুধু) বিগড়াচ্ছে, এর চিকিৎসা বা সমাধান শুধু হজরত মোহাম্মদ (স)-এর তরীকার মধ্যে নিহিত। যে যতোটা করবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অতোটুকু পাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হজরত মোহাম্মদ (স)-এর তরীকায় জীবন পরিচালনার মধ্যে রেখেছেন। তাঁর তরীকা আমাদের জীবনে আসার জন্য মেহনত জরুরী। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭০৮)

১১৪. কুতুব এবং আবদাল হওয়ার রাস্তা

হজরতজী বলেন— আমি যখন শৈশবে "মিজান-মুনশায়াব" (একটি গ্রামারের বই) পড়তে ছিলাম, তখন হজরতজী মাওলানা ইলিয়াস (র) বলেছেন, ইউসুফ! তোমাকে কুতুব হওয়ার পথ বাতলে দেবো? আমি আরজ করলাম, হজরত বলে দিন। হজরত বললেন, ইউসুফ! যখন যেখানে হুজুরে আকরাম (স)-এর সুন্নতের খেলাপ আমল হতে দেখবে, তার বিপরীত সুন্নতকে প্রচলন করার জন্য মেহনত কোন জায়গা বা সময়ের শর্ত ছাড়াই করবে। এটা কুতুব এবং আবদাল হওয়ার রাস্তা। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৭০৯)

১১৫. আমরা দা'য়ী তৈরী করছি

হজরতজী বলেন— হুজুরে পাক (স)-এর যমানায় এমন এক নকশা বানানো হয়েছিলো যে, দাওয়াত, তালীম, এবাদত সব কিছুর মেজাজ বনে গিয়েছিলো। এখন তো দাওয়াত দিতে হলে নেজামুদ্দীন অথবা রায়বেন্ড গিয়ে শিখে আসতে বলা হয়।। যখন উম্মতের মেজাজ এমন হয়ে যাবে, তখন সবখানের মানুষ শেখানেওয়ালা হয়ে যাবে। দাওয়াতের অর্থ বর্তমানে শুধু অন্যকে সমর্থক করে নেয়া। হুজুর (স) ওয়ালা নকশায় দাওয়াতের কাজ এমন হওয়া চাই যে, যদি সে মুরতাদ হয়ে যায় তখন তাকে বুঝাতেন শুনাতেন, আর যদি না বুঝতো তখন তাকে হত্যা করে দিতেন। কিন্তু যখন হত্যা করবে, তখন যেনো কেউ হাত তুলতে না পারে (এমন অবস্থা হতে হবে) যতোক্ষণ পর্যন্ত কুফরীর ষড়যন্ত্র চলবে,

ততোক্ষণ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাবে, আর যখন ষড়যন্ত্র চলবেনা, ততক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করবে। আমরা দা'য়ী তৈরী করছি, পয়সা দিয়ে কতোদিন দাওয়াতের কাজ চালাবে? কতোদিন পয়সা দ্বারা তালীম চালাবে? ট্রেনিং ব্যতীত নিজেদেরকেই মারবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫৪)

১১৬. হুজুর (স) ওয়ালা আমল ব্যতীত সব আসবাব বে-জান মুর্দা

হজরতজী বলেন— হুজুর (স) ওয়ালা আমল ব্যতীত কক্ষণো দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী নসীব হতে পারেনা, চাই জাগতিক আসবাবপত্র যতোই হাতে আসুক না কেনো। বরং জাগতিক আসবাব রাজত্ব, ব্যবসা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদিতে যতোক্ষণ পর্যন্ত হুজুর (স) ওয়ালা আমলের রূহ্ না আসবে এ সব আসবাব সব মুর্দা বে-জান থাকবে। (তায্কেরায়ে হজরতজী-৫২)

১১৭. কোরআন-হাদীস শোনার আদবসমূহ

হজরতজী বলেন— যখন কোরআন শরীফ পড়তে অথবা শুনতে বসবে, তখন মনে করবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বলছেন। আর যখন হাদীস শরীফ পড়তে অথবা শুনতে বসবে, তখন এমন মনে করবে যে, হুজুরে পাক (স) আমাকে বলছেন। (তায্কেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ৫৩)

১১৮. আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করার উৎসাহ

হজরতজী বলেন— শেষ দরজার হিম্মত খরচ করে আসল জিনিসের জন্য দৌড়া-দৌড়িকে চালু করার জন্য সীমাতিরিক্ত চেষ্টা-তদবীর কর, আর দরবারে এলাহীতে তার জন্য কান্নাকাটি করার পরিমাণকে অনেক বাড়িয়ে দাও। আর যতোটা সম্ভব খোদ নিজে এই মেহনতকে বাড়ানোর মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করতে পার তা করার সাথে সাথে দৌড়া-দৌড়ি বেশী বেশী করার মাধ্যমে এবং চিঠি-পত্রের মাধ্যমে চেষ্টাকে পূর্ণাঙ্গ করতে থাক। ঐ আল্লাহর দরবারে যার কব্জায়ে কুদরতের মধ্যে সবকিছু করে দেয়ার এক সেকেন্ডের মধ্যে ক্ষমতা আছে, মাথাকে নত করে নিজের চরম পাপের স্বীকারোক্তি এবং অত্যন্ত লজ্জার সাথে দোয়া করতে থাক। আর তার কবুলিয়তের বিশ্বাস কর।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৪৪)

১১৯. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কখন বাস্তবায়িত হবে?

হজরতজী বলেন— উদ্দেশ্য এই যে, হুজুর (স)-এর জীবন পদ্ধতি জীবনের প্রতিটি শাখায় জীবন্ত হোক, এবং সাধারণ মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার

মর্জি মোতাবেক সমাজ ব্যবস্থার বিশুদ্ধিকরণ অস্তিত্বে আসুক। আর এই ব্যবস্থা ঐ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতোক্ষণ না সমাজের যা ভিত্তি, তা অস্তিত্বে আসবে, অর্থাৎ কামিয়াবী আল্লাহর হাতের মধ্যে হওয়ার একীন এবং হুজুর (স)-এর তরীকার মধ্যে আল্লাহ থেকে কামিয়াবী নেয়ার সীমাবদ্ধতার একীন, আর তার শেখা-শেখানোর সাধারণ পরিবেশ যতোক্ষণ পর্যন্ত কায়েম না হবে, সমাজব্যবস্থা ঠিক হবেনা। (মকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫৬)

১২০. মেহনতের নকশা অস্তিত্বে এসে গেলে জাতিসমূহ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলবে

হজরতজী বলেন— একটা হচ্ছে, মেহনতের নকশা, যদি নকশা অস্তিত্বে এসে যায়, তবে অন্যান্য জাতিসমূহ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে যাবে। যদি ঐ নকশা অস্তিত্বে না আসে, তখন আবার মুসলমান ভিন্ন ধর্মে প্রবেশ করে ফেলবে, যদি ঐ নকশা ব্যতীত আমরা পৃথিবীর দেশে দেশে দাওয়াত দেই, তাহলে তারা ইসলামের মধ্য প্রবেশ করে ও বের হয়ে যাবে। যেভাবে হুজুর (স) নামাজ, রোজা, হজ্ব দিয়েছেন, ঐ ভাবে দ্বীনের মেহনতের পদ্ধতিও দিয়েছেন। নবীদের দাওয়াত মুসলমানরা পেয়েছে। (এখন) মুসলমান তো এই মনে করছে যে, মানুষ কামাবে, খাবে, আর নিজেদের নকশা চালাবে।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫২)

১২১. দাওয়াত কবুল করার নিয়ম-কানুন

হজরতজী বলেন— ভেতর-বাইর যতো প্রকারেরই মেহনত করা হোক না কেনো, দাওয়াতের, তালীমের, এবাদতের, আখলাকের, তার মধ্যে নিজের জান-মাল লাগিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য হতে হবে। শুধু এইজন্যে যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত রাজী হয়ে যান, আর উম্মতের মধ্যে আল্লাহকে রাজী করার মেহনতের এবং জান-মাল খরচ করার প্রচলন হয়ে যায়। কেননা, এখলাস ব্যতীত কোন আমলের ফলাফল কার্যকরি হয়না। সম্মানের আশা, নাম প্রচার, রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো) লোভ, ইত্যাদি খারাপ ও ধ্বংসাত্মক দোষগুলো থেকে বেঁচে থাকার পুরাপুরি চেষ্টা করতে হবে। এমনকি কারো খাওয়ার দাওয়াতও যদি কবুল করা হয়, তো খাওয়ার লোভ যেনো কবুল করার কারণ না হয়; বরং কাজের জন্য উপকারী হওয়া যেনো দাওয়াত কবুল করার উদ্দেশ্য হয়।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫১)

১২২. দুনিয়ার সমস্ত শাখা-প্রশাখা সুন্নতের আকৃতিতে কখন জিন্দা হবে?

হজরতজী বলেন— মুসলমানের জান-মালের আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য খাহেশাতের ওপর খরচ হওয়া নয়। বরং হজরত মোহাম্মদ (স)-এর দ্বীন জীবন্ত হওয়া তরুতাজা হওয়ার ওপর খরচ হওয়া উদ্দেশ্য। যতোটুকু আমাদের জান ও মালের খরচ দ্বীনের জীবন্ত অবস্থার দরদ এবং ফিকির এবং চেষ্টা-মেহনতের ওপর করচ হতে থাকবে, দ্বীনের সমস্ত শাখা-প্রশাখা সুন্নতের আকৃতিতে জীবন্ত হতে থাকবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫১)

১২৩. সাহায্য কখন নাজিল হয়?

হজরতজী বলেন— সাহায্য ঐ সময় অবতীর্ণ হয়, যখন কোন ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা হয়। আর আল্লাহ্ পাকের বাতানো আমলের মধ্যে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করে দোয়া করতে থাকবে।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১০৭)

১২৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে যা (বালা-মুসীবত) আসে, তাতে বান্দার জন্য মঙ্গল লুকায়িত থাকে

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে (সমস্ত বালা-মুসিবত) সামনে আসে, বান্দার জন্য অশেষ মঙ্গল লুকায়িত থাকে। এই শর্তে যে, আপন রবের সাথে নিজের ধারণাকে ভালো রেখে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য তাঁর দ্বীনের তরুতাজা হওয়ার ওপর নিজের জান-মাল পুরোপুরিভাবে খরচ করতে করতে নিজের অবস্থার ব্যাপার তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চাইতে থাকবে, আর নিজের দুর্বলতা ও অপারগতার স্বীকারোক্তি অন্তর দ্বারা করতে থাকবে।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ২১২)

১২৫. দ্বীনের আমলসমূহ উম্মতের দিকে দুটি লাইনে মোতাওয়াজ্জুহ্ হয়

হজরতজী বলেন ঃ আল্লাহর ফরজসমূহের মধ্যে যেই তরীকাই উম্মতের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়, দুই লাইনের মেহনত উম্মতের ওপর আবর্তিত হয়। একঃ এই কর্তব্যকে নিজের বিশেষত্বের সাথে নিজের শরীর দ্বারা আদায় করা। দ্বিতীয় ঃ এই কর্তব্য সহী অবস্থার সাথে কায়েম হওয়ার জন্য মেহনতের ময়দান কায়েম করা। কর্তব্যকে সহী অবস্থার সাথে আদায় করা ফলাফলের দরজা রাখে, আর ঐ মেহনত ও মোজাহাদা, যার দ্বারা কর্তব্যের সহী অবস্থা কায়েম হয়, মূল

এবং ভিত্তির দরজা রাখে। যদি মূল অস্তিত্বে না আসে, ফলাফলের বন্দবস্ত হবেনা, এবং যে পরিমাণ মূলের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, সে পরিমাণ ফলাফল অস্তিত্বে আসবে। (মাকতুবাতে আকাবের তাবলীগ-পৃঃ ১২৫)

১২৬. আল্লাহর অস্তিত্বের সামনে প্রত্যেকটি জিনিস তুচ্ছ এবং হাকীকতবিহীন

হজরতজী বলেন— যা কিছু বনেছে তা সব মখলুক বা সৃষ্টি। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আল্লাহর অস্তিত্বের সামনে প্রত্যেকটি জিনিস তুচ্ছ ও হাকিকত বিহীন। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমেরিকা-রাশিয়া এবং পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও রাজত্বের আল্লাহর সামনে কোন দাম নেই। আল্লাহর অস্তিত্ব সবচেয়ে বড়।

(তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৩১)

১২৭. আমরা অন্ধ, হজরত মোহাম্মদ (স) দৃষ্টিমাণ

হজরতজী বলেন— "আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ"। আল্লাহ তায়ালা যে সবচেয়ে বড় এবং যাঁর হাতে নির্মাণ এবং ধ্বংস এবং কামিয়াবী ও নাকামী, তাঁর কুদরত থেকে উপকৃত হবার পদ্ধতি আমরা নিজেরা জানিনা, আমরা এ রাস্তায় অন্ধ, এর পথপ্রদর্শক হলেন হজরত মোহাম্মদ (স), তিনি আল্লাহর রাসুল, তাঁর তরীকার ওপর চলেই আল্লাহর ফজল ও করম অর্জন করা যেতে পারে। (তায্কেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৩১)

১২৮. হজরতজী (র)-এর আম্মাজানের শিক্ষাদান বা তরবিয়তের ঢং

হজরতজী বলেন— আমার আম্মাজান আমার তরবিয়ত এভাবে করেছেন যে, কোন মহিলা মেহমান যদি মিষ্টি অথবা কলা ইত্যাদি হাদিয়া হিসাবে আনতো, আর আমি তার দিকে তাকাতাম, তখন মেহমান চলে যাওয়ার পর আম্মাজান আমাকে পিটাতেন এবং বলতেন যে, তুমি মিষ্টির দিকে মনযোগ দিয়ে কেনো দেখলে? (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ৭৭)

১২৯. এই রাস্তার ওপর চলার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজন

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালা নির্মান এবং চমকানোর সিদ্ধান্ত তখনই করবেন, যখন আমি হজরত মোহাম্মদ (স)-এর তরীকার ওপর এসে যাবো। তাই এই রাস্তায় চলার জন্য বাইরের নয়; বরং অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজন। আল্লাহর ওপর একীন হওয়া চাই। আল্লাহর ধ্যান হওয়া চাই। আল্লাহর ভয় থাকা চাই। হজরত মোহাম্মদ (স)-এর তরীকার ওপর আল্লাহর ভান্ডার থেকে পাওয়ার

এবং নেয়ামতসমূহের দরজা খোলার একীন হতে হবে। এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য কিছু করতে হবে। বস্তু থেকে কামিয়াবীর একীন দূর করার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালা থেকে কামিয়াবীর একীন অর্জিত হওয়ার জন্য কিছু সময়ের জন্য বস্তুর মাঝখান থেকে বের হতে হবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৩৫)

১৩০. দাওয়াত ওয়ালা আমলের যবরদস্ত ইতিহাস

হজরতজী বলেন— আমেরিকা ওয়ালারা সবকিছু বানিয়ে ফেলেছে, কিন্তু সাদা আর কালোর মধ্যে জোড়-মিল করার ব্যাপারে বিলকুল অকৃতকার্য থেকেছে। এভাবে তারা মদ বন্ধ করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে, এবং সমস্ত চেষ্টা তদবীর করেছে, কিন্তু কমের পরিবর্তে তার মধ্যে আরো আধিক্য হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ এই তাবলীগের আমলের কারণে লক্ষ লক্ষ এমন মানুষের অপরাধ ছুটে গেছে, যাদের অপরাধ ছাড়াটা অসম্ভব মনে করা হচ্ছিলো। (তাযকেরায়ে হজরতজী পৃঃ ১৩৬)

১৩১. আমরা আমাদের সাথে জুড়তে চাইনা

হজরতজী বলেন— আলহামদু লিল্লাহ এই কাজের মধ্যে সব মহলই লাগছে। সেই মহল এর ওপর মেহনত করবে, এবং এই কথাগুলোকে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নেবে, তার সাথে সব লোক জুড়ে যাবে। আমরা যদি আমাদের সাথেই জুড়তে চাইতাম, তাহলে জোড়ার এই ফর্মূলা আপনাদেরকে শিক্ষা দিতাম না। আমরা চাই যে, আপনারা সবাই এই তরীকার ওপর কিছু মেহনত করে নিন, তারপর দেখেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমেই কতো সহজে সব মহলকে জুড়ে দেন। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ১৩৬)

১৩২. ব্যক্তিগত অবস্থা শুদ্ধ হওয়া সমষ্টিগত অবস্থা শুদ্ধ হবার ওপর মুলতবি

হজরতজী বলেন— আমাদের বদ আমলের কারণে আমাদের মন-মানসিকতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে, দ্বীনের ব্যাপারেও এবং দুনিয়ার ব্যাপারেও, মন-মানসিকতা এমন হয়েছে যে, শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবস্থার মধ্যে লেগে থাকতে মন চায়, মনে করা হয় যে, এতে আপন সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। অথচ ব্যক্তিগত অবস্থার ওপর শক্তি ব্যয় করার দ্বারা বলা-মুসিবত কম হয়না; বরং বেশীই হয়। সমষ্টিগত অবস্থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত ঠিক না করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অবস্থা শুদ্ধ হওয়া কঠিন ব্যাপার। যদি সমষ্টিগত জীবন নষ্ট হওয়ার কারণে কোন সমষ্টিগত মুসিবত এসে পড়ে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থাও নষ্ট হতে থাকবে। (তায্কেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৪৬)

১৩৩. নিজের ব্যক্তিগত সমস্যায় লিপ্ত হওয়াই সমষ্টিগত নষ্টের কারণ

হজরতজী বলেন— নিজের ব্যক্তিগত সমস্যায় লিপ্ত হওয়াই তো সমষ্টিগত নষ্টের কারণ। যতোটুকু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে জান খরচ করবে, ঐ পরিমাণ সমষ্টিগত অবস্থা নষ্ট হতে থাকবে। এবং এতোটুকু নষ্ট হবে যে, হাদীসে আসছে যে, মানুষ কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আফসোস করে বলবে যে, হায়! আমরাও যদি কবরবাসী হতাম। মানুষ মানুষকে হত্যা করে খেয়ে যাবে (হজম করে ফেলবে) এমন অবস্থা তখনই হবে, যখন প্রত্যেকের জয্‌বা জন্তুদের মতো শুধু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য হবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৪৭)

১৩৪. অল্প সামান্য কষ্ট সহ্য করার দ্বারা সবসময়ের কষ্ট থেকে মুক্তি

হজরতজী বলেন— প্রথম হুকুম এই যে, আল্লাহ পাকের ওপর একীন সৃষ্টি হয়ে যাক, আর তা সৃষ্টি করার জন্য মানুষের মধ্যে চেষ্টা করা চাই। এ ব্যাপারে যদি এখানে সামান্য ভয়-ভীতিকে সহ্য করে নেয়া যায়, তবে দায়েমী ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সামান্য ভুক-পিপাসা সহ্য করে নিতে পারলে দায়েমী ভুক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সামান্য সময় বিবি-বাচ্চাদের থেকে পৃথক কাটাতে পারলে সবসময় একসাথে থাকা নসীব হয়ে যাবে।

(তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৪৯)

১৩৫. সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অবস্থা কখন ঠিক হবে?

হজরতজী বলেন— আল্লাহ পাকের হুকুমের ওপর মেহনত করার দ্বারা যে পরিমাণ আল্লাহর সাহায্যের একীন হবে, যে পরিমান গায়ব থেকে দরজা খুলতে থাকবে, যদি আল্লাহর দ্বীনের জন্য মেহনতকারীদের সংখ্যা বাড়ে এবং তার ওপর একীন হয়, তাহলে যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক আল্লাহপাকের সত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত, আমাদের পছন্দ-অপছন্দ সব যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয, তাহলে দিনের বেলায় মখলুকের মধ্যে আল্লাহপাকের একীন সৃষ্টি করার জন্য পুরোপুরি মেহনত করলে এবং রাতের বেলায় তাঁর দরবারে ভালো ভাবে কান্নাকাটি করলে, ইনশায়াল্লাহ সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সব ধরনের অবস্থা ঠিক এবং মোয়াফেক হয়ে যাবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৪৯)

১৩৬. ঐ সমস্ত জিনিস থেকে আমাদের উদ্দেশ্য সমাধা হবেনা

হজরতজী বলেন— মেহনত এবং চেষ্টার আসল ময়দান কি? মানুষ একথা মনে করে যে, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদি মেহনতের

মাঠ। এমনিভাবে সমষ্টিগত উদ্দেশ্যাবলী হাসিল করার জন্য মানুষ যে সমস্ত জিনিসের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে তা নির্বাচন এবং প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং ক্ষমতাকে কব্জা করা দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। কিন্তু এ সমস্ত জিনিস বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ এবং পাখার মতো। বাল্‌ব্‌ এবং পাখার ওপর মেহনত করে আমরা না এদেরকে আলোকিত করতে পারবো, আর না তাদেরকে চালাতে পারবো; বরং তার জন্য বিদ্যুতের সুইচ পর্যন্ত হাত পৌঁছাতে হবে। এমনিভাবে যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পয়দা হয়ে যায়, তাহলে সব কিছুই হতে পারে। আর যদি সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, তাহলে সমস্ত চেষ্টা-তদবীর করা সত্ত্বেও কোন ফলাফল অর্জন হতে পারেনা। (তাবলীগী তাহ্‌রীক-পৃঃ ৪১)

১৩৭. জিহ্বা যা অন্তরে থাকে তাও বলে, আবার যা শুধু জিহ্বার মধ্যে থাকে তাও বলে

হজরতজী বলেন— এই জিহ্বা এমন মোনাফেক যে, যা অন্তরে আছে তাও বলে দেয়, আবার তার উল্টোটাও বলে দেয়। কোন ব্যক্তি এসেছে, আপনার খুব রাগ এসেছে যে, অসময়ে এসে গেছে। খানা খেয়ে শোবার কথা বিবি সাহেবকে বলে রেখেছেন। এমন সময়-অসময়ে এসে বসে পড়লো, তাই তবীয়তের মধ্যে বিস্বাদ লাগছে, অথচ মুখে বলছেন, "আপনার আসার কারণে অত্যন্ত খুশী হলাম", যা অন্তরে আছে মুখ তা বললোনা, তার উল্টো বলেছে, বোঝা গেলো, জিহ্বা যা অন্তরে আছে তাও বলে, আবার যা অন্তরে নেই তাও বলে। কাল কেয়ামতের দিন জিহ্বা থেকে ঐ কথাই বের হবে যা অন্তরে আছে।

(হজরতজীর স্মরণীয় ভাষণ-পৃঃ ৮)

১৩৮. মুল্‌ক্‌ ও মালের টুকরার মধ্যে কোন কামিয়াবী নেই

হজরতজী বলেন— মরার আগে আগে এ কথাকে অন্তরে বসিয়ে নাও যে, হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক ব্যবহার হওয়ার মধ্যে কামিয়াবী, আর মুল্‌ক্‌ ও মালের টুকরার মধ্যে কোন রকম কামিয়াবী নেই। এই কথাকে নিজের ওপর খোলা চাই। কেননা, তোমার মৃত্যুর পরই তো কবরে যখন যাবে তখন প্রথম প্রশ্ন এই হবে যে, বল! তোমার পালনেওয়ালা কে? যদি এ কথার ওপর মেহনত করে থাক যে, দোকান থেকে লালিত-পালিত হই, নিজের মেহনত থেকে পালন হয়, টাকা-পয়সা দ্বারা পালিত হই, তখন কবরের মধ্যে একথা বলতে পারবেনা যে, আমার রব খোদা। যা অন্তরে নেই তা মুখে কিভাবে আসবে। চাই তুমি রোজানা এক কোটি বার আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবার পড়না কেনো।

(হজরত জীর স্মরণীয় ভাষণ-পৃঃ ১৪)

১৩৯. আসল কামিয়াবীর যে গ্র্যান্টি তা তো হুজুর (স)-এর তরীকার মধ্যে

হজরতজী বলেন— কলেমা-নামাজের তরতীব হুজুরে আকরাম (স) নিজের যমানায় মসজিদের মধ্যে যেভাবে চালিয়ে ছিলেন, যদি আমরা নিজ নিজ মসজিদের মধ্যে বসে ঐ সমস্ত জিনিসগুলোকে চালাতে থাকি, আর নামাজের বাইরে যে পরিমাণ আমাদের শাখা-প্রশাখা আছে, তাও যদি হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক এসে যায়, তাহলে রাজত্ব চালিয়েও জান্নাতে যাবে। আর যদি হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক না হয়, তাহলে শাসিত হয়েও জাহান্নামে যেতে হবে। যদি আপনি হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক চলতে থাকেন, তাহলে মালদার হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতে যাবেন। আর যদি হুজুর (স)-এর তরীকা মোতাবেক চলতে না পারেন, তাহলে দারিদ্রাবস্থায়ও জাহান্নামে যাবেন। আসল কামিয়াবীর যে গ্র্যান্টি, তা হুজুর (স)-এর তরীকার মধ্যে।

(হজরতজীর স্মরণীয় ভাষণ-পৃঃ ১৭)

১৪০. ওলি আল্লাহর উঁচু দরজা

হজরতজী বলেন— ওলিআল্লাহদের অবস্থা দুই প্রকার। একটা এই যে, সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পাহাড়ে চলে যাওয়া আর পবিত্রতা অবলম্বন করা, এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দিকে চলা। এটা ওলিআল্লাহ হওয়ার নগণ্য দরজা, আর দ্বিতীয় হলো ওলিআল্লাহ হওয়ার উচ্চতম দরজা, আর তা হচ্ছে, জীবনের প্রত্যেকটি শাখায় আল্লাহওয়ালাদের গুণাবলীর সাথে চলা। এর জন্য নিজ নিজ কাজ থেকে বের হয়ে নিজ নিজ একীন, এবাদত এবং আখলাক বানানো জরুরী। ঐ সমস্ত জিনিসকে বানিয়ে পুনরায় নিজ নিজ কাজে লাগা যেতে পারে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬২৩)

১৪১. আমরা এটা চাইনা যে, বোখারী শরীফ পড়ানেওয়ালাদেরকে আত্তাহিইয়াতু শেখানোর কাজে লাগাবো

আলেমদের শিক্ষাবর্ষ শেষে কোন এক মজলিসে হজরতজী বলেন— আমরা এটা চাইনা যে, বোখারী শরীফ পড়ানেওয়ালাকে আত্তাহিইয়াতু শেখানোর কাজে লাগানো হোক, হাঁ একথা অবশ্যই চাই যে, "আত্তাহিইয়াত" শেখানোর গুরুত্ব বোখারী শরীফ পড়ানেওয়ালাদের কাছেও যেন অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে। কেননা, এটাও হুজুর (স)-এর এলেমসমূহের মধ্য থেকে একটি এলেম। এটাকে গুরুত্ব না দেয়া লোক কোন কাজের হবেনা। আর এটাও চাই যে, শিক্ষার এই নিম্নতম দরজাও দক্ষ বোখারীওয়ালাদের ছত্রছায়ায় যেনো হয়।

(তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ৫৩)

১৪২. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া যে কোন নিয়তে আমল করা অহংকার বা আড়ম্বর

এন্তেকালের মাত্র দুই দিন আগে হজরতজী বলেন— আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য যে কোন নিয়তে আমল করা আড়ম্বর বা অহংকার। মাল হয়ে যাক, মাল বেড়ে যাক, মানুষ প্রশংসা করুক, বড় হয়ে যাই, প্রসিদ্ধি লাভ, সবার জন্য ঠিকানা হয়ে যাই, আমার কথা চলা শুরু করুক, আমার অবস্থান স্বীকার করা হোক, আমার রায় জিজ্ঞাসা করা হোক, এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলীর জন্য আমল করা কক্ষণো এখলাস এবং লিল্লাহিইয়ত নয়। এমনকি আল্লাহর মুখলেস বান্দারা তো আল্লাহর ওয়াদাসমূহের ওপর একীন রেখে ঐ ওয়াদাকৃত বস্তুর জন্যও আমল করেননা। এ জন্যে যে, ওয়াদাকৃত বস্তু অবশ্যই ওয়াদা মোতাবেক পাওয়া যাবে, কিন্তু তা মকসুদ নয়। আর যে ওয়াদাকৃতকে মকসুদ বানিয়ে করে, সে ওয়াদাকৃত ঐ সমস্ত বস্তুর মধ্যেই ফেঁসে যায়। আর যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য বানিয়ে চলে, তার ওপর যখন আল্লাহপাকের ওয়াদাকৃত বস্তুসমূহ পুরা হতে থাকে এবং মুল্‌ক ও মালের নেয়ামতসমূহ পাওয়া যায়, তখন সে ঐ সমস্ত নেয়ামতকে নিজের ব্যক্তির ওপর খঁরচ করার পরিবর্তে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে এবং আল্লাহর মখলুকের ওপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে দেয়। যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম (রা) করেছিলেন। (তাযকেরায়ে হজরতজা-পৃঃ ৫৩)

১৪৩. হুজুর (স)-এর সামাজিক আদান প্রদানের ভিত্তি পবিত্রতা, সরলতা এবং লজ্জা শরমের ওপর।

হজরতজী বলেন— হুজুর (স)-এর সামাজিক আদান প্রদানের ভিত্তি পবিত্রতা, সরলতা ও লজ্জা-শরমের ওপর। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের দেয়া সামাজিক আদান প্রদানের ভিত্তি নির্লজ্জতা, অপব্যয় ও বিলাসিতার ওপর। তোমাদের কাছে তাদের সামাজিক আচার-আচরণ ভালো লাগতে লাগলো? যারা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের রক্ত প্রবাহিত করেছে, পবিত্রতা নষ্ট করেছে, দেশ ছিনিয়ে নিয়েছে। আর এখনো তোমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এমনভাবে পালছে, যেভাবে তোমরা মুর্গী পালন করে থাক। (অর্থাৎ জবাই করার জন্য) আর যেই পবিত্র সত্তা (স) তোমাদের জন্য রক্ত ভাসিয়েছেন, দান্দান মোবারক শহীদ করিয়েছেন, হজরত হামজাহ (রা)-এর মতো চাচাকে শহীদ করিয়েছেন, তোমাদের জন্য রাত্রি জাগরণ করে কাটিয়েছেন, তাঁর সামাজিক আচার-আচরণ তোমাদের ভালো লাগলো না।

বন্ধুরা ঃ হুজুর (স)-এর সামাজিক আচার-আচরণ ও কেয়ামত পর্যন্তের জন্য। যেমনি তাঁর নবুওয়ত কেয়ামত পর্যন্তের জন্য। যখন তোমাদের মধ্যে ঈমানের নূর আসবে, তখন তোমাদের কাছে হুজুর (স)-এর সামাজিক আচার আচরণের এক একটি জিনিস পছন্দ হতে থাকবে। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ৫৪)

১৪৪. নেবার লোক বদলে গেছে কিন্তু দেনেওয়ালা তো বদলায়নি

হজরতজী বলেন— শায়খুল হাদীস হজরত মাওলানা যাকারিয়া (র) হজরতজী মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অন্তরের প্রশস্ততা ও দান-দক্ষিণাকে দেখে একবার বললেন, "মৌলবী ইউসুফ! চাচাজান (অর্থাৎ মাওলানা ইলিয়াস (র)-এর যমানার কথা অন্য জিনিস ছিলো, তুমি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ কর।" এর প্রতিউত্তরে হজরতজী বললেন, ভাইজী! লেনেওয়ালা বদল হয়েছে, দেনেওয়ালাতো বদলায়নি। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬৭৮)

১৪৫. এটা আমার সাথে এক প্রকারের জুলুম

দিল্লী মারকাজের কিছু খরচ হয়ে গিয়েছিলো, দিল্লীর কিছু বন্ধু-বান্ধব করজ আদায়ের জন্য নিজেদের কিছু বন্ধু-বান্ধব থেকে পঁচিশ হাজার টাকা জমা করেছে। যখন হজরতজী একথা জানতে পারলেন, তখন বললেন— আপনারা যা কিছু করেছেন নেক নিয়তেই করেছেন, কিন্তু আমার সাথে এটা এক প্রকারের জুলুম। যখন এ ধরনের এন্তেজাম আপনারা করবেন, তখন আমরা আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়ার যোগ্য থাকবোনা। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য আমরা ঐ সময় পর্যন্ত থাকবো, যতোক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে আমাদের কোন উপায়-অবলম্বন থাকবেনা, এবং আমাদের নজর শুধু আল্লাহ পাকের গায়বী খাজানা ও তাঁর সাহায্যের ওপর হবে এবং আমরা বে-কারার থাকবো।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬৭৯)

১৪৬ আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইয়োরোপ এবং এশিয়ার জাতিসমূহ ইসলামে প্রবেশ করুক

হজরতজী বলেন— আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, ইয়োরোপ এবং এশিয়ার জাতিসমূহ ইসলামের মধ্যে আসুক। কিন্তু এই কাজ না কোন রাজশক্তি করতে পারবে, আর না কোন পুজিবাদি শক্তি করতে পারবে, জনসাধারণকে জনসাধারণের পয়সা দ্বারাই বের করতে হবে। পাবলিকের মন-মানসিকতা হতে হবে পয়সা খরচ করার। এখন জনসাধারণের পর্যায়ে কাজকে ওঠাতে হবে, তখন তাদের মন-মানসিকতা ঠিক হবেই, পাবলিকের মধ্যে ধনী-গরীব, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, চাকরিজীবী সবাই আসবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫৭)

১৪৭. আমাদের কাজ জনসাধারণের জান এবং মালকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে লাগানো

হজরতজী বলেন— ইসলামী তরীকা ধ্বংস হওয়ার ওপর যে সমস্ত মুসিবত আসছে তা শেষ হওয়া চাই। আর ইসলামী তরীকার অস্তিত্বের ওপর উভয় জাহানে যে সমস্ত নেয়ামতের ওয়াদা করা হয়েছে তা উভয় জাহানে পাওয়া চাই। আর আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হওয়া চাই। আমাদের কাজ হলো, জনসাধারণের জান-মালকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে লাগানো। ইসলাম কিছু পদ্ধতির নাম। আর যখন বিশেষত্ব সৃষ্টি হবে, তখন মানুষকে বদলে ফেলাটাই স্বয়ং ইসলামের দাওয়াত, যখন অন্যদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, কিন্তু তারা পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দেখেনা, তখন ইসলামের প্রসার লাভ হয় না। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫৬)

১৪৮. এই উম্মতের ওপর বিশেষ রহমত

হজরতজী বলেন— এই উম্মতের ওপর আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কত বড় দয়া ও রহম যে, এই দাওয়াত এবং মেহনতের সম্বোধন দ্বারা সমস্ত উম্মতকে দান করার মাধ্যমে সীমাতিরিক্তি রহমত দান করেছেন।

(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৩৫)

১৪৯. দাওয়াত ওয়ালী মেহনত বাদ পড়ার কারণে প্রত্যেকটা বস্তু রুসুম-রেওয়াজী হয়ে গেছে

হজরতজী বলেন— এই দৌড়া-দৌড়ি (অর্থাৎ দাওয়াতী কাজ) সাধারণভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে না থাকার কারণে প্রত্যেকটি জিনিসের হাকীকত সুপ্ত ও গুপ্ত থেকে প্রত্যেকটি বস্তু রুসুম ও রেওয়াজী হয়ে আংশিক উপকারের ওপর এসে পড়েছে অথবা ক্ষতির রূপ ধারণ করে বসেছে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৩৫)

১৫০. আজাব থেকে বাঁচার আসল পায় নিজের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করা

হজরতজী বলেন— যেই আজাব গোনার কারণে এবং আল্লাহ্র ফরজসমূহ এবং তাঁর সীমালংঘন করার কারণে আসছে এবং আসবে, তাকে তোমাদের এটম বোম বরং তোমাদের বোমার গুলিও ঠেকাতে পারবে না। আসল চিকিৎসা এই যে, নিজের মধ্যে ঈমান পয়দা কর, আল্লাহর দিকে রুজু কর বা মোতাওজ্জুহ হও। শুধু এই জিনিসই তোমাদেরকে এবং পুরো ইসলামী জগতকে বাঁচাতে পারে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ২৯৯)

১৫১. মুল্‌ক্‌ ও মালকে বাঁচানোর রাস্তা

একজন আলেম, যাঁর জাওহার লাল নেহ্‌রুর কাছে যাতায়াত ছিলো। পণ্ডিত নেহ্‌রু তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, হজরতজী (র) ঐ আলেমকে বললেন ঃ যদি আপনি নেহরুর সাথে অথবা সরকারের অন্যান্য জিম্মাদারদের সাথে কথা বলেন, তাহলে তাদেরকে একথাই বলেন যে, তোমাদের দেশকে শুধু সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি বাঁচাতে পারবেনা। আল্লাহকে রাজি করার, জুলুমকে খতম করার এবং ইনসাফকে রেওয়াজ দেয়ার চেষ্টা কর, তাহলে তোমরা বেঁচে যাবে, এবং দেশও বেঁচে যাবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ৩০০)

১৫২. হুজুর (স) আমাদেরকে যে সমস্ত উঁচু নিয়ম কানুনের সাথে অভ্যস্ত করেছেন তা স্বয়ং নিজেই প্রিয়

হজরতজী বলেন— হুজুর (স) ঈমানের মেহনত ও নকল-হরকতের যে উঁচু পদ্ধতির ওপর আমাদেরকে রেখে গেছেন এবং ভোগ-পিপাসা ও কষ্ট সহ্য করার পরিবেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের যেই উঁচু নিয়ম-কানুনের সাথে আমাদেরকে অভ্যস্ত করেছেন, তা স্বয়ং নিজে নিজেই প্রিয়বস্তু এবং তা নিজেই ভালো জিনিস। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ৬৮)

১৫৩. পেরেশানী থেকে মুক্তির রাস্তা

হজরতজী বলেন— এমন সময় যখন আম মখলুক পেরেশানীর মধ্যে পুরোপুরিভাবে ফেঁসে আছে, আর এই রাস্তা ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পন্থা বাকী নেই, তখন আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের জিম্মাদারী সীমা থেকেও বেশী। যতোটা সম্ভব নিজেদের অপমানজনক সব ধরনের জয্‌বাকে অবদমন করে এই মেহনত ও হরকতকে খুব বেশী বেশী কাজে লাগানোর মাধ্যমে বাড়াতে হবে এবং রাত্রে একা একা খুব বেশী কান্নাকাটি করে আম মখলুকাতের জন্য সাধারণভাবে আর এই মুসলিম উম্মতের জন্য বিশেষ ভাবে পুরো একীন ও ভরসার সাথে দোয়া করার এহ্‌তেমাম করবেন। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ৯৮)

১৫৪. উম্মতের পেরেশানীর কারণ

হজরতজী বলেন— মুসলমান সমস্ত পৃথিবীতে এই জন্য পিটুনি খাচ্ছে মরছে যে, তারা উম্মতের ঐক্যকে খতম করে হুজুরে আকরাম (স)-এর ত্যাগ-তিতিক্ষার ওপর পানি ঢেলে দিয়েছে। আমি এটা অন্তরের পেরেশানীর কথা বলছি, সমস্ত বরবাদী এই জন্য যে, উম্মত আর উম্মত থাকেনি; বরং একথা ভুলে গেছে যে, উম্মত কি জিনিস। এবং হুজুর (স) কিভাবে উম্মত তৈরী করেছিলেন।

(তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৫২)

১৫৫. আসল মোটা মোটা আমলের ওপর মেহনত করা চাই, শরীয়তের অংশ বিশেষকে উৎপীড়ন করা উচিত নয়

হজরতজী বলেন— শরীয়তের মধ্যে যেই হুকুম আছে, আমরা তা সব মানি। এটা পুরো ও অংশবিশেষের ওপর বর্তায়। প্রথমে মোটা মোটা কথাগুলো বুঝতে হবে, তাহলে অংশ বিশেষের হুকুম বুঝে আসবে। শরীয়তের এই সমস্ত মোটা মোটা কুল্লী হুকুমের ওপর মেহনত করতে হবে। আমরা শরীয়তের জুযী অংশের ওপর মেহনত করিনা। আমাদের জামাতে সব ধরনের লোক আছে, তারা সবাই এক ধরনেরই মশ্‌ক্ বা অভ্যাস করে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ-পৃঃ ১৫৬)

১৫৬. কারো সামান্য জিনিসও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করবেনা

হজরতজী বলেন— কারো কোন জিনিস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হারাম। এ থেকে বেঁচে থাক। চাই ঐ বস্তু যতোই সাধারণ বা সামান্য এবং আম ব্যবহার করার মতো হোকনা কেনো। সম্ভাবনা আছে যে, তুমি যখন তা ব্যবহার করবে ঠিক ঐ একই সময়ে তারও প্রয়োজন হতে পারে।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-পৃঃ ১৯৬)

১৫৭. দৌড়-ঝাঁপ বা হরকতের মধ্যে ফেতনা থেকে হেফাজত আছে

হজরতজী বলেন— হরকতের মধ্যে ফেতনা থেকে হেফাজত আছে। যখন মোনাফেকরা এক যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চাইলো, তখন হুজুর (স) হুকুম দিলেন যে, থাম, আগে বাড়বেনা এবং চলতে থাক (অর্থাৎ আপন কাজে লিপ্ত থাক)। (সাওানেহে হজরতজী-পৃঃ ২৩৪)

১৫৮. অবস্থাসমূহ সঠিক হবার পন্থা

হজরতজী বলেন— অবস্থার ভিত্তি মুল্‌ক্ ও মাল, টাকা পয়সা ও জমিন এবং রকেট ইত্যাদির ওপর নয়। বরং অবস্থার ভিত্তি আমল। আম্বিয়া (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রা) এবং আলেমদের আমলই অবস্থাকে সাজাবে এবং ঠিক করবে। মুল্‌ক্ ও মাল, সোনা-চান্দির দ্বারা অবস্থা ঠিক হবেনা। যারা একথা বুঝে নিয়েছে যে, সোনা-চান্দি ও মুলক ও মাল দ্বারা অবস্থা ঠিক হবে, তারা ধোকার মধ্যে আছে, হাকীকত এটা নয়, আল্লাহ তায়ালা অবস্থাকে আমলের মাধ্যমে জুড়েছেন। অবস্থাকে বস্তু দ্বারা জুড়েননি। যেমন আমল করবে, অবস্থাও সেরূপই হবে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬০৭)

১৫৯. টাকা চাইনা, মানুষ চাই

ক্যালকাটার একজন ধনী লোক হজরতজীর খেদমতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পেশ করলো, হজরতজী (র) পুরো বে-নেয়াজীর সাথে টাকাগুলো নিতে ইংকার করে বসলেন এবং বললেন ঃ এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার পরিবর্তে তুমি পঞ্চাশজন মানুষ দিয়ে দাও, যারা জামাতগুলোর সাথে বের হবে এবং সময় লাগাবে।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ২২৯)

১৬০. হজ্ব বিধানের প্রভাব সমস্ত জাগতিক সিস্টেমের ওপর পড়ে

হজরতজী বলেন— হজ্ব বিধানের সম্পর্ক শুধু হজ্ব আদায়কারীদের সঙ্গে নয়; বরং পুরো উম্মতের দ্বীন এবং মেহনতের পরীক্ষা আল্লাহ তায়ালা নিজের ঘরে এনে নেন। যার প্রভাব পুরো জাগতিক সিস্টেমের ওপর পড়ে। হজ্বের মধ্যে পবিত্র তরীকা অবলম্বন করার দ্বারা সমগ্র জগতের ওপর দান ও দয়ার প্রভাব পড়ে, আর হজ্বের মধ্যে খারাপ জীবন-যাপনের দ্বারা সমগ্র জগতের ওপর পেরেশানীর প্রভাব ফেলা হয়। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৪০৬)

১৬১. আফসোস! পৃথিবীর কোন একটা অংশ যদি এমন পাওয়া যেতো, যেখানে ইসলাম তার সঠিক অবয়বের সাথে নজরে আসতো

হজরতজী (র) অধিকাংশ সময় পেরেশান হয়ে বলতেন— আফসোস! আল্লাহ! আমি কি করবো? আর কখনো বলতেন ঃ আফসোস! পৃথিবীর কোন অংশ যদি এমন পাওয়া যেতো, যেখানে ইসলামকে তার সম্পূর্ণ অবয়বের সাথে দেখতে পেতাম। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬৭৪)

১৬২. মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস (র) এবং মাওলানা ইউসুফ সাহেব (র)-এর মধ্যে মরতবার পার্থক্য

হজরত জী বলেন— আমার মধ্যে আর হজরত মাওলানা ইলিয়াস (র) এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, হজরত মাওলানা ইলিয়াস (র) পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মানুষদেরকে চূড়ার ওপর ডাকতে ছিলেন, আর আমি পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দাওয়াত দিচ্ছি। (সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৬৮৪)

১৬৩ উম্মতের মূর্খতা দূর করার ফর্মূলা

হজরতজী বলেন— উম্মতের মুর্খতা দূর করা এবং উম্মতের মধ্যে এলেমের প্রয়োজন পুরা করার জন্য চার প্রকারের জয্‌বা বা আবেগ সৃষ্টি করা জরুরী। ১। শোনার জয্‌বা, ২। শোনাবার জয্‌বা, ৩। শেখার জয্‌বা, ৪। শেখাবার জযবা।

(তাবলীগ কা মাকামী কাম-পৃঃ ৫৯)

১৬৪. উম্মতের প্রতিটি শ্রেণী আপন আপন জীবনের শৃঙ্খলা যেনো কায়েম করে

হজরতজী বলেন— প্রতিটি মুসলমান, চাই সে আলেম হোক বা দরবেশ, বুজর্গ হোক বা হাফেজ, শাসক হোক বা শাসিত, ব্যবসায়ী হোক বা কৃষিজীবী, শ্রমিক হোক বা ফকীর, শহুরে হোক বা গ্রামের, মোট কথা সব শ্রেণীর লোক অর্থাৎ উম্মতের সমস্ত রকম লোক নিজ নিজ জিন্দেগীর শৃঙ্খলা কায়েম করা চাই। (তাবলীগ কা মাকামী কাম-পৃঃ ৯৩)

১৬৫. দুনিয়াতে ফেৎনা আসার কারণ

হজরতজী বলেন— দুনিয়াতে যতো রকমের ফেতনা আসে, তার সবটা অতিরিক্ত সময়কে গলত ব্যবহারের কারণে হয়। মানুষের আকলের কান যদি খুলে যেতো কতোইনা ভালো হতো। (তাবলীগ কা মাকামী কাম-পৃঃ ৯৯)

১৬৬. এই দাওয়াত ওয়ালা কাজ আগুনের ওপর পানি ঢেলে দেয়

হজরতজী কোন কোন সময় বে-কারার হয়ে বলতেন— তোমরা কোরবানী বাড়াচ্ছোনা কেনো? তাহলে অমুসলিমরাও ঈমানওয়ালা হয়ে যেতো এবং সব সময়ের দোজখ থেকে বেঁচে যেতো। আরো বলতেন ঃ এই দাওয়াতওয়ালা কাজ আগুনের ওপর পানি ঢেলে দেয়। (তাবলীগ কা মাকামী কাম- পৃঃ ১৬৬)

১৬৭. উম্মতকে টুকরা করার জিনিস হলো লেনদেন ও সামাজিক আচার-আচরণের নষ্টামীসমূহ

হজরত জী বলেন— উম্মত তখনই গড়বে, যখন উম্মতের হার তবকা কোন পার্থক্য ছাড়া ঐ কাজে লেগে যাবে, যা হুজুর (স) দিয়ে গেছেন। এবং স্মরণ রাখবে! উম্মতের ঐক্য নষ্ট করার জিনিস হচ্ছে, লেনদেন এবং সামাজিক আচার-আচরণের খারাপ দিকগুলো। (তাবলীগী তাহ্‌রীক-পৃঃ ৫২)

১৬৮. একে অপরের বেশী মাখামাখি বা বেতাকাল্লুফী অন্তর সমূহকে ভাঙ্গার কারণ হয়

হজরতজী বলেন— একে অপরের বেশী মাখা-মাখি থেকে বেঁচে থাক, কেননা, এ থেকে বে-একরামী আরম্ভ হয়ে যায়, আর বে-একরামী থেকে অন্তর ভাঙ্গে। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-পৃঃ ১৯৬)

১৬৯. উম্মতের অবস্থা

হজরতজী বলেন— যখন মুসলমান এক উম্মত ছিলো, তখন একজন মুসলমান নিহত হওয়ার কারণে সমস্ত উম্মত নড়েচড়ে উঠতো। এখন তো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের গলাকাটা হয় কিন্তু কানে গেছে বলেও মনে হয়না। (তাযকেরায়ে হজরতজী-পৃঃ ১৫১)

১৭০. বিমানের পরিবর্তে রেলগাড়িতে সফর করা

মাদরাজের সফর ছিলো, মাদ্রাজ ওয়ালাদের হজরতজী (র)-এর সফর বিমানের মাধ্যমে করতে চাচ্ছিলো, যখন হজরতজী তা শুনতে পেলেন, তখন তাদেরকে বললেন— আমি তোমাদেরকে বিমান থেকে পায়দলের ওপর আনতে চাচ্ছি, আর তোমরা আমার কাছে তার উল্টোটার আশা করছো, এবং একথা বলে নিষেধ করে দিলেন এবং রেলগাড়িতে সফর করলেন।

(সাওয়ানেহে হজরতজী-পৃঃ ৩৪২)

১৭১. সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা বিগড়ে যাবার অবস্থায় আওলিয়া কেরামের দোয়াও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না

হযরতজী বলেন— সমষ্টিগত অবস্থা বিগড়ে যাবার অবস্থায় যদি জাতির আল্লাহ ওয়ালারা তা শুধরাবার জন্য রাত্রে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে, তখন তাঁদের দোয়াও অবস্থাকে ভালো বানাতে পারে না। (তাযকেরায়ে হজরতজী–১৪৭)

১৭২. একে অপরের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চিকিৎসা

হজরতজী বলেন— বর্তমানে হার তবকার মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় যে অধঃপতন চলছে এবং অবস্থা বিগড়ে চলেছে, এর চিকিৎসা শুধু মোহাম্মদ (স)-এর তরীকার মধ্যে নিহিত আছে। (তাযকেরায়ে হজরতজী–১৩৬)

১৭৩. আশ্চর্যজনক রহস্য

হজরতজী বলেন— আমাদের খান্দানে যখন নাতির জন্ম হয়, তখন দাদার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে আসে, যেমন আমার এখানে যখন আমার ছেলে হারুনের জন্ম হলো, তখন হজরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস (র) এরশাদ করলেন, এখন আমার সময় শেষ, এমনিভাবে এখন মৌলভী হারুনের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তো আমার সময় কাছে এসে গেছে।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ–১৯৩)

১৭৪. বর্তমানে উম্মতের মধ্যে ভাল-মন্দ, নেকী-বদীর পার্থক্য বাকী থাকেনি

হজরতজী বলেন— বর্তমানে ভাল-মন্দ ও নেকী-বদীর পার্থক্য বাকী থাকেনি। যদি বর্তমান যামানায় আমরা সবাই মিলে এই কাজ আঞ্জাম দিয়ে ফেলতে পারি যে, উম্মত ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে শুরু করে, তাহলে বহুত বড় কাজ হবে, নামাজের তাশফীল, যাকাতের ব্যবস্থাপনা, রমজানে রোজার এহতেমাম, ফরজ হজ্বের আদবের পূর্ণতা এবং অন্যান্য সমস্ত চারিত্রিক ও সামাজিক বিশুদ্ধতার অবস্থাতো আরো পরের স্টেজ। (তাযকেরায়ে হজরতজী-৪৪)

১৭৫. সমস্ত ব্যবস্থাপনা ঠিক হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য

হযরতজী বলেন— আমরা এটা চাই যে, বাজার থেকে মসজিদ পর্যন্তের সমস্ত ব্যবস্থাপনা এবং মসজিদ থেকে আল্লাহর ঘর পর্যন্তের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ঠিক হয়ে যাক। (তাযকেরায়ে হজরতজী - ৪৪)

১৭৬. বস্তু ক্ষতি ও উপকার সাধনে আল্লাহর মুহ্তাজ

হজরতজী বলেন— আল্লাহ থেকে সবকিছু হয়, বস্তু থেকে কিছুই হয় না, বস্তু ক্ষতি ও উপকার সাধনে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। (তাযকেরায়ে হজরতজী - ৪৬)

১৭৭. হজরতজীর এন্তেকালের কয়েক মিনিট আগের অবস্থা

হজরতজী (র) এন্তেকালের কয়েক মিনিট আগে এ কথাগুলো বলেছেন— "আমার সাথে কে আছে?" তাঁর সাথীদের সাথে থাকার উত্তরে এরশাদ করেন, "আমার সাথে কেউ নেই, আমার সাথে আমার আল্লাহ আছেন।"

(তাযকেরায়ে হজরতজী- ৬২)

১৭৮. সুন্নত মোতাবেক পেশাব-পায়খানা করার মধ্যেও নূর আছে

হজরতজী বলেন— বিজ্ঞ সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন যে, সুন্নত মোতাবেক পেশাব-পায়খানা থেকে ফারেগ হওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করার মধ্যে যে সমস্ত নূর বিদ্যমান আছে, পরবর্তীকালে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বড় বড় বিভাগ বা শাখা-প্রশাখায়ও তা নেই। (তাযকেরায়ে হজরতজী - ৬৩)

১৭৯. বান্দার কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মেহনত করা

হজরতজী বলেন— ফলাফল তো শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের হাতের মধ্যে, ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়ে বান্দা আদিষ্ট নয়। তার নিজের কাজ তো এমন এক তরীকায় মেহনত করার ওপর জমে থাকার যোগ্যতা অর্জন করা, যাতে আল্লাহ

তায়ালার পূর্ণাঙ্গঁ সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, এবং উঁচু মাপের মেহনতকারীদের মধ্যে গণ্য হয়। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ – ৫৫)

১৮০. তর-তাজা হবার দরজা কখন খোলা হবে?

হজরতজী বলেন— বর্তমানে এই উম্মতের জন্য রহমতের দুয়ার হুজুর (সা)-এর মেহনতের বরকত ও তোফায়েলে খোলা আছে। বস! হুজুর (স)-এর তরীকায় মেহনতকে রেওয়াজ দেয়ার ওপর সামান্যতমও যদি মেহনত করা হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই উম্মতের তর-তাজা হবার দরজাকে পুরোপুরিভাবে খুলে দেবেন। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ – ৬২)

১৮১. মুসীবত থেকে মুক্তি এ মেহনতকে জীবিত করার মধ্যে নিহিত

হজরতজী বলেন— এমন সময়, যখন আল্লাহর সৃষ্টিজগত নিজেদের ভুল চেষ্টা-তদবীর ও মেহনতের কারণে বলা-মুসীবতের মধ্যে ফেঁসে আছে, তা থেকে মুক্তি শুধু ঐ মেহনতকে জীবিত করার মধ্যে নিহিত, যদ্দ্বারা মানবতার চেহারা আল্লাহ তায়ালার সত্তার ওপর মেহনত করে করে তাঁর সৌন্দর্য ও গুণাবলী কামানোর দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– পৃঃ ৬৪)

১৮২. বলা-মুসীবতের এলাজ বা চিকিৎসা

হজরতজী বলেন— বস্তুবাদী জিনিসে ডুবে থাকা এবং আরাম-আয়েশী জিনিসের মজার মধ্যে ফেঁসে যাওয়ার কারণে যে সমস্ত বলা-মুসীবতের দুয়ার খুলেছে, তার চিকিৎসা ঐ সাদা-সিধা ভোগ-পিপাসায় এবং ধৈর্য-সবর-ওয়ালা হরকত, যার ওপর হুজুর (স) আমাদেরকে রেখে গেছেন।
(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ–পৃঃ ৬৪)

১৮৩. আমাদের দায়িত্ব কি?

হজরতজী বলেন— অবস্থার পরিবর্তন শুধু আল্লাহ তায়ালাই করে থাকেন, যে কোন অবস্থাকে যখন চান পরিবর্তন করে দেন, আমাদের কাছে তো ঐ গোলামী এবং মেহনত চাওয়া হয়েছে, যার ওপর তিনি অবস্থার পরিবর্তন করে দেন। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– পৃঃ ৬০)

১৮৪. এই কাজের প্রসারের জন্য কঠিন মেহনতের প্রয়োজন

হজরতজী বলেন— যেকোন জিনিসেরই রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে তাকে আবার রেওয়াজ দিতে বহুত কষ্ট-মেহনত ও কোরবাণীর প্রয়োজন হয়। তারপর আবার এমন পদ্ধতিকে জিন্দা করা, যার থেকে মানুষের স্বভাব দূরত্ব অবলম্বন করে ফেলেছে, তার জন্য কত বেশী মেহনত এবং কোরবানীর প্রয়োজন।
(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– পৃঃ ৫৭)

১৮৫. জগত বাসীদের ওপর বলা-মুসীবত অবতীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ

হজরতজী বলেন— যে সমস্ত জাহেরী বা প্রকাশ্য আসবাবের সম্পর্ককে স্বয়ং আমাদের স্বভাব কাজ বানিয়ে রেখেছে, আর তা টানতে গিয়ে আমরা দুর্বল হচ্ছি, এটাই জগতবাসীদের ওপর বলা-মুসীবত নাজিল হবার কারণ হয়ে আছে।
(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– পৃঃ ৭০)

১৮৬. ঈমানের জন্য মেহনত করার প্রভাবসমূহ

হজরতজী বলেন— ঈমানের জন্য মেহনত করা এবং মোহাম্মদী তরীকা তর-তাজা হবার জন্য জগতের মধ্যে নিজের যাতের ওপর ভোগ-পিপাসা ও গরম-ঠাণ্ডা সহ্য করে আঘাত খাওয়াই প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হবার কারণ হয়। (মকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– ৭৭)

১৮৭. সমস্ত জগতকে অধীনস্থ্ করে দেয়ার ওয়াদা

হজরতজী বলেন— এই দাওয়াত ওয়ালা আমলের সামনে সমস্ত জগতকে অধীনস্থ্ করে দেবার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে, এবং জগতের অবস্থা ঠিক করে দেয়ার দায়িত্ব আছে। (মকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ–৯৩)

১৮৮. ভেতরের দরদ ও বে-চাইনি থেকে এ সমস্ত প্রভাব পড়বে

হজরতজী বলেন— নিজের মধ্যেকার ইচ্ছা ও আবেগ পরিমাণ এবং নিজের মধ্যেকার দরদ ও পেরেশানী এবং বে-চাইনির সাথে চেষ্টা-মেহনতে ডুবে যাওয়ার পরিমাণ অন্যদের উঠে আসার গায়েবী উঁচু উঁচু অবস্থাকে অস্তিত্বে আনে।
(মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– ৯৪)

১৮৯. গাশতের আমল এ কাজের মধ্যে মেরুদন্ডের হাড্ডির মত গুরুত্ব রাখে

হজরতজী বলেন— গাশতের আমল এ কাজের মধ্যে মেরুদন্ডের হাড়ের মতো গুরুত্ব রাখে। যদি এই গাশতের আমল বিশুদ্ধ হয়, তবে কবূল হয়ে যাবে, দাওয়াতও কবূল হয়ে যাবে এবং হেদায়েত আসবে, আর যদি গাশ্‌ত্ কবুল না হয়, তাহলে দাওয়াত কবুল হবে না, আর দাওয়াত কবুল না হলে হেদায়েত আসবে না। (সাওয়ানেহে হজরতজী– পৃঃ ৭৭৩)

১৯০. ইসলাম কখন প্রসার লাভ করবে?

হজরতজী বলেন— যখন জনসাধারণকে ইসলামের প্রসারকারী বানানো হবে, তখন এরা নিজেদের জীবন পদ্ধতিও পরিবর্তন করে ফেলবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সত্যতা বর্ণনা করা ও শেখা চাই, আর নিজের জীবন ব্যবস্থার

পদ্ধতিগুলোও তা মোতাবেক পরিবর্তন করা চাই, এর দ্বারা ইসলাম প্রসার লাভ করবে। (মাকতুবাতে আকাবেরে তাবলীগ– পৃঃ ১৫৭)

১৯১. জিহ্বা অন্তরকে জোড়া ও দেয়, আবার ছিড়েও ফেলে

হজরতজী বলেন— উম্মত বানানো এবং বিগড়ানোর ব্যাপারে, উম্মতকে জোড়ার ব্যাপারে এবং তোড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দখল জিহ্বার, এই জিহ্বা অন্তরসমূহকে জোড়া ও দেয়, আবার ছিঁড়েও ফেলে। জিহ্বা থেকে একটি গলত এবং খারাপ কথা বেরিয়ে যায়, আর তার ওপর লাঠি পেটা হয় এবং ফেৎনা ফাসাদ দাঁড়িয়ে যায়। আবার একটা কথাই জোড় পয়দা করে দেয় এবং কাঁটা অন্তরকে মিলিয়ে দেয়। এজন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এ কথার যে, জিহ্বার ওপর ক্ষমতা বা অধিকারী হওয়া চাই, আর এটা তখনই হওয়া সম্ভব, যখন বান্দা সব সময় এ কথার খেয়াল রাখবে যে, আল্লাহ্ সব সময় তার সাথে আছেন এবং তার সবকথা শুনছেন। (তাবলীগী তাহ্রীক– পৃঃ ৫৪)

১৯২. কিতাবের সাথে লেগে থাকার অবস্থা

হজরতজী বলেন— বড় হজরতজী (মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস রহঃ) যখন আমাকে জামাতের সাথে মেওয়াতে পাঠাতেন, তখন আমি গরুর গাড়ির মাল রাখার জায়গায় নিজের কিতাবগুলো রেখে দিতাম আর পুরো রাস্তায় পড়তে থাকতাম, এবং উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছার পর যা কিছু আমার লেখার প্রয়োজন হতো তা আমি লিখে নিতাম। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ– পৃঃ ৫০)

১৯৩. আমল ওয়ালা জীবন ফাজায়েল দ্বারা সৃষ্টি হয়

হজরতজী বলেন— আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমল উদ্দেশ্য, আর আমল ওয়ালা জিন্দেগী ফাজায়েল দ্বারা পয়দা হয়। প্রথমে ফাজায়েল বা লাভের কথা বর্ণনা করা চাই, যাতে করে আমল জিন্দা হয়, আমল অস্তিত্বে আসার পর সহী-শুদ্ধের প্রশ্ন আসবে, তখন মাসলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হবে।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ– পৃঃ ৫৫)

১৯৪. আমরা (মাদ্রাসায়) পড়ানোকে বুনিয়াদী বা ভিত্তিমূলক কাজ মনে করি

একবার হজরত মাওলানা মুফতী আজিজুর রহমান বিননূরী সাহেব হজরতজীর কাছে নিজের পড়ানোর কাজে ব্যস্ততার শেকায়েত করলেন এবং আরজ করলেন যে, আমি পড়াতে পড়াতে এতো বিরক্ত হয়ে গেছি যে, মন চায় কিছু দিনের জন্য যদি কাউকে পাওয়া যেতো তাহলে পড়ানোর দায়িত্ব তাঁর হাওলা করে কিছুদিন তাবলীগে সময় লাগাতাম, তখন হজরত বললেনঃ কখনো

না, তাবলীগের আগেও এ কাজই করতে হবে এবং তাবলীগের পরেও এ কাজই করতে হবে। (অর্থাৎ পড়াতে হবে) মানুষ আমাদেরকে বলে যে, আমরা নাকি মাদ্রাসার বিরোধী, অথচ এটা গলত কথা, আমরা তো পড়ানোকে বুনিয়াদী কাজ মনে করি, আর সত্য কথা এই যে, আমি নিজেও পড়াই। আমরা তো এটা চাই যে, পড়ানোর কাজের সাথে তাবলীগকেও লাগিয়ে রাখা হোক।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ– পৃঃ ৫৮)

১৯৫. সীমাবদ্ধ জায়গায় অসীম চাহিদাকে পূরা করা যায় না

হজরতজী বলেন— আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে মানুষের প্রয়োজনের জন্য বানিয়েছেন, আর এ কথা প্রকাশ্য যে, যত জিনিস পৃথিবীতে আছে তা সব মানুষের প্রয়োজনের জন্য এবং সীমিত পরিমাণে, কিন্তু মানুষ যখন প্রয়োজন থেকে আগে বেড়ে খাহেশের অবস্থানে প্রবেশ করে, তখন খাহেশ তো অসীম, একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় অসীম খাহেশকে পুরা করা যায় না, খাহেশ পুরা হবার জায়গা জান্নাত। আর জান্নাতের সমস্ত জিনিস চিরস্থায়ী এবং অসীম। এ কথাকেই কোরআন পাকে এই শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়েছে– জান্নাতে ঐ সমস্ত জিনিস মজুদ আছে যা তোমাদের নফ্‌স্ খাহেশ করবে।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ– পৃঃ ৫৯)

১৯৬. হুজুর (স) অধিকাংশ সৈন্যদল দাওয়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন

হজরতজী বলেন— হুজুর (স) যত প্রতিনিধি দিল, সেনাবাহিনী গোত্রসমূহ ও এলাকাসমূহে পাঠিয়েছেন তা সব দ্বীনের দাওয়াতের জন্য ছিল, হুজুরে আকরাম (স)-এর সমস্ত জেহাদের সংখ্যা এক রেওয়ায়েত মতে ২৩, আর অন্য রেওয়ায়েত মতে ৩৯, এর মধ্যে শুধু নয়টির ব্যাপারে লেখা আছে যে, হুজুর যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন। বাকী সবগুলোর ব্যাপারে এটাই লেখা আছে যে, দাওয়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। স্বয়ং হুজুর (স) নিজেও শুধু একটি যুদ্ধে একজন কাফেরকে জখম করেছেন। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ– পৃঃ ৫৯)

১৯৭. খায়রুল কুরুনে পরিচিতি পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— খায়রুল কুরুনে পরিচিতির কাজ আমলের হিসাবে করানো হতো যে, ইনি তাহাজ্জুদ গুজার, ইনি রাতজাগা লোক, ইনি সব সময় রোজা রেখে থাকেন ইত্যাদি। (তাযকেরায়ে মাও ঃ ইউসুফ– পৃ ঃ ৬০)

১৯৮. সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ২৪ ঘন্টা ভাগ করে নেয়ার কম দরজার তরতীব

হজরতজী বলেন— সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর চব্বিশ ঘণ্টার তরতীবের মধ্যে কম দরজার তরতীব ছিল এভাবে যে, অর্ধ দিন কামাই রুজির জন্য আর অর্ধদিন মসজিদে, এভাবে তাঁদের ওখানে রাতের ও ভাগ ছিল, আধা রাত বিবি-বাচ্চার হক-হকুক আদায় করার মধ্যে আর আধা রাত নামাজ এবং জিকিরের মধ্যে কাটাতেন। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ- পৃ ঃ ৯১)

১৯৯. দেওবন্দ, সাহারান পুরে জামাত পাঠানোর কারণ

হজরতজী বলেন— আমি যে দেওবন্দ, সাহারান পুরে জামাত পাঠিয়ে থাকি, তা এজন্যে নয় যে, আলেমদেরকে তাবলীগ করা হোক, এবং দাওয়াত দেয়া হোক। আমি তো এই উদ্দেশ্যে পাঠাই যে, বর্তমানে আম জনসাধারণ আলেমদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা যেন তাদের কাছে হয়ে যায়, এর মধ্যেই তাদের উপকার। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ- পৃঃ ৯৭)

২০০. বদরের যুদ্ধের তারিখে জামাত বের করার আমল তরক করার কারণ

হজরত মুফ্‌তি আজিজুর রহমান সাহেব বিননূরী (র) হযরতজী থেকে জানতে চাইলেন যে, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনারা ঐ সমস্ত তারিখে জামাত বের করতেন, যে সমস্ত তারিখে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল,কিন্তু তারপর তা বন্ধ করে দিলেন কেনো? হজরতজী বললেন— হুজুর (স) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রথম সফর, যা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য হয়েছিল। আর সেই সফরেই হক ও বাতেলের ফায়সালা হয়েছিল, তারই অনুকরণে ঐ সমস্ত তারিখে জামাত বের করতাম, কিন্তু পরে যখন আমি এ কথা বুঝতে পারলাম যে, মানুষ একে জরুরী মনে করে বসবে এবং ভবিষ্যতে বেদাতের রূপ ধারণ করবে, তখন আমি তা বন্ধ করে দিয়েছি।

(তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ- ১০৫)

২০১. নিয়ম ঠিক ছিল এবং ফরজও আদায় হয়ে গেছে

হজরতজী বলেন— মুন্সী বশীর সাহেব! আপনার জানা আছে যে, বড় হজরতজী এন্তেকালের পর কত টাকা করজ হয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত ঃ দশ-পনের হাজারের কম নয়, দিল্লীর একজন বড় ব্যবসায়ী (বড় হজরতজীর সাথে তার সম্পর্ক ছিল) জানতে পেরে টাকা নিয়ে আসলেন, আমি মসজিদে বসা ছিলাম, আমার কাছে এসে বললেন, "নাও নিজের করজ আদায় করে দাও।" আমি

বে-পরোওয়াভাবে বললাম, আমার এ টাকার কোন প্রয়োজন নেই। যদি সময় লাগাও তবে টাকা নেয়া হবে, না হয় নেয়া হবে না। তিনি নারাজ হয়ে টাকা নিয়ে ফেরত চলে গেলেন। মুন্সীজী জানেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা কিভাবে সেই করজ উত্তম পন্থায় আদায় করিয়েছেন, নিয়মও ঠিক থাকল এবং করজও আদায় হয়ে গেছে। (তাযকেরায়ে মাওলানা ইউসুফ– পৃঃ ১১৮)

২০২. কামিয়াবী ধন-দৌলতের মধ্যে নয়

হজরতজী বলেন— কামিয়াবী ধন-দৌলতের মধ্যে নয়, যদি টাকা-পয়সার মধ্যে কামিয়াবী হতো, তাহলে কারুন কামিয়াব হতো। কামিয়াবী আল্লাহর হাতে, তিনি কামিয়াব করতে চাইলে বিনা টাকা-পয়সা ও কামিয়াব করতে পারেন, আর যদি তিনি নাকাম করতে চান, তাহলে ধন-দৌলতের নকসার মধ্যেও নাকাম করতে পারেন। (তাযকেরায়ে মাও ঃ ইউসুফ– পৃঃ)

২০৩. আমরা তোমাদেরকে তালীম থেকে সরাতে চাই না

হজরতজী বলেন— যে সময়টা আপনারা (অর্থাৎ কলেজ-ভার্সিটির ছাত্র) অনর্থক কাজে ব্যয় করে থাকেন, তা দ্বীনের কাজে লাগিয়ে দিন। ছুটির সমস্ত সময়টা হাসি-তামাশায় অতিবাহিত হয়ে যায়, তা চিল্লার মধ্যে লাগিয়ে দিন। আমরা তোমাদেরকে শিক্ষা থেকে সরাতে চাই না।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ–পৃঃ ১২৫)

২০৪. দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় বেশী বেশী জামাত পাঠানোর কারণ

হজরতজী বলেন— দাঙ্গার জামানায় আমি একটা জামাতের তাশকীল করেছি, হজরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র) এবং হজরত রায়পুরী (র) বললেন, তুমি এমন সময় বাইরে জামাত কেনো পাঠাও? আমি আরজ করলাম যে, আমার একীন আছে যে, যেখানে জামাত যাবে সেখানে ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ হয়ে যাবে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১২১)

২০৫. দাঙ্গাঁ-হামাঙ্গাঁ ও ফাসাদ ওয়ালা জায়গাতে জামাত যাওয়ার কারণে ফাসাদ বন্ধ হয়ে যাওয়া

হজরতজী বলেন— ফাসাদের জমানায়ও আমরা জামাতের নফল ও হরকত বন্ধ করিনি; বরং আমরা যখন জানতে পেরেছি যে, অমুক জায়গায় দাঙ্গামা হয়ে গেছে, অথবা এমন কিছু নমূনা মজুদ আছে যে, ঐ এলাকায় দাঙ্গাঁ বাঁধারসমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন আমরা জামাতের রুখ ঐ দিকেই করে দিয়েছি, যার ফল এই হয়েছে যে, ঐ সমস্ত জায়গায় দাঙ্গাঁ-হাঙ্গাঁমার আগুন জ্বলে ওঠেনি, আর

যেখানে দাঙ্গা হয়ে গেছে সেখানে জামাতের যাওয়ার উসিলায় নিরাপত্তা আসার শুরু হয়েছে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১২০)

২০৬. হেজাযে মোকাদ্দাস বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন

হজরতজী হেজাযে মোকাদ্দাসে তাশরীফ নিলেন এবং সেখানকার লোকদেরকে বললেন— একটা জিনিস আপনাদের এখান থেকে বলেছিল এবং আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। আপনারা তখনও এ কাজের যোগ্য ছিলেন এবং এখনও এ কাজের যোগ্য। পৃথিবী আপনাদের কাছ থেকেই দ্বীন শিখেছে আর এখনো আবার আপনাদেরকে এই কাজই করতে হবে।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১২৫)

২০৭. দ্বীনের শত্রুদের ষড়যন্ত্র

হজরতজী বলেন— উভয় জাতি (ইহুদী-খৃষ্টান) ইসলামের সব সময় শত্রু থেকেছে। তারা নিজেদের সামাজিক আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দ্বীনের এমন ক্ষতি করেছে, যা ঠিক করা কঠিন হয়ে পড়েছে, ভাল ভাল দ্বীনদারদের পর্যন্ত খবর নেই। ইসলামের ইতিহাস, হুজুর (স)-এর পবিত্র জীবনী এবং কোরানের অভিধানে এমন এমন পরিবর্তন করেছে, যা ভাল ভাল আলেমদের পর্যন্ত ধোঁকায় ফেলে দেয়। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৬১)

২০৮. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখায় দুনিয়াবী উপকার

হজরতজী বলেন— মানুষ যখন নিজের ওপর নিজে মেহনত করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যায়, যার ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তার শুধু হাত-পা ওঠার সাথে সাথেই ফায়সালা করে দেন।তখন দুনিয়া তার পিছে এমনভাবে আসে যেভাবে এখন আমরা দুনিয়ার দিকে দৌড়াচ্ছি, অথচ দুনিয়া ভাগছে হাতে আসছে না। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৭১)

২০৯. আল্লাহর সিদ্ধান্তকে দুনিয়ার কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না

হজরতজী বলেন— নমরুদের খোদায়ীর পুরাশক্তি দ্বারা এই চেষ্টায় রত ছিলো যে, আজ রাতে কোন ছেলের অস্তিত্বের ভিত্তি যেন না পড়ে, সমস্ত দেশের পুরুষ এবং মহিলাদেরকে পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়েছিলো, পাহারাদার বসানো হয়েছিলো, কিন্তু হলো কি? আল্লাহর হুকুম মোতাবেক যে কাজ হবার ছিলো তা হয়েই গেলো, শত্রুর ঘরে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) লালিত-পালিত হচ্ছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু করতে চান তখন দুনিয়ার কোন শক্তি কিছুই করতে পারে না। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৭২)

২১০. দেশীয় এবং বংশীয় জয্‌বা দ্বারা উম্মতের ঐক্য নষ্ট হয়

হজরতজী বলেন— হুজুরে পাক (স) কত কষ্ট এবং মুসীবত বরদাশ্‌ত করে উম্মত তৈরি করেছিলেন, দেশীয় জয্‌বা, বংশগত দিক যখন উজ্জীবিত হয়, তখন উম্মতের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৭৫)

২১১. একা নিভৃতে কলেমা শরীফকে আজমতের সাথে পড়ার উপকার

হজরতজী বলেন— কলেমার প্রথমাংশ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি? কলেমার উদ্দেশ্য একীনের পরিবর্তন সাধন, বস্তু থেকে একীন বের হয়ে আল্লাহ তায়ালার যাত বা সত্তার ওপর একীন এসে যায়, এটাকেই কলেমা থেকে পয়দা করতে হবে।

কলেমার দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কি? অবস্থাকে হুজুরে আকরাম (স)-এর শেখানো তরীকা মোতাবেক বানানো। যত বেশি আমরা একীনের দাওয়াত দেবো, অতটুকুই আমাদের মধ্যে একীন সৃষ্টি হবে, আর যত বেশী একা একা এই কলেমাকে আজমত ও ভক্তির সাথে এবং আল্লাহর ধ্যানের সাথে পড়তে থাকবো অতটুকুই অন্তরের মধ্যে একীন জমে বসবে।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯০)

২১২. নামাজ আমাদের জীবনে কখন প্রভাব বিস্তারকারী হবে?

হজরতজী বলেন— নামাজ একটা বাস্তবগত অভ্যাস, কলেমার মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে যে কথা স্বীকার করেছি, নামাজের মধ্যে তফ্‌শীলীভাবে তার মশ্‌ক বা অভ্যাস করানো হয়েছে, নামাজের উদ্দেশ্য, হার অবস্থায়, সব সময়, যে কোন জায়গায়, আল্লাহ তায়ালার যা হুকুম আছে, তাকে হুজুর (স) ওয়ালা তরীকা মোতাবেক করার জয্‌বা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। নামাজের মধ্যে যেমন সমস্ত ওঠা-বসা আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক হয়, এমনিভাবে নামাজের বাইরের জিন্দেগীও আল্লাহ তায়ালার হুকুমের মোতাবেক হয়ে যায়, যত বেশী আমরা নামাজের দাওয়াত দেবো এবং নামাজকে ভালভাবে বানিয়ে নিয়ে আদায় করবো, অতটুকুই এ নামাজ আমাদের জীবনের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হবে।

(তাযকেরায়ে মাঃ ইউসুফ– পৃ ১৯০)

২১৩. এলেম দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

হজরতজী বলেন— এলেম অর্থ জানা, হার হালে, সব জায়গার হুকুম, যার অভ্যাস আমরা নামাজের মধ্যে করেছি, তাকে জানবার জয্‌বা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া যে, প্রত্যেকটি আমল করার আগে আমরা জেনে নেবো যে, হুজুর (স) এই

আমলকে কিভাবে করেছেন? তা জানার জন্য ঘর-বাড়ি ছাড়তে হলে, জান এবং মাল কোরবানী করতে হলে, তাঁর হুকুম জানার জন্য এই সমস্ত জিনিসকে কোরবান করবো এমন অবস্থা হলে, এলেম দ্বারা তার সহীহ জযবা বা বিশুদ্ধ আবেগ সৃষ্টি হবে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯১)

২১৪. একরাম কি?

হজরতজী বলেন— একরাম হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানব জাতির হক-হকুক আদায় করা এবং তার হক থেকেও বেশী আদায় করা।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯১)

২১৫. এখলাসে নিয়ত

হজরতজী বলেন— নিয়তকে সহী করা, নিজের নিয়তকে ঠিক করা, আমলের শেষে নিজের নিয়তের দুর্বলতাকে বের করা।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯১)

২১৬. জিকিরের অর্থ–আল্লাহর ধ্যান সৃষ্টি করা

হজরতজী বলেন— জিকিরের উদ্দেশ্য ধ্যান পয়দা করা। একা একা আল্লাহ তায়ালার ধ্যান পয়দা করা আর তাঁর বড়ত্বের ধ্যানের সাথে ঐ সমস্ত তাসবীহ আদায় করা, এ ছাড়াও উঠতে-বসতে সব জায়গার সব সময়ের মসনুন দোয়াগুলো আদায় করতে থাকলে, তবে আল্লাহর ধ্যান সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(তাযকেরায়ে মাঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯০)

২১৭. সময় বের করা

হজরতজী বলেন— অন্যদেরকে আমলের দাওয়াত দিতে গিয়ে নিজেকে নিজে এই আমলের ওপর অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা। এটা একটা ভিন্ন মেহনত। **এর জন্য জীবনে প্রথম চার চারমাসের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে, শহর থেকে শহরে দ্বীনের চাহিদার জন্য ঘোরা, নিজের জান-মালকে আল্লাহর জন্য কোরবান** করা। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯১)

২১৮. বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা

হজরতজী বলেন— যে কাজে দ্বীনের ফায়দা হয় না, দুনিয়ায় তা থেকে বেঁচে থাকা চাই। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ–পৃঃ ১৯১)

২১৯. ইসলামী আমলের তরতীব কায়েম করার উপকারিতা

হজরতজী বলেন— ইসলামী আমলের তরতীব কায়েম করতে বসবে তো অন্যান্য জিনিসের তরতীব বদলে যাবে। আমলের তরতীব কায়েম করা অন্যান্য জিনিসের তরতীবকে কোরান মোতাবেক বদলানো এরই নাম ইসলাম, যে ব্যক্তি

আমলের তরতীব বিগড়ে ফেলে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অপমান করেন, এবং অন্তরে হেদায়েতের আলো সৃষ্টি হবে না, যে ব্যক্তি মোহাম্মদী আমলের তরতীব কায়েম করবে, তাকে প্রিয় ও মখলুকের কেন্দ্রবিন্দু বানানো হবে।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৫)

২২০. ইসলাম দুটি হরকতের ওপর চমকায়

হজরতজী বলেন— নামাজের হাকীকত সৃষ্টি করার জন্য মেহনত কর। ইসলাম দুটি হরকতের ওপর চমকায়। একটা নামাজের মধ্যে মেহনত করার দ্বারা। দ্বিতীয়টা নামাজ ওয়ালী মেহনতের মধ্যে মেহনত করা এবং তাকে সাধারণ করা। ভেতরের আলো এই দুই হরকতের মাধ্যমে দেয়া হবে।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৫)

২২১. দোয়া কখন কবূল হয়?

হজরতজী বলেন— দোয়া তখন কবূল হবে, যখন হারাম খাবার থেকে বাঁচবে। আরো বেশী কবুল হবে যদি মকরূহ থেকে বাঁচতে পার।

২২২. চাওয়া এবং মনের চাওয়া থেকে বাঁচার পদ্ধতি

হজরতজী বলেন— মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম, আর এশ্রাফ (অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে সৃষ্টির কাছে হাত পাতা এবং সৃষ্টির কাছে পাওয়ার আশা করা) মকরুহ। মুখে চেয়েছো তো সুয়াল হলো। আর ভেতরে ভেতরে অন্য থেকে বিনিময় চাওয়ার জর্রা বাকী থাকে তো এশারাফ। আল্লাহ্ তায়ালার জানার হিসাবে তো উভয়ই একই প্রকার। মখলুক থেকে চেয়ে যে বস্তু খাবে তা হারাম হবে, এশরাফের মাধ্যমে যা আসবে তা খাওয়া মকরূহ। মখলুক থেকে চেয়ে খাবে তো অপমানিত হয়ে যাবে। চাই ভদ্রভাবে চাও, চাও হাসি-মজাক করে চাও, এটা চাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি মাত্র। তাদের মূল সুয়ালই। এই উভয়-রকমের সুয়াল থেকে বেঁচে থাকা জরুরী এবং দুটি জিনিসের ওপর মেহনত করা জরুরী। ১। এশরাফ থেকে বাঁচার ওপর মেহনত করা। ২। দোয়া চাওয়ার ওপর মেহনত করা। মখলুক থেকে চাওয়া সুয়াল, আর আল্লাহ্ থেকে চাওয়া, চাই অন্তরে হোক, চাই মুখ থেকে তা দোয়া, আর আসল দোয়া অন্তরে হয়। শয়তান এশরাফের ওপর ফেলবে, তুমি দোয়াতে লেগে যাও। এটাই এর চিকিৎসা। দ্বীন-দুনিয়ার যেখানেই কোন সমস্যা আসবে, তুমি দোয়াতে লেগে যাও, তাহলে এশরাফ থেকে বেঁচে যাবে। যখন এশরাফ থেকে বেঁচে গেছো, তখন সুয়াল থেকেও বেঁচে যাবে। যদি এশরাফের মূল না কাট তাহলে একদিন না একদিন সুয়ালের অভিশাপে ফেঁসে যাবে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৫)

২২৩. হুজুর (স)-এর সামাজিক জীবন ও কেয়ামত পর্যন্তের জন্য এসেছে

হজরতজী বলেন— বন্ধুরা! হুজুর (স)-এর নবুওয়াত যেমন কেয়ামত পর্যন্তের জন্য,এমনিভাবে হুজুরের সামাজিক আচার আচরণ ও কেয়ামত পর্যন্তের জন্য। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ২০৫)

২২৪. সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ, আর হুজুর (স)-এর অস্তিত্ব সৃষ্টির মূল

হজরতজী বলেন ঃ সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ। আর হুজুর (স)-এর মোবারক অস্তিত্ব সৃষ্টির মূল। অতএব যে ব্যক্তি সৃষ্টিবস্তু ব্যবহার করবে, অথচ এই খেয়াল করবে না যে, আল্লাহ এবং রাসূল (স) বৈধ করেছেন কি করেননি, সে চোর। কেননা, বৈধ হওয়া ব্যবহারের জন্য অনুমতি স্বরূপ, আর অবৈধ হওয়া নিষেধ স্বরূপ। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ২০৬)

২২৫. আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা কি পালা যায় না?

হজরতজী বলেন— যখন তুমি সরকারের কাজে নিয়োজিত হবে, তখন সরকার কি তোমার খরচ বহন করবে না? যদি মন্ত্রীদের প্রশংসা করে পালা যেতে পারে, তাহলে কি আল্লাহর প্রশংসা পালা যাবে না। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯২)

২২৬. পরহেজগারীর বরকতে আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরকে পাল্টে দেন

হজরতজী বলেন— হজরত দাউদ তায়ী (র) একজন বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মানুষের কামাই-রুজি সঠিক থাকেনি, তখন মানুষের হাদিয়া-তোহ্ফা লওয়া বাদ দিলেন এবং বাইরে বের হওয়াও ছেড়ে দিলেন। ভেতরে ভেতরেই আল্লাহর জিকির করতে থাকলেন, যখন তাঁর বাবার এন্তেকাল হয়েছিল, তখন অনেক কম টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন। যার ওপর তিনি ত্রিশ বছর কেটে ছিলেন। যখন এটাও খতম হয়ে গেল, তখন ঘরের ইট এবং ছাদের কাঠ বিক্রি করে দিন গুজরান করলেন। তবুও মানুষ থেকে নেননি। যখন তাঁর এন্তেকাল হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাশ চলতে চলতে কোন মতে গিয়ে কবরস্থানে পৌছেছে। মানুষের ভীড়ের কারণে বহনকারী খাটিয়ার চৌদ্দটি পায়া ভেঙ্গেছে। আর ঐ দিন তাঁর বরকতে ছয় লক্ষ ইহুদী মুসলমান হয়েছে।
(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৭)

২২৭. মৃত্যু সত্য, আর জীবন ধোঁকা

হজরতজী বলেন— প্রকৃত ঘটনার বিপরীতকে ধোঁকা বলে। আল্লাহ তায়ালা এবং জনাব রাসূলুল্লাহ (স) যে সমস্ত আসল সত্য বলেছেন, এটা দেখ যে,

আমাদের মেহনত তার মোতাবেক আছে, না তা থেকে সরে পড়েছে? যারা আসল সত্য তালাশ করে না, আর তা ছাড়াই মেহনত করে, তারা ধোঁকার ওপর মেহনত করছে, অথচ মনে করছে যে, আসল সত্য এটাই। অথচ তা ধোঁকা। এ সমস্ত লোক নিজেদেরকে সফল মনে করছে, অথচ আসলে তারা নাকাম। যখন আসলের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার জন্য নিজেকে নিজে কষ্ট-মোজাহাদায় অভ্যস্ত করবে না, তখন ধোঁকার মধ্যেই পড়ে থাকবে।

আমাদের এই এজতেমায় একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা কি আমানতের ওপর মেহনত করছি, না কি ধোকার ওপর? এ কথার ওপর চিন্তা-ফিকির করি। সবচেয়ে প্রথম কথা এই যে, মৃত্যু সত্য, আর জীবন ধোঁকা। জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার মত একটি সময়, যার সম্পর্কে এ কথাও জানা নেই যে, কখন শেষ হয়ে যাবে? মানুষ মৃত্যুর দিকে পীঠ ফিরিয়ে আছে, আর জীবনের দিকে মুখ করে আছে। জীবনের তো ছোট ছোট বস্তুও দেখা হচ্ছে, আর মৃত্যুর এত বড় বড় সমস্যাকেও দেখা হচ্ছে না। যেখানে হাজার হাজার বছর থাকতে হবে। এটা ধোঁকা নয় আর কি? এরা ধোঁকা ওয়ালা মানুষ, যারা মৃত্যুর আগের জীবনের গুরুত্ব দেয়, অথচ মরার পরের জীবনকে ভুলে বসে। এমন ধরনের মানুষ দোজখে যাবে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৮)

২২৮. বস্তুর চিন্তা করা আর আমলের চিন্তা না করা অত্যন্ত বড় ধোঁকা

হজরতজী বলেন— মানুষ বস্তুর লাইনে তো একেক জাররা পর্যন্ত এখানেই রেখে চলে যাবে আর আমলের লাইনে ছোট ছোট আমল পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে যায়। যদি আমরা বস্তুর চিন্তা করি আর আমলের চিন্তা না করি, তবে এটা মস্ত বড় ধোঁকা হবে। জমিন থেকে যে সমস্ত জিনিস বের হচ্ছে, তাতো ধ্বংস হয়ে যাবে, আর ঐ সমস্ত আমল যা শরীর থেকে বের হচ্ছে, তা সব সময় থাকবে। চাই খারাপ হোক কিংবা ভালো। বস্তু থেকে তো এক ব্যক্তিও এই পৃথিবী থেকে কোন একটি বস্তুও সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। এমনকি হাশরের মাঠে লোকদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় ওঠানো হবে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৯)

২২৯. তোমার মেহনত আসল, সৃষ্টি জগত আসল নয়

হজরতজী বলেন— আসল হলো মানুষ, সৃষ্টিজগত আসল নয়, যদি আসলকে না বানানো হয় এবং আসলের মধ্যে গন্ডগোল সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত সৃষ্টি

জগতের মধ্যে গন্ডগোল সৃষ্টি হবে। যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে উপকার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ক্ষতি পৌঁছবে, যার মধ্যে ইজ্জত আছে বলে মনে হচ্ছে, তার মধ্যে বে-ইজ্জতি এসে যাবে। মোটকথা, যদি মানুষের সহী ব্যবহার হয়, তাহলে সৃষ্টিজগতও সহীভাবে ব্যবহৃত হবে। তোমার মেহনত আসল, সৃষ্টিজগত আসল নয়। যদি আমরা মেহনত করে নিজেদের আমল ঠিক করে ফেলি এবং ভাল আমল আসমানে পাঠাই, তাহলে সেখান থেকে ভালোর ফায়সালা হয়ে আসবে। আর যদি বিগড়ে যাওয়া আমল আসমানে যায়, তাহলে ধ্বংস, জুলুম বরবাদী, ফেৎনা-ফাসাদ ও মোনাফেকীর ফায়সালা হবে।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পঃ ২০২)

২৩০. উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেবা করা অনেক সহজ

হজরতজী বলেন ঃ গরীব-দুঃখীদের সেবা দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যায়, অহংকার নষ্ট হয়, বিনয়-সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সেবা দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যায় না। ক্ষমতাশীল, আমলা, এবং পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের খেদমত তো উদ্দেশ্য হাসিল, সম্মানের পূজা ও প্রসিদ্ধি লাভের কারণেও করা হয়। তার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। যাকে দেখলে ঘেন্না হয়, তাচ্ছিল্য আসে, তাদের খেদমতের দ্বারা অন্তরকে টানে, যখন তার মধ্যেও কোন উদ্দেশ্য সামেল না হবে। পীর-মাশায়েখদের যে সকল খাদেম সম্পর্কে আমরা শুনতে পাই যে, তাঁরা বুজর্গ হয়ে গেছেন, তাঁরা ঐ সমস্ত খাদেম ছিলেন, যাঁরা খানকায়–আগত মেহমানদের খেদমত করেছিলেন। এমনকি তাদের পায়খানা ও ফেলে দিতেন। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত খেদমত করা অনেক সহজ। মানুষ পীরদের খেদমত করে, যাতে করে তাদের দোয়ায় আমাদের অমুক কাজ হয়ে যায়, আমাদের সম্পর্কে সুপারিশ করে দেবে। আবার ঐ সমস্ত বুজর্গদের খেদমত দ্বারা নফসের জন্য বিনা মূল্যে খ্যাতি পেয়ে যাওয়ার কারণে মজা আসে। এগুলো সব উদ্দেশ্য। এ থেকে পবিত্র হয়ে খেদমত কর। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ১৯৬)

২৩১. জিনিসের ওপর ভরসা করবে না, জিনিসকে মাবুদ বানবে না

হজরতজী বলেন— জিনিসকে মাবুদ বানাবে না, জিনিসের ওপর ভরসা করবে না, আকৃতির ওপর আকৃষ্ট হবে না, তাদের দ্বারা কিছুই হবে না। আসবাবের কোনই হাকীকত নেই। তাদের দ্বারা কিছুই হয় না, যা কিছু হয় আমল দ্বারা হয়। গুণাবলী দ্বারা হয়, আর যা কিছু হয়, জিনিসের প্রভু এবং আকৃতির প্রভু থেকে হয়। তাঁকেই জান, তাঁকেই চেন, তাঁকেই মান।

(তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ২০২)

২৩২. জগদ্বাসীর অবস্থা ঠিক হবার সিলা

হজরতজী বলেন— ঈমানে কষ্ট-মেহনতের জন্য দিনের বেলায় হোঁচট খাওয়া এবং রাতের অন্ধকারে কান্নাকাটি করা জগতের অবস্থা ঠিক হওয়ার উসিলা। (তাযকেরায়ে হজরতজী– পৃঃ ১০৭)

২৩৩. মানুষ চারটি মূল পদার্থের সমষ্টি

হজরতজী বলেন— মানুষ চারটি মূল পদার্থের সমষ্টি, প্রত্যেক পদার্থের সবিশেষ প্রভাব আছে। তার অনুপযোগী প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রথমে আজানের মধ্যে চারবার তকবীর বলানো হয়েছে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ২০৫)

২৩৪. হুজুর (স)-এর আচার-আচরণ থেকে আল্লাহ্ পাওয়া যাবে, অবস্থা ঠিক হবে

হজরতজী বলেন— একীন কর যে হুজুর (স)-এর আচার-আচরণের দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যাবে, অবস্থা ঠিক হবে। আর যদি ইহুদী-খৃষ্টানের রাস্তায় আচার-আচরণ বানাও, তাহলে অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে থাকবে। (তাযকেরায়ে মাওঃ ইউসুফ– পৃঃ ২০৪)

২৩৫. হজরতজীর আশা ও আরজু

হজরতজী বলেন— আমি চাই যে, প্রত্যেকটা ঘর সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ঘরের নমুনা মোতাবেক হোক। প্রত্যেক ব্যক্তির সময়ের এক-তৃতীয়াংশ মদীনার সাহাবীদের নকশা মোতাবেক অতিবাহিত হোক। (সাওয়ানেহে হজরতজী– পৃঃ ৬২১)